পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 241 Wednesday, 31 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪১ সংখ্যা ❋ ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১, বুধবার, ৩১ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## বেলাইন হাওড়া-মুম্বইগামী ট্রেন, মৃত ২, আহত বহু

### কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা মমতার

**চক্রধরপুর, ৩০ জুলাইঃ** ফের রেল দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার ভোরের দিকে লাইনচ্যুত হয় হাওড়া থেকে মুম্বইগামী সিএসএমটি এক্সপ্রেস। ভোর পৌনে চারটে নাগাদ ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরের কাছে বেলাইন হয়ে যায় ট্রেন। মঙ্গলবার চক্রধরপুর রাজাখারসওয়ান ও বরাবাম্বু রেল স্টেশনের মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। আহত হয়েছেন ২০ জন। তবে আহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। লাইনচ্যুত হয় এক্সপ্রেস ট্রেনের ১৮টি কামরা। এলাকায় পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে রেলের টিম। স্থানীয়রাও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে যাত্রী নিরাপত্তা। হাওড়া থেকে ছেড়েছিল ট্রেন। গত ২ মাসে এই নিয়ে ৩ বার ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল। জানা গিয়েছে, আগে থেকে বেলাইন হওয়া একটি মালগাড়ির কয়েকটি বগি রেললাইনের উপর পড়ে ছিল। ওই বগিগুলির সঙ্গে ধাক্কা লেগেই লাইনচ্যুত হয় ১২৮১০ হাওড়া-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস এক্সপ্রেস বা হাওড়া-মুম্বই মেল ভায়া নাগপুর। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চক্রধরপুর বিভাগের সিনিয়র আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধার কাজ চলছে জোরকদমে। যাত্রীরা জানান, ট্রেনটি টাটানগর ছেড়ে আসার পর বাদাবোম্বো পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। তখনই লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। এই দুর্ঘটনার জেরে বেশ কয়েকটি ট্রেন নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে ছাড়ছে। দুর্ঘটনার জেরে বাতিল করা হয়েছে হাওড়া থেকে দূরপাল্লার কয়েকটি ট্রেন। জানা গিয়েছে, যে ১৮টি কামরা লাইনচ্যুত হয় সেগুলি মধ্যে ১৬টি কামরা যাত্রীবাহী। বাকি ২টির মধ্যে একটি ট্রেনের বিদ্যুৎ সংযোগের কামরা ও অন্যটি প্যান্ট্রি কার। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে রিলিফ ট্রেনে চক্রধরপুরে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। কেন দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখতে অনুসন্ধান শুরু করেছে রেল। রেল দুর্ঘটনায় প্রত্যাশিতভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে তীব্র আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আরও একটা রেল দুর্ঘটনার বিপর্যয়! আজ কাকভোরে ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরের কাছে হাওড়া-মুম্বই মেইল বেলাইন হয়েছে। যার মর্মান্তিক পরিণতি হিসাবে একাধিক মৃত্যু ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আমি গুরুত্ব দিয়ে জানতে চাইছি, এটাকেই কি বলে সরকার পরিচালনা? প্রতি সপ্তাহে যে দুঃস্বপ্নের মিছিল চলছে, রেলপথে যে অন্তহীন মৃত্যু মিছিল চলছে তা আমাদের কতদিন সহ্য করতে হবে? ভারত সরকারের অপদার্থতার কি কোনও শেষ নেই?' রেলের তরফে ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হাওড়া-৯৪৩৩৩৫৭৯২০, ০৩৩২৬৩৮২২১৭, রাঁচি-০৬৫১-২৭-৮৭১১৫, টাটানগর-০৬৫৭২২৯০৩২৪, চক্রধরপুর-০৬৫৮৭২৩৮০৭২, রউরকেল্লা-০৬৬১২৫০১০৭২, ০৬৬১২৫০০২৪৪

## 'আগে শুধু ঘোষণাই হত বাজেটে, এখন হয় বাস্তবায়ন', সিআইআই-এর অধিবেশনে বললেন মোদি

**নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃ** উন্নত ভারতের সংকল্প নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। সিআইআই-এর বাজেট পরবর্তী অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধিতে ভারতের শেয়ার প্রায় ১৬ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার ওই অধিবেশনের শুরুতে তিনি আরও বলেন, ''গত ১০ বছরে আমাদের সরকার দেশের প্রতিটি খাতের অর্থনীতির বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। আজ বিশ্ব ভারতের শক্তিকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।'' দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এদিন অনুষ্ঠিত হয় ওই অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেখানে উল্লেখ করেন, সব সঙ্কট এবং চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। তিনি

বলেন, ''প্রযুক্তিই বর্তমান, আর প্রযুক্তিই ভবিষ্যৎ। আমাদের সরকার এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েই কাজ করছে।'' লক্ষ লক্ষ তরুণের ভবিষ্যৎ এই প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত উল্লেখ করেছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''২০১৪ সালের আগে বাজেটে শুধু ঘোষণাই করা হতো। কাজ হত না। আগের সরকার, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের উপর কোনও জোর দিত না। কিন্তু আজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। পরিকাঠামোর উন্নতি হচ্ছে। গত ১০ বছরে দেশটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। এভাবে অগ্রসর হলে ভারত শীঘ্রই উন্নততর দেশ হিসেবে মাথা তুলবে।'' প্রধানমন্ত্রী বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও জানিয়েছেন, সরকার রেলের বাজেট আট গুণ বাড়িয়েছে, কৃষি খাতে বাজেট ৪ গুণ বাড়িয়েছে, কৃষকদের দিকে নজর রাখছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিপর্যয় না ঘটলে, ভারত আরও এগিয়ে যেত। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''গত কয়েক বছরে সারা বিশ্বে একাধিক বিপর্যয় ঘটছে। এর মধ্যে আমরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি ও সমাধান করেছি। মহামারী থেকে শুরু করে যুদ্ধের প্রভাব ভোগ করতে হয়েছে আমাদের। এই চ্যালেঞ্জগুলি যদি না আসত, তবে ভারত আজ যেখানে আছে তার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যেত।'' জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সে কথা উল্লেখ করেন মোদি। তিনি জানান, গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

## 'প্রাক্তন' বলে সম্বোধন, 'অপমানিত' অধীর চৌধুরি

**নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাইঃ** দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্বের আচরণে ক্ষুব্ধ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। দিল্লির বৈঠকে অধীরকে 'প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি' বলে সম্বোধন। তাতেই রেগে লাল অধীর। রাজ্যের এআইসিসি পর্যবেক্ষক গোলাম মীরের উপর বেজায় চটেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের উপরেও ক্ষুব্ধ অধীর। সাফ বলছেন, ''এখন বাংলায় দু'জন এআইসির নেতা, গোলাম মীর আর সিং সাহেব বলে একজন। এরাই এখন রাজ্যের মাথা হয়েছে। এরা রাজ্যের কিছু বিশেষ বিশেষ লোককে চেনে। সব লোককে চেনে বলে আমার জানা নেই। কাল আলোচনা শুরু হওয়ার আগে যখন নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে। তখনও ভেনুগোপাল আসেনি। তখন গোলাম মীর হঠাৎ করে বলছে, ফর্মার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট।'' এরপরই খানিক অভিমানের সুরে অধীর বললেন, ''কালকে খাড়্গে সাহেব আমায় বলেছিল দিল্লি এস আলোচনা করব। আমি সেইজন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। কিন্তু, গতকাল হঠাৎ এই কথা শুনে বুঝলাম আমাকে বাদ দেওয়াই হয়েছে না হলে ফর্মার বানিয়ে দেবে কী করে!''

## বাংলায় ৫ হাজার কোটির বিনিয়োগ করবে বিড়লা গ্রুপ

### মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন চেয়ারম্যান

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ** নবান্নে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান কুমার মঙ্গলম বিড়লা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের এই সাক্ষাৎকে সৌজন্যমূলক বললেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। যদিও তিনি জানিয়েছেন, সৌজন্য সাক্ষাতের মধ্যেও বাংলায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়েছে। এবং রাজ্যে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কুমার মঙ্গলম বিড়লা। বাংলায় আদিত্য বিড়লা গ্রুপের পরবর্তী বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়েছে বলে এক্স হ্যান্ডলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় শিল্পের বেহাল অবস্থার অভিযোগ তুলে সরব বিরোধীরা। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে শিল্পপতিরা এলেও রাজ্যে বিনিয়োগ হয় না বলে তাদের অভিযোগ। যদিও বিরোধীদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসকদল তৃণমূল। বাংলায় শিল্পের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে বলে

বারবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও। শিল্পপতিদের কাছে বাংলার শিল্পবান্ধব পরিবেশের কথা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, বাংলায় শিল্পের জন্য জমির অভাব নেই। লোকের অভাব নেই। রাজ্যে এখন ধর্মঘটও হয় না জানিয়ে শিল্পপতিদের রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন একাধিকবার। আর এদিন এক্স হ্যান্ডলে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের রাজ্যে বিনিয়োগের কথা তুলে ধরলেন মমতা। এক্স হ্যান্ডলে মমতা লেখেন, 'এ রাজ্যে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের ৫০০০ কোটি টাকার প্রকল্প শুরু হয়েছে কিংবা পাইপলাইনে রয়েছে। সিমেন্ট এবং পেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মতো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে তারা।' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আদিত্য বিড়লা গ্রুপ কলকাতায় বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পরিকল্পনা করছে। আরও নতুন বিনিয়োগের কথাও ভাবছে তারা। এই সব বিষয় নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সবরকম সাহায্য করবে বলে কুমার মঙ্গলম বিড়লাকে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

### বাতিল হচ্ছে পুরনো বাস!

## মুখ্যমন্ত্রীকে না চলা গাড়ির মেয়াদ বাড়াতে স্মারকলিপি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ** ২০০৯ সালে ১৫ বছরের পুরনো বাস তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সময়সীমা ২০২৪ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হচ্ছে। কিন্তু করোনার জন্য দু'বছর রাস্তায় বের হতে পারেনি অনেক বাস। সেই সমস্ত বাসের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন বাস মিনি বাস সমিতির মালিকরা। তাঁদের দাবি, কোভিডকালে দুই বছর অনেক বাস চলেনি। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার ইনস্যুরেন্স এবং রাজ্য কর ছাড় দেয়। তাই ওই বাসগুলির মেয়াদ বাড়ানো হোক। কলকাতায় ও শহরতলি এলাকায় সাড়ে তিন হাজার বাস আছে। এবিষয়ে পরিবহন মন্ত্রী কিছু করেননি বলে অভিযোগ। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে সংগঠন। এবিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস মিনিবাস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ নারায়ণ বোস জানান, কোভিডকাল পর্যন্ত যে সমস্ত গাড়ি চলেনি। সেই গাড়িগুলির মেয়াদ বাড়ানো হোক। একইসঙ্গে তাঁদের দাবি, সকল মালিকরা গাড়ি বাতিল করতে পারছে না তাদের পিপিপি মডেলে গাড়ি দেওয়া হবে বলে জানা গেছিল। কিন্তু সৌমেন মণ্ডল নামে একজনের নামে ২০টি গাড়ি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও অসাধু চক্র কাজ করছে বলে আশঙ্কা তাঁদের। এই বিষয়েই মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারি আনতে চান তাঁরা। ইতিমধ্যে, সরকারি ডিপোগুলিতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা বাসগুলোকে ৩ বছরের লিজ দেওয়ার ঘোষণা করেছে পরিবহণ দফতর। এছাড়াও লিজে নিয়ে সরকারি বাস নিজেদের ব্যবসায় লাগাতে পারবেন বেসরকারি বাস মালিকরা। ফলে নতুন বাস কেনার পড়বে না। নতুন বছরে বাতিল হতে পারে কয়েক হাজার বেসরকারি বাস। কলকাতা হাই কোর্টের পুরনো এক নির্দেশে এমনটাই হতে চলেছে। তাই ২০২৪ সালের জুন মাসে মাঝামাঝি সময়ে এসে আশঙ্কার প্রহর গুনতে শুরু করেছেন বেসরকারি বাসমালিকেরা। তাঁদের মতে, কলকাতা হাই কোর্টের এই নির্দেশ কার্যকর হলে এক দিকে যেমন বেসরকারি বাস পরিষেবা ভেঙে পড়বে, অন্য দিকে তেমনই কলকাতা শহরে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে।

### বাংলা ভাগ ইস্যুতে বিধানসভায় প্রস্তাব আনছে তৃণমূল

## অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব শুভেন্দুদের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ** বাংলা ভাগ ইস্যুতে বিধানসভায় প্রস্তাব আনছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলা ভাগের প্রস্তাবের ওপর বলবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আগামী সোমবার বিধানসভায় আনা হচ্ছে এই প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত বিএ কমিটির। বিজেপিও বাংলা ভাগের পক্ষে নয়, স্পষ্ট করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারপরও বিধানসভায় এই মর্মে প্রস্তাব আনছে রাজ্যের শাসকদল। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''আনলে আনবে। আমরা তো আমাদের স্ট্যান্ড স্পষ্ট করেছি। উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে আমাদের কনসার্ন রয়েছে। আমরা চিন্তিত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলি থেকে হিন্দু পলায়ন নিয়ে, আমরা চিন্তিত রোহিঙ্গারা ঢুকে বাংলার ডেমোক্রেটিক জনসংখ্যা বদলে দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২টি জায়গায় জমি দিচ্ছেন না, বিএসএফকে বেড়া করার জন্য। এগুলো নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু বিজেপি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭-এর জুনে এই হাউজে দিয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। সেই বঙ্গ অপরিবর্তিত থাকবে।'' সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের ৮ জেলাকে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলেছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বাংলার দুই জেলা মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ-সহ ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের কয়েকটি জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের ডাক দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ভাগের চক্রান্ত করার অভিযোগ তুলেছে শাসকদল। সোমবার বিধানসভায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ''কেউ আসুক বাংলা ভাগ করতে, দেখা যাবে কার কত দম।'' এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। অন্যদিকে এদিন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আবারও অনাস্থা প্রস্তাব আনল বিজেপি। এর আগেও তারা স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলে। কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। বিজেপির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ১৮ দফা অভিযোগ এনে ওই অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়। এ দিন, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, স্পিকার বিরোধীদের সঙ্গে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পদ বিরোধীদের দেওয়া হয়নি। এরপরই শুভেন্দু প্রসঙ্গ তোলেন বিধায়ক রেয়াত হোসেন ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়দের শপথ নিয়ে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ডিপুটি স্পিকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য। তবে সেই নির্দেশ অমান্য করে অধ্যক্ষ নিজেই শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। শুভেন্দু বলেন, ''আঠারোটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার যে রুলস আছে মেনে সচিবের কাছে অধ্যক্ষের অপসারণ চেয়ে অনাস্থা প্রস্তাব জমা করেছি। আমরা চাই এই সেশনের আর কয়েকটা দিন বাকি আছে তার মধ্যে অধ্যক্ষ মহাদয়ের বার্তা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হোক আমাদের অনাস্থা প্রস্তাবে।'' বিরোধী দলনেতা আরও বলেছেন, ''তিনি যে কাজগুলো এই সেশনেও করছেন একটা দলকে সমর্থন করাও নয়, সংবিধানকেও তিনি মানছেন না। যিনি সংবিধান মানেন না তাঁর সাংবিধানিক পোস্টে থাকা উচিত নয় বলে আমাদের মনে হয়েছে।''

## মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে টালিগঞ্জের জট কাটল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ** পরিচালক-টেকনিশিয়ানদের দ্বন্দ্বের জট অবশেষে কাটার পথে। মঙ্গলবার পরিচালক-অভিনেতদের একাংশ দ্বারস্থ হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নবান্নে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব এবং পরিচালক গৌতম ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। সেই সাক্ষাতের পর দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। তাতে স্পষ্ট মিলেছে, টালিগঞ্জের জট কেটে গেছে। সোমবার অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি বৈঠক করেছিলেন পরিচালকদের একাংশ। কীভাবে খুব দ্রুত সকলকে

নিয়ে কাজে ফেরা যায়, সেই নিয়েই আলোচনা হয়। এই বৈঠকের পরে ফেডারেশনও একটি সাংবাদিক বৈঠক করে। তাতে টলিপাড়ার কাজ বন্ধের দায় পরিচালকদের উপরই চাপান ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যায়। এরপর থেকেই কোনও 'তৃতীয় পক্ষ'-এর হস্তক্ষেপের দাবি উঠছিল। তারপরই মঙ্গলবার প্রসেনজিতরা গেছিলেন নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর পরিচালক-অভিনেতারা খুশি হয়েছেন। আশা রাখছেন, তাঁর হস্তক্ষেপের পর আর কোনও সমস্যা হবে না টলিপাড়ায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাতের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেব লেখেন, ''আশা করি সন্ধের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর আগামীকাল থেকে শুটিংও শুরু হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।'' প্রসঙ্গত, সোমবার নিজের বাড়ির বৈঠকের পর প্রসেনজিৎ বলেছিলেন, ''গোটা ইন্ড্রাস্ট্রি একটি পরিবার। এটাকে আমি মান-সম্মানের লড়াই বলব। সাধারণ পরিবারে যেমন অভাব-অভিযোগ থাকে, এখানেও আছে। কিন্তু এইভাবে একটা পরিবার ভেঙে যাক, কেউই আমরা চাই না।'' পরিচালক গৌতম ঘোষের বক্তব্য ছিল, ''এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে দু'পক্ষকেই ভাবতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে। এখানে আমরা কেউ বিভাজনে বিশ্বাস করি না। এটা একটাই ইন্ডাস্ট্রি, এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই।''

## মৃতর সংখ্যা ১০০ ছুঁই-ছুঁই! নামল সেনা, কেন্দ্রের জরুরি সাহায্য চাইলেন রাহুল

**নয়াদিল্লি ও ওয়েনাড়, ৩০ জুলাইঃ** যত সময় যাচ্ছে, ততই বাড়ছে মৃতর সংখ্যা। মঙ্গলবার (৩০ জুলাই), সন্ধ্যে পর্যন্ত মৃতর সংখ্যা বেড়ে ৯৫ হয়েছে। এর মধ্যে সনাক্ত করা গিয়েছে ৩৭ জনকে। আরও বহু মানুষ এখনও কাদা-মাটি-ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগেই উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভারতীয় সেনাও। মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) সকালে কেরলের ওয়েনাড় জেলায় ভারী বর্ষার জেরে একাধিক ধস নামে। যত সময় যাচ্ছে এই বিপর্যয়ের ভয়াবহতা স্পষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায়, হতাহতদের উদ্ধারের জন্য এবং আহদের চিকিৎসা পরিষেবা ও মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা, রাহুল গান্ধি। লোকসভাতে এদিন তিনি বলেন, ''আজ সকালে, ওয়েনাড়ে বেশ কয়েকটি বিধ্বংসী ধস নেমেছে। ৭০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আমি মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ করছি। মৃতদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের অর্থ দিন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়াতেও পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের একটি রোডম্যাপ তৈরি করুন।'' তবে তিনি শুধু

ওয়েনাড় নয়, সারা দেশেই যে যে অঞ্চলে ধস নামছে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে, সেই সকল জায়গার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরির দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''ওয়েনাড় এবং পশ্চিমঘাটের অনেক এলাকায় ধস নেমেছে। আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে আশঙ্কাজনকভাবে ধসের সংখ্যা বেড়েছে। ধস-প্রবণ অঞ্চলগুলির মানচিত্র তৈরি করতে হবে। পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর অঞ্চলগুলিতে ক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। তা মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে এবং একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশের রায়বরেলীর পাশাপাশি, কেরলের ওয়েনাড় কেন্দ্র থেকেও লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন রাহুল গান্ধি।

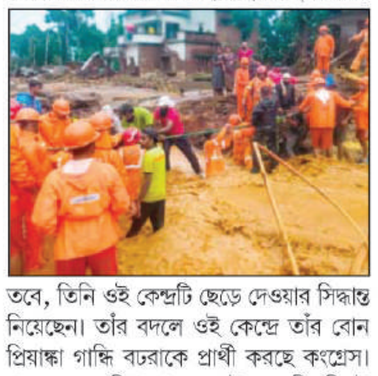

তবে, তিনি ওই কেন্দ্রটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর বদলে ওই কেন্দ্রে তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাকে প্রার্থী করছে কংগ্রেস। রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা দুজনেই খুব শিগগিরই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে ওয়েনাড়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেনুগোপাল। ধস নেমে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে ওয়ানাড়ে। মৃতর সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। আহতের সংখ্যাও শতাধীক। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫০ পরিবার ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ২৫০ জনকে কাদা-মাটি-ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কেরল সরকার। মঙ্গল এবং বুধবার রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এদিকে, উদ্ধারে সহায়তা করতে চুরমালায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ভারতীয় সেনার একটি কলাম। দড়ি ব্যবহার করে, নদী পেরিয়ে সৈন্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাও এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। রাজ্যসভায় এদিন তিনি বলেন, ''এটি শুধু কেরলের বিপর্যয় নয়, পুরো দেশ এই ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে, কেরলের ত্রাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করছে ভারত সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে, আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হবে। প্রধানমন্ত্রী কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। ত্রাণের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি সেখানে পৌঁছেছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে, আমাদের অগ্রাধিকার হল মৃতদেহ উদ্ধার করা এবং যাদের বাঁচানো যায় তাদের বাঁচানো।''

## ব্যারাকপুরে আক্রান্ত পুলিশ, এসআইকে মাটিতে ফেলে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ** ব্যারাকপুরে আক্রান্ত পুলিশ। আহত হয়েছেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের সাব ইন্সপেক্টর ওমকার বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইকে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রমেশ সাউ এবং তাঁর ছেলে বিমল সাউয়ের বিরুদ্ধে। গত ৩০ এপ্রিল রাতের ঘটনা। তৃণমূলের ব্যানার লাগানোকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত। সম্প্রতি মারধরের বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এরপরই তিন মাসে বাদে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। দ্য ওয়াল ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। ভিডিওটি ভাইরাল হতেই নতুন করে ব্যারাকপুরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ও তাঁর ছেলে সহ ২০-২৫ জনের দলবল ওমকার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে চড়াও হন। ওমকারবাবু সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে তারা। উর্দি পরা অবস্থায় এসআই-কে রাস্তায় ফেলে মারধরও করে কাউন্সিলরের লোকজন। পুলিশ নিজে আক্রান্ত হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, ''গত ৩০ এপ্রিল ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পুলিশকর্মীকে মারধর করেন ২০ ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা রমেশ সাউ ও তার পুত্র বিমল সাউ। প্রায় ২০-২৫ জন ওমকার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল। সেই সময় ওমকরবাবু পুলিশের উর্দি গায়ে ছিলেন।'' কৌস্তভের আরও সংযোজন, ''আমরা বলি বিরোধী দলের নিরাপত্তা নেই। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ রাজ্যে পুলিশের নিরাপত্তাও নেই। তাজ্জবের বিষয় এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।'' গোটা ঘটনায় ব্যারাকপুর কমিশনারেটের কমিশনারের কাছে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

## কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী ৬০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম ভর্তুকি মূল্যে টমেটো বিক্রয়ের সূচনা করেছেন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই(পিআইবি)ঃ উপভোক্তা, খাদ্য ও গণবন্টনন এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী ৬০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম দরে টমেটো বিক্রয়ের সূচনা করেছেন। ভারতের জাতীয় সমবায় গ্রাহক ফেডারেশন লিমিটেড (এনসিসিএফ) - এর গাড়ি করে ভর্তুকি মূল্যে টমেটো বিক্রি হবে। দিল্লি, নয়ডা ও গুরগাঁও অঞ্চলে এই টমেটো পাওয়া যাবে। খুচরো বাজারে টমেটোর মূল্য বৃদ্ধির কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশে ভাষণে শ্রী যোশী বলেন, দিল্লির মতো প্রধান শহরগুলিতে টমেটোর অত্যাধিক মূল্য নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকারের গ্রাহক বিষয়ক বিভাগ এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ' মঙ্গলবার থেকে ভর্তুকি মূল্যে ৬০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম দরে টমেটো বিক্রি হবে', বলেন শ্রী যোশী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার গ্রাহকদের সুবিধার্থে ক্রমবর্ধমান খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ বাজারে টমেটোর দাম কমাতে সহায়ক হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

## বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে উদ্ভাবনী পদ্ধতি

নয়াদিল্লি,(পিআইবি) ৩০জুলাইঃ বায়ুদূষণ কমাতে বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এরমধ্যে এনইইআরআই-এর তৈরি বায়ু পরিশোধক ব্যবস্থাপনাকে দেশের বিভিন্ন রাস্তায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া নির্মাণ ক্ষেত্র ও রাস্তার ধূলো নিয়ন্ত্রণে গৃহীত হচ্ছে নানা পদ্ধতির। মানব রচনা আন্তর্জাতিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাসের ছাদ পরিশোধন ব্যবস্থাপনা চালু করেছে। আইআইটিবোম্বে এবং টাটা প্রজেক্ট লিমিটেড তৈরি করেছে বায়ু শোধন ব্যবস্থাপনা। এই সবকিছুর মধ্যে ধুলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সন্তোষজনক এসেছে এবং সেইমতো দিল্লি-এনসিআরএ এই ব্যবস্থাপনা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ২০০৯ সালে জাতীয়ভাবে বায়ুর গুণমান মানক চালু করে। ১৫টি স্থান থেকে দেশে বায়ু দূষণের ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে বায়ুর গুণমান সম্পর্কে নজরদারির জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরমধ্যে ২,৫২,৩৩,৭৪৮ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান, পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

## এনসিপি নেতা নবাব মালিকের জামিন সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃ সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন এনসিপি নেতা নবাব মালিক। আর্থিক তছরুপ মামলায় গ্রেফতার হওয়া নবাব মালিককে মঙ্গলবার জামিন দিল দেশের শীর্ষ আদালত। প্রবীণ নেতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য জামিনের আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং সতীশ চন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এনসিপি নেতার জামিন মঞ্জুর করেছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, বোম্বে হাইকোর্টে নবাব মালিকের জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন বৈধ থাকবে। উল্লেখ্য, এদিনই গরু পাচার মামলায় জামিন পেয়েছেন বীরভূমের তৃণমূল অনুব্রত মণ্ডল। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং সতীশ চন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চেই তৃণমূল নেতার জামিন মঞ্জুর হয়েছে। মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চ অনুব্রতের জামিন মঞ্জুর করলেও এখনই তিনি দিল্লির তিহাড় থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। সিবিআই মামলায় জামিন পেলেও ইডি-র মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে।

# শহরাঞ্চলে সকলকে পাকা বাড়ি প্রদান

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (পিআইবি)ঃ 'ভূমি' এবং 'বসতি স্থাপন' রাজ্যের বিষয়। সেইজন্য তাদের নাগরিকদের আবাসন সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলি রূপায়িত করে থাকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। তবে, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সাহায্য করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-নগরাঞ্চলের অধীনে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে। ২৫.০৬.১৫ থেকে দেশজুড়ে উপযুক্ত নগরবাসীকে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাযুক্ত পাকা বাড়ি দেওয়া হয়ে আসছে। এই কর্মসূচিতে ৪টি ভাগ আছে। যেমন, বেনিফিসিয়ারি-লেড ইন্ডিভিজুয়াল হাউস কনস্ট্রাকশন,এনহ্যান্স মেন্ট (বিএলসি), অ্যাফো র্ডেবল হাউজিং ইন পার্টনারশিপ (এএইচপি), ইন-সিটু স্লাম রিডেভেলপমেন্ট (আইএসএসআর) এবং ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডিজ স্কিম (সিএলএসএস)। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - নগরাঞ্চল একটি চাহিদা সাপেক্ষ কর্মসূচি এবং ভারত সরকার বাড়ি তৈরির কোনও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেনি। নগরাঞ্চলে বাড়ির চাহিদার ভিত্তিতে রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি করে এবং স্টেট লেভেল স্যাংশনিং অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি (এসএলএসএমসি)-র অনুমোদনের পরে এটি এই মন্ত্রককে জমা দেওয়া হয় সেন্ট্রাল স্যাংশনিং অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি (সিএসএমসি)-র কেন্দ্রীয় সহায়তা মঞ্জুরের জন্য। ভারত সরকার আইএসএসআর-এর অধীনে বাড়ি পিছু ১ লক্ষ টাকা, এএইচপি এবং বিএলসিতে বাড়ি পিছু ১.৫ লক্ষ টাকা দিয়ে থাকে। সিএলএসএস-এর অধীনে বাড়িপিছু ২.৬৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৬.৫ শতাংশ হারে সুদে ভর্তুকি দিয়ে থাকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণী এবং নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে। বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন অনুযায়ী বাড়ি তৈরির বাকি খরচ ভাগ করে নেয় রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলনগর পুর সংস্থাসুবিধা প্রাপকগণ।প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- নগরাঞ্চলের অধীনে দেয় কেন্দ্রীয় সহায়তা ৪০ , ৪০ এবং ২০ এই তিনটি কিস্তিতে দেওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশাবলী মোতাবেক সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাধ্যতামূলক শর্তপূরণের ওপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদান। মঞ্জুর হওয়া প্রকল্পে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সহায়তার বকেয়া কিস্তি দেওয়া হয়ে থাকে।১৫.০৭.২০২৪ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-নগরাঞ্চলের অধীনে ১১৮.৬৪ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রক। মঞ্জুর হওয়া বাড়িগুলির মধ্যে ১১৪.৩৩ লক্ষ বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেছে যারমধ্যে ৮৫.০৪ লক্ষ বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং হস্তান্তর করা হয়েছে।প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার সময়সীমায় রাজ্যে রাজ্যে পার্থক্য আছে তবে সাধারণত কর্মসূচীর বিভিন্ন শ্রেণীতে ১২-৩৬ মাস লেগে থাকে। এই কর্মসূচীর মেয়াদ পূর্বে ছিল ৩১.০৩.২০২২ পর্যন্ত। এটি বেড়ে হয়েছে ৩১.১২.২০২৪।ভভ্ডপশ্চিমবঙ্গে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৬,৬৮,৯৫৩ বাড়ির। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে ৬,১২,৯৯৮টির। নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ৪,০০,২৫৭টি বাড়ির। কেন্দ্রীয় সহায়তার হিসেবে মঞ্জুর হয়েছে ১০,৭৭৩.৫০ কোটি টাকা তারমধ্যে দেওয়া হয়েছে ৭,৬৭৫.৯৩ কোটি টাকা। এই তথ্য রাজ্যসভায় লিখিত উত্তরে পেশ করেছেন আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী তোখন সাহু।

## বিষ্ণুদেও সাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর, শিবরাজ বললেন গ্রামোন্নয়ন নিয়েই হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃ নতুন দিল্লিতে গত সোমবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সাক্ষা করলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেওর সঙ্গে ছিলেন ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মাও। তাঁদের মধ্যে ঐদিন নানা বিষয়ে কথা হয়েছে। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আমরা বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি আশ্চর্য হয়েছি, ছত্তিশগড়ের ভূপেশ বাঘেলের নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে একটি বাড়িও আসতে দেয়নি, যা গরীবদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কেন্দ্র থেকে টাকা পাঠিয়েছে, কিন্তু তাঁরা সেই টাকা ব্যবহার না করে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাঁরা হাজার হাজার দরিদ্র মানুষকে ঘর থেকে বঞ্চিত করার পাপ করেছে। আমরা একসাথে বসে আলোচনা করেছি... মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়গুলো আমার সামনে রেখেছেন। প্রত্যেক দরিদ্রকে বাড়ি দেওয়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরকারের লক্ষ্য এবং আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই বলেছেন, গত ৫ বছরে, ১৮ লক্ষ দরিদ্র মানুষ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার অধীনে বাড়ি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কেন্দ্র তাঁদের কাছে ক্রমাগত চিঠি লিখেছে এবং কেন্দ্রের তহবিলও পাঠিয়েছে। আমরা ছত্তিশগড় থেকে এসেছি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, তিনি ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শুনেছেন।

## শিলঙে অনুষ্ঠিত হবে উত্তেজনাপূর্ণ তাওয়াং ম্যারাথন প্রমো, ঘোষণা অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর

ইটানগর, ৩০ জুলাই ঃ মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অনুষ্ঠিত হবে উত্তেজনাপূর্ণ তাওয়াং ম্যারাথন প্রমো, ঘোষণা করেছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকার যৌথভাবে আয়োজিত তাওয়াং ম্যারাথন এ বছর একটি দুর্দান্ত ইভেন্ট হতে চলেছে। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু ম্যারাথনের মহিমা বর্ণনা করে অরুণাচল প্রদেশের সৌন্দর্য অনুভব করতে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের দৌড়বিদদের একত্রিত করার ক্ষমতা উল্লেখ করেছেন। ম্যারাথনে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ এবং নবাগত উভয়ের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এর লক্ষ্য অরুণাচল প্রদেশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরে এক অনন্য আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদান করা।উত্তেজনাপূর্ণ ম্যারাথন প্রমো আগামী ১৭ আগস্ট বিশেষ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে শিলঙে। এতে ইভেন্টের মাসকট 'টিএবিওএস (টাবোস) থাকবে। প্রচারমূলক এই ইভেন্ট ম্যারাথনের অনন্য আবেদনের আভাস দেবে এবং আরও বহু অংশগ্রহণকারীকে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## জম্মু থেকে যোধপুরগামী ট্রেনে বোমাতঙ্ক, পঞ্জাবে থামিয়ে চলল জোরদার তল্লাশি

ফিরোজপুর, ৩০ জুলাই ঃ জম্মু থেকে জোধপুরগামী সোমনাথ এক্সপ্রেস ট্রেনে বোমাতঙ্ক! ট্রেনে বোমা-হুমকির খবর পাওয়ার পরই তপর হয়ে ওঠে পুলিশ। পঞ্জাবের ফিরোজপুরের কাসু বেগু স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে জোরদার তল্লাশি চালানো হয়। মঙ্গলবার সকালে ট্রেনটিতে বোমা রাখা আছে বলে পুলিশের কাছে উড়ো ফোন আসে। তারপরই ট্রেন থামানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল। ট্রেনটি তখন পঞ্জাবের কাসু বেগু স্টেশন পেরোচ্ছিল। স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর যেতেই তক্ষণা ট্রেনটিকে থামিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ আধিকারিকরা।পুলিশ জানিয়েছে, জম্মু থেকে যোধপুরগামী সোমনাথ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ফিরোজপুরের কাসু বেগু স্টেশনে থামানো হয়। পুলিশ বোমার হুমকির বিষয়ে ফোন পেয়েছিল। ফিরোজপুরের এসএসপি সৌম্যা মিশ্র বলেছেন, ফিরোজপুর পুলিশ খবর পেয়েছে, কাসু বেগু রেলওয়ে স্টেশনে একটি ট্রেন থামানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং স্টেশন ঘিরে রাখা হয়। যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে... তিনটি বোমা নিষ্ক্রিয় স্কোয়াড, পঞ্জাব পুলিশের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

## অমরনাথ যাত্রা চলছে নির্বিঘ্নেই, ৩১ দিনে দর্শন ৪.৬৬ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর

শ্রীনগর, ৩০ জুলাই ঃবার্ষিক অমরনাথ যাত্রা চলছে সুষ্ঠুভাবে ও নির্বিঘ্নেই। বিগত ৩১ দিনে অমরনাথের পবিত্র গুহা দর্শন করেছেন ৪.৬৬ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী। মঙ্গলবার সকালেই পুণ্যার্থীদের আরও একটি দল অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এক হাজার ৪৭৭ জন পুণ্যার্থীর একটি দল মঙ্গলবার সকালে জম্মুর ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে পবিত্র অমরনাথ গুহা অভিমুখে রওনা দিয়েছেন।এই দলে ছিলেন ১,১৪২ জন পুরুষ, ২৫৪ জন মহিলা, তিনটি শিশু, ৬৬ জন সাধু ও ১২ জন সাধ্বী। এদের মধ্যে ৩৭৭ জন বালতাল ও ১,১০০ জন পহেলগাঁও রুটে যাত্রা করেছেন। ভোর ৩.২৫ মিনিট নাগাদ পুন্যার্থীরা বেস ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হন।

## অসমের দ্বাত্রিংশতম রাজ্যপাল পদে শপথ লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যের

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই ঃ অসমের দ্বাত্রিংশতম রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে অসমের ৩২-তম রাজ্যপাল হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস বিজয় বিষ্ণোই। নবাগত রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সপত্নীক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রায় সব মন্ত্রী, কয়েকজন সাংসদ-বিধায়ক, মুখ্যসচিব ড. রবি কোটা, পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক, বিজেপির নেতৃবর্গ এবং বহু সরকারি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য বিদায়ী রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গুলাবচাঁদ কাটারিয়াকে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল করে বদলি করা হয়েছে। তদুপরি কাটারিয়াকে চণ্ডীগড়ের প্রশাসক হিসেবেও নিযুক্তি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। গত বছর ২০২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে অসমের ৩১-তম রাজ্যপাল হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথ নিয়েছিলেন গুলাবচাঁদ কাটারিয়া। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সন্দীপ মেহতা।প্রসঙ্গত, ৫৯ বছর বয়সি লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যকে মণিপুরের রাজ্যপাল হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। অসমের আগে তিনি সিকিমের রাজ্যপাল ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রাক্তন কার্যকর্তা এবং উত্তরপ্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি। এছাড়া ছিলেন উত্তরপ্রদেশ আইন পরিষদের সদস্য।

## নীতার মুকেশের হাত না-ধরা নিয়ে তসলিমার প্রশ্নে মনের সুখে উত্তর নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃমুকেশ আম্বানি বারবারই নীতা আম্বানির হাত ধরতে চান, আর বারবারই নীতা আম্বানি হাত ছাড়িয়ে নেন। কারণটা কী? নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের এই সরস প্রশ্নে রবি ও সোমবার মন ভরে উত্তর দিয়েছেন নেটনাগরিকরা।সাজগোজ, শাড়ি, শিশুর মত বিষয় ছাড়াও তাঁর দীর্ঘ নির্বাসিত জীবন, লেখালেখি, রাজনীতি , সাম্প্রদায়িক অনৈক্য-অনেক বিষয় নিয়েই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন তসলিমা। এই ক্ষেত্রটিতে আগ্রহও আছে তাঁর সম্প্রতি অনন্ত-রাধিকার বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়েও মন্তব্য করেছেন। মুকেশ আম্বানির নীতা আম্বানির হাত ধরতে চাওয়ার এবং তৎক্ষণা নীতার হাত সরিয়ে নেওয়ার ক্ষণিকের দৃশ্যে অনেকের নজর পড়েছিল। তসলিমা সাধারনত অন্তরঙ্গতার ওপর সামাজিক মাধ্যমে আলোকপাত খুব বেশি করেন না। কিন্তু রবিবার প্রসঙ্গটি নিয়ে তিনি প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন। নেটনাগরিকরাও উত্তর দিয়েছেন সরস মনে।প্রতিক্রিয়ায় জয়শ্রী সিনহা লিখেছেন, নীতা আম্বানি এক জিনিস একেবারের বেশি ব্যবহার করেন না, জানেন না? ধরার ক্ষেত্রেও এক লোকের হাতই বা একবারের বেশি ব্যবহার করবেন কেন? তসলিমা পাল্টা জয়শ্রীকে প্রশ্ন করেছেন, ২০০ কোটি ৩০০ কোটি টাকার একটা শাড়ি বা একটা ড্রেস একবার পরার পর কী করেন? ফেলে দেন? নাকি কাউকে দান করে দেন?সঞ্জনা মেহরান লিখেছেন, পছন্দ করে না হয়তো! নন্দিনী দাস লিখেছেন, কারণ মুকেশ আম্বানি দিন দিন বুড়ো হচ্ছে, অন্যদিকে নীতা আম্বানি প্রতিদিন আরো ইয়ং হচ্ছে! বেলা চারটে পর্যন্ত এই প্রতিক্রিয়ায় লাইক করেছেন ২২ জন।হীরক মিয়াঁ তালুকদার লিখেছেন, এবং অস্বাভাবিকভাবেই হাত ছাড়ান। কারণটা জানি না। দেবযানী সেনগুপ্ত লিখেছেন, নীতা আম্বানিকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে জেনে নাও! তাহলে আমরাও জানতে পারব। মহম্মদ আমীর হোসেন লিখেছেন, সবার সামনে হাত ধরতে লজ্জা পান।সৈয়দা রত্না লিখেছেন, মুকেশের মনে হয় হাত ঘেমে থাকে। দীনেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, ঠিক মানায় না, তাই। অমিত সরকার লিখেছেন, নীতার গ্লামার কমার ভয়ে। আশিস কুমার রায় লিখেছেন, নীতা আম্বানি বোঝাতে চান এখন হাত ধরাধরির বয়স শেষ। এখন সামনে হাতে লাঠি ধরার সময় আসছে।আবদুল্লা আল মাসুদ লিখেছেন, মেয়েদের লজ্জা-শরম একটু বেশি। লোকেদের সামনে হাত ধরাধরি ওরা পছন্দ করে না।অমৃতস্য সাগরিকা লিখেছেন, ওটা গোপন ব্যাপার! ভাস্কর নাথ লিখেছেন, এই বয়সে স্বভাবত হাত জড়িয়ে নেওয়ার পুরানো আনন্দের চেয়ে হাত সরিয়ে নেওয়ার নতুন আনন্দ অনেক বেশি চমকপ্রদ। বিপাশা সোম লিখেছেন, অন্য কিছু ধরতে চান হয়তো। পারভেজ লিখন লিখেছেন, কারন তাকে হাততালি দিতে হয় একটু পরপর। এক হাতে তালি বাজাবে কি করে? জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ লিখেছেন, অনেক স্বাবলম্বী মহিলাই পাব্লিক প্লেসে বা কোনো অনুষ্ঠানে স্বামীর হাত ধরা বা হাত ধরে ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করেন না। যদিও বাইরে অচেনা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে হাত ধরেই ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করেন। রাজু ঘোষাল লিখেছেন, কারন একেবারে হাত ছেড়ে দিলে সম্পত্তির অর্ধেক হাতছাড়া হবে আম্বানির, যেমন বিল গেটসের হলো আর কি! তাই বারবার নিজে গিয়ে হাত ধরেন।

## জোর করে বা ঠকিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করালেই যাবজ্জীবন! বিল পাশ যোগী রাজ্যে

লখনউ, ৩০ জুলাইঃ জোর করে বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে, কিংবা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা ষড়যন্ত্র করে, কোনও মহিলা, নাবালক বা অন্য কাউকে ধর্মান্তরিত করলে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আরও কঠোর হল উত্তর প্রদেশের লাভ জিহাদ বিরোধী আইন। যার পোশাকি নাম, উত্তর প্রদেশ বেআইনি ধর্মান্তকরণ প্রতিরোধ আইন। সোমবারই উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় এই আইনের একটি সংশোধনী বিল পেশ করেছিলেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী, সুরেশ খান্না। মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) উত্তর প্রদেশ বিধানসভায়, পাশ হল উত্তর প্রদেশ বেআইনি ধর্মান্তকরণ প্রতিরোধ আইন (সংশোধনী) ২০২৪। এই সংশোধনী বিলে শাস্তির বিধানকে আরও কঠোর করা হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে, এখন সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি হুমকি দিয়ে, আক্রমণ করে, বিয়ে করে বা বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা এর জন্য ষড়যন্ত্র করে, অথবা পাচার করে, কোনও মহিলা, নাবালক বা অন্য কাউকে ধর্মান্তরিত করে, তাহলে তাঁকে এই আইনের অধীনে সবথেকে গুরুতর অপরাধী বলে ধরা হবে। সংশোধিত বিল অনুযায়ী, এ ধরনের মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে। এর আগে, এই অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান ছিল।

## এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত প্রচারাভিযান

নয়াদিল্লি,(পিআইবি)৩০জুলাইঃভারত সরকারের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত (ইবিএসবি) কর্মসূচি বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ও ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য, সঙ্গীত, রসনা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে কাঠামোগত আদান-প্রদান বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ইবিএসবি-র আওতায় জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল, যুবসঙ্গমঃশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়াতে এবং ভাষাশিক্ষা ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে আদান-প্রদান বাড়াতে বিশেষ উপযোগী। কাশী-তামিল সঙ্গমমঃইবিএসবি-র আওতায় তামিলনাড়ু ও কাশীর মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে এপর্যন্ত দুই পর্যায়ে কাশী-তামিল সঙ্গমম আয়োজন করা হয়েছে। এই দুই দফায় প্রায় ৩,৯০০ তামিল প্রতিনিধি ৮ দিনের জন্য বারাণসী, প্রয়াগরাজ ও অযোধ্যা সফর করেন। এক ভারত সংস্কৃতি সঙ্গম এটি একটি অনলাইনে সামাজিক মাধ্যমে পরিচালিত প্রচারাভিযান। ২০২৩-এর জুলাই মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৮ থেকে ৩০ বছরের যুবকদের মধ্যে তা চালানো হয়। গান, নাচ, ছবিতোলা, চিত্রকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে মত আদান-প্রদান করেন অংশগ্রহণকারীরা।যুবসঙ্গমের বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৫,২৮৪ জন যোগ দেন। এরমধ্যে মহারাষ্ট্র থেকে অংশ নেন ২৪৫ জন। সংস্কৃতি মন্ত্রক ইবিএসবি-র আওতায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজন করে। মহারাষ্ট্রে লোক কলা দর্শন, লোক নৃত্য ভারত-ভারতী, আদিবাসী নৃত্যউৎসব, লোকনাট্য উৎসব আদিবাসী চিত্রকলা সহ নানা বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

## রেল দুর্ঘটনায় কেন্দ্রকে তোপ অখিলেশের, সরকারের কাছে একাধিক প্রশ্ন সপা নেতার

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ডের রেল দুর্ঘটনা নিয়ে ফের কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে তোপ দাগলেন সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সাংসদ অখিলেশ যাদব। কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন ছু্ঁছেন অখিলেশ। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, মনে হচ্ছে সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে রেকর্ড করতে চায়। পেপার ফাঁসের সংখ্যা নিয়েও একটি রেকর্ড তৈরি হতে চলেছে।এরপরই অখিলেশ যাদব বলেছেন, সরকারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দাবি সত্ত্বেও এবং একটি বড় বাজেট থাকার পরও কেন দুর্ঘটনা ঘটছে? কিছু সময় আগে, ভারত কোপ ২৯ এবং জি-২০-তে অংশগ্রহণ করেছিল...উত্তরাখণ্ডও ভূমিধস দেখেছে, এই ধরনের ঘটনা মোকাবেলায় সরকার কি করছে, তা বলা উচিত।

## আগামী ৩ বছরে বিশ্ব জিডিপি র‌্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে পৌঁছবে ভারতঃপীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃআগামী ৩ বছরে বিশ্ব জিডিপি র‌্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে পৌঁছবে ভারত। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোয়েল বলেছেন, গত ১০ বছরে ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ অর্থনীতিতে চলে গিয়েছে ভারত। আগামী ৩ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশকে বিশ্ব জিডিপি র‌্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে নিয়ে যাবেন। আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়গুলিকে এতটাই শক্তিশালী করেছি যে, বিশ্ব এখন ভারতকে আশার আলোকবর্তিকা হিসাবে দেখছে, যে ভারত বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নেতৃত্ব দেবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, আমি ইউপিএ সরকারের ১০টি বক্তৃতা পড়েছি, একবারও এমএসপি-র জন্য আইনি গ্যারান্টি আনার কথা বলা হয়নি। তাঁরা একবারও দরিদ্রদের বিনামূল্যে বাড়ি, বিনামূল্যে বীমা, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দিয়ে উন্নত করার চেষ্টা করার কথা বলেনি। ইউপিএ সরকারের ১০ বছরে তাঁরা দেশকে প্রায় ৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধির হারে নামিয়ে এনেছিল। মুদ্রাস্ফীতি ক্রমবর্ধমান উচ্চতায়, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি রেখে গিয়েছেন, যাকে বিশ্ব নীচু করে দেখেছে। তাঁরা (কংগ্রেস) দেশের উচ্চ রাজস্ব ঘাটতি, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, নিম্ন প্রবৃদ্ধি, খুব কম বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেখে গিয়েছে। ১০ বছরের ইউপিএ ছিল একটি ব্যর্থ পরীক্ষা যা একটি ব্যর্থ শাসন মডেলকে প্রতিফলিত করেছিল এবং একের পর এক অন্য দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি ইউপিএ শাসন থেকে বেরিয়ে এসেছে।

## গাফিলতি ছিল, দিল্লির কোচিং সেন্টার বিপর্যয়ে প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ঃ দিল্লির ওল্ড রাজেন্দ্রনগর কোচিং সেন্টার বিপর্যয় কাণ্ডে রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেছেন, দেশ এই ঘটনায় চিন্তিত। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে কখনও না হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে।ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, গাফিলতি হয়েছে, কাউকে না কাউকে তো উত্তর দিতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, এদিন ঘটনায় লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। মৃতদের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন অখিলেশ যাদব।

## ত্রিপুরার শনিছড়ায় অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক, গুরুতর আহত তিন

চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা), ৩০ জুলাই ঃ উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানাধীন শনিছড়া এলাকায় অসম-আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তিনজন। নিহতকে চুড়াইবাড়ির বাসিন্দা জনৈক ফরিজ আলির ছেলে সাজানুল ইসলাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আহতদের রোহিত আহমেদ, মোক্তার হোসেন এবং মনতাজ আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আহত তিনজনের বাড়ি অসমের করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং বরপেটা জেলায়।চুড়াইবাড়ি থানা সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দুর্ঘটনাটি আজ মঙ্গলবার ভোরের দিকে সংঘটিত হয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, বাগবাসার দিক আগত টিআর ০১ এইউ ১৯০৮ নম্বরের একটি ডাম্পারের সঙ্গে চুড়াইবাড়ি থেকে আগত এএস ০১ এলসি নম্বরের ১২ চাকার একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই গাড়ির চালক ও সহ চালকরা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মাদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তাঁরা স্থানীয়দের সহায়তায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ির ভিতর থেকে আহত চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গুরুতরভাবে আহত সাজানুল ইসলামকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত ডাক্তার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিলচরে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেন সাজানুল।বাকি আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৪ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৩০ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৫ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ২৫ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৫ ইঙেন, আসামঃ ১৪ শাওন, মুসলিমঃ২৩-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১০ঃ০৯ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ ১৫ঃ১০।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ১২ঃ৫৩ঃ ২৮(৩০) এবং অস্তঃবিকাল ০৩ঃ ০৪ঃ৪৪(৩১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ দশমী (পূর্ণা) সন্ধ্যা ঘ ০৬ঃ৩৫ঃ৩৬ দং ৩৩৩৩২৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃকৃত্তিকা সকাল ঘ ১৩ঃ১১ঃ১৪ দং ২০২৩০ পর্যন্ত পরে রোহিণীকরণঃবিষ্টি সন্ধ্যা ঘ ০৬ঃ৩৫ঃ৩৬ দং ৩৩৩৩২৫ পর্যন্ত পরে ববযোগঃবৃদ্ধি রাত্রিঃ০৭ঃ১৫ঃ ৩২ দং ৩৫১৩১৫ পর্যন্ত পরে ধ্রুবঅমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ৪৭ঃ১৫ থেকে - ১০ঃ২৪ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ০১ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ৪৫ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৮ঃ১৬ থেকে - ০৫ঃ২২ঃ৫৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ ১৫ঃ১৬ থেকে - ০৬ঃ৫৮ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৯ঃ৫৬ থেকে - ১১ঃ ২০ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩১ঃ৫৫ থেকে - ০২ঃ৫৯ঃ১৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০১ঃ০১ঃ১৫ থেকে - ০১ঃ৫৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ১২ঃ০৪ঃ৩৫ থেকে - ১২ঃ৪৮ঃ১৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৬ঃ৪৮ঃ২২ থেকে - ০৮ঃ২৬ঃ৩০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ২০ঃ৫৩ থেকে - ০২ঃ৫৯ঃ০১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ৩৭ঃ০৮ থেকে - ০৮ঃ৫৯ঃ০১ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৩১৩২৭৩ (৮) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১৭৪৯২২ (৪) ৩ পদমঙ্গলঃ ১১০৫৫৫ (৪) ১ পদবুধঃ৪৩৪১৫৬ (১০) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২০৬৪২ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৩২৯১৫১৯ (৯) ৪ পদশনিঃ১০২১৩১৩৫ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৭৪৪৪৩ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭৪৪৪৩ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৬ঃ২২ঃ৫৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ৩৪ঃ১৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ৪৪ঃ ২৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ ৫৮ঃ৪০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ২৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৫ঃ১৯ঃ৪১ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৭ঃ০৬ঃ৩৬ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৪০ঃ০০ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১০ঃ১১ঃ০৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ৫১ঃ৩৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৫০ঃ০১ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ০৩ঃ১৯ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৬৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৬ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ২০মিনিট।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**ব্যবসা বাড়ানোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। পরিবারে ছোটখাটো কারণে মাথা গরম করবেন না। শিক্ষার্থীদের ভালো ফল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
**বৃষ রাশিঃ**আর্থিক লেনদেন নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে রূঢ় ভাষায় কথা বলবেন না।
**মিথুনঃ** শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কোনও সম্পত্তি হাতে আসতে পারে। জীবনে উত্থান-পতন থাকলেও ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
**কর্কট রাশি** ঃব্যয় কম হওয়ার ফলে সঞ্চয়ে মন দিন। পারিবারিক বিবাদের জন্য ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করবেন না।
**সিংহ রাশিঃ**ব্যবসায় বড় ধরনের বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সমস্যার সমাধান এই সময় হতে পারে।।
**কন্যা রাশিঃ**অর্থ উপার্জনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না।
**তুলারাশিঃ** কোনও বড় লগ্নি করবেন না। ব্যবসায় সফলতা না পেলেও ভেঙে পড়বেন না।
**বৃশ্চিক রাশিঃ** এই সময় প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তন যোগ বিদ্যমান।।
**ধনু রাশি** ঃ আর্থিক দিক থেকে বিনিয়োগ ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শুভ। রাগ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।
**মকর রাশিঃ** সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য সপ্তাহটি শুভ। বিদ্যার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসতে পারে।।
**কুম্ভ রাশি** ঃউত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দিনটি চলবে।
**মীন রাশিঃ** অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। নববিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে। সন্তান হতে পারে

# বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, আবহাওয়া রয়েছে মনোরমই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ কলকাতা ও শহরতলির আবহাওয়ায় আপাতত বড়সড় কোনও বদল আসছে না। আপাতত বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। মঙ্গলবারও সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতও হয়েছে। আবহাওয়া রয়েছে মনোরম। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টিপাত হবে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

# রেশন দুর্নীতির তদন্তে ফের তৎপর ইডি, বসিরহাটে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ফের তৎপর প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। মঙ্গলবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে চালকল মালিক বারিক বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দিল ইডি। এই বারিক বিশ্বাস রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ' হিসেবে পরিচিত। ইডি সূত্রের খবর, বসিরহাটের ওই ব্যবসায়ীর চালকল-সহ মোট ১০টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযান চলছে বারিক বিশ্বাসের রাজারহাটের ফ্ল্যাটেও। রেশন দুর্নীতি মামলায় যে বিপুল পরিমাণ টাকার তছরুপ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে, সেই টাকার সঙ্গে বারিকের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান। ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতেই সিজিও কমপ্লেক্স থেকে রওনা দিয়েছিল ইডি-র টিম। মঙ্গলবার ভোরে ইডির অফিসাররা পৌঁছে যান বসিরহাটের সংগ্রামপুরে। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে আব্দুল বারিক বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান চালান কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। সন্দেশখালি, বনগাঁর অভিজ্ঞতার পর এ বার কেন্দ্রীয় বাহিনীর শতাধিক জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বারিকের ডেরায় গিয়েছে ইডির তদন্তকারী দল।

# অভিষেক কি এবার রাজনৈতিক ঝড় তুলতে চলেছেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিতীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পোস্ট নিয়ে তৈরী হয়েছে বিতর্ক। জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'স্মুদ সিস নেভার মেড অ্যা স্কিলড সেইলর' অর্থা - শান্ত সমুদ্রে কখনও দক্ষ নাবিক তৈরি হয় না। এই আবহে অনেকেই মনে প্রশ্ন জাগছে, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিপুল জয়, এরপর বিধানসভা উপনির্বাচনেও পরপর জয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যে 'শান্তি' বিরাজ করছে, সেখানে অভিষেক 'ঝড়' তুলবেন দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে? নাকি তিনি এই পোস্ট করেছেন কেঃন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে 'ঝড়' তোলার 'হুঁশিয়ারি' হিসেবে? অভিষেকের এই পোস্টের অর্থ যাই হোক, একটা বার্তা স্পষ্ট যে অভিষেক এবার বড়ো লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ২১এর মঞ্চে তিনি বলেছিলেন যে লোকসভার ফলাফল নিয়ে তিনি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। খুব তাড়াতাড়ি তা প্রকাশ্যে আনবেন। এই আবহে অনেকেই প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি দলে বড়সড় কোনও রদবদল আসতে চলেছে? যদিও সেদিন অভিষেক তরুণ এবং অভিজ্ঞদের একসঙ্গে কাজ করার কথাও বলেছিলেন। তবে এরই মাঝে আজ আবার ইনস্টাগ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন এক পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে।

# মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে ৭৪ টি পরিষেবা ০৫ আগস্ট থেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর। অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনের মধ্যে পরিষেবার সংখ্যা ও পরিষেবার সময় দুটোই বাড়তে চলেছে সোমবার থেকে আগামী ০৫.০৮.২০২৪ (সোমবার) তারিখ থেকে। এখন দৈনিক ৪৮ টি পরিষেবা এই লাইনে চলে। ওই দিন থেকে মোট ৭৪ টি পরিষেবা (৩৭ আপ ও ৩৭ ডাউন) এই লাইনে চালানো হবে। পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে ২০ মিনিট অন্তর। এমনকি শনিবারেও এই মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রথম মেট্রো পরিষেবা কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু হবে সকাল ৯ টার বদলে সকাল ৮ টায়। আর দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবা এই দুই স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে বিকেল ৪৪০ এর বদলে রাত ৮ টায়। রবিবার দিন কোনও পরিষেবা চলবে না। প্রথম পরিষেবা-কবি সুভাষ থেকে সকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে সকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায়। শেষ পরিষেবা-কবি সুভাষ থেকে বিকেল ৪.৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বিকেল ৪.৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায়।

# বাঘে আক্রান্ত পরিবারদের পাশে দাঁড়াক বন দফতর দাবি এপিডিআরের

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৩০ জুলাই ঃ সারা দেশের সাথে ঘটা করে বিশ্ব বাঘ দিবস পালন করা হলো সোমবার বিকালে সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর হাইস্কুলে। সুন্দরবনের কুলতলি থেকে শুরু করে মৈপীঠ, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমার গ্রামে বাঘ ঢুকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন বিভাগের অফিসাররা ছুটে ছুটে যেতেন গ্রামের দক্ষ বন কর্মীরা। সোমবার মৈপীঠের বৈকুণ্ঠপুর হাই স্কুলে বিশ্ব ব্যাঘ্র দিবসে তাঁদেরকেই সম্মান দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ। এদিন এই উপলক্ষে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতা মূলক পদযাত্রা হয়ে গেল মৈপীঠে।উপস্থিত ছিলেন জেলা বন বিভাগের সদ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক নিশা গোস্বামী, এডিএফও অনুরাগ চৌধুরী, স্থানীয় প্রধান সহ বন দফতরের একাধিক বিট অফিসার রা।এদিন ব্যাঘ্র দিবসের একটি লোগো উদ্বোধন করেন বন বিভাগের কর্তারা। শুধু গ্রামের বন কর্মীরা নয় সদ্য অবসরপ্রাপ্ত আমিরচাঁদ মণ্ডলকেও সম্মান দেয় বনদপ্তর। পাশাপাশি, গ্রামের দক্ষ বন কর্মী যাদেরকে বনদপ্তর বলেন কেউ আর বিশ্ব দিবসে তাদের কথা স্মরণ তুলে দেওয়া হয়।এ দিন বিভাগীয় বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন, সুন্দরবনের গ্রামের মানুষরা যে ভাবে এগিয়ে আসেন আমাদের সঙ্গে তা বলার নয়।পাশাপাশি, মৎস্যজীবি দেরও সতর্ক থাকতে হবে নেট ছোঁয়ার ব্যাপারে।অতিরিক্ত বন বিভাগীয় আধিকারিক অনুরাগ চৌধুরী বলেন, সুন্দরবনে পাওয়া ১০১টি বাঘের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডিভিশনেই আছে ২৮টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ ও ২ টি শিশু বাঘ। তবে বাঘ দিবসে কর্মীদের ও এলাকার মানুষদের সহায়তার পুরস্কারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন দীর্ঘদিন সুন্দরবন এলাকায় বাঘে আক্রান্তদের পাশে থেকে কাজ করা এপিডিআর সংগঠন। এই সংগঠনের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল বলেন, সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে সরকারের এত টালবাহানা কেন।সরকারি ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা, পরিবারের প্রয়োজনে পড়াশোনার খরচ,সরকারি চাকরি দিতে এত গড়িমসি কেন। বন দফতর মৎস্যজীবিদের ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও বাঘে আক্রান্ত দের পাশে নেই বন দফতর। তাই বাঘ দিবসে এই সব গরীব মৎস্যজীবিদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করলে আরও ভালো লাগতো।তবে আশা রাখবো বন দফতর দ্রুত বাঘে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সহায়তা করবে।

# সাজা পায়নি স্বপ্নদ্বীপের খুনিরা আক্ষেপ মৃত পড়ুয়ার মা-বাবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ২০২৩ সালের ৯ই আগস্ট কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল নদীয়ার বগুলার বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর। তিথি মতে স্বপ্নদীপের বাৎসরিক কাজ সম্পন্ন করবেন তার পরিবার। আর সেই ঘটনার প্রায় এক বছর পরও স্বপ্নদীপের মৃত্যুর জন্য দায়ী দোষীদের এখনো সাজা না হওয়া নিয়ে সোমবার আক্ষেপ করলেন স্বপ্নদীপ এর মা। প্রসঙ্গত গত বছর ৯ই আগস্ট রাতে যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের হোস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় স্বপ্নদীপের। অভিযোগ ওঠে রাগিং এর শিকার হয়েছিলেন ওই ছাত্র। আর এই ঘটনা নিয়ে তখন তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য।

# এআইআইএফএ টেকসই স্টিল উৎপাদক সমিতি কলকাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ এআইআইএফএ টেকসই স্টিল উৎপাদক সমিতি, যা সেকেন্ডারি স্টিল শিল্পের অনন্য কণ্ঠস্বর, আজ কলকাতার দ্য ওবেরয় গ্র্যান্ড-এ একটি ক্লাস্টার মিটিং আয়োজন করলো। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং পূর্ব ভারত থেকে শীর্ষস্থানীয় স্টিল উপাদকদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। আলোচনার পরিচালনা করেন এআইআইএফএ প্রেসিডেন্ট যোগেশ মান্ধানি এবং সেক্রেটারি জেনারেল কমল আগরওয়াল, এবং এতে উপস্থিত ছিলেন লাক্সকন স্টিলস-এর গোপাল গুপ্ত, রাধা স্মেল্টারস-এর সুমন সরাফ, কালিকা স্টিল অ্যালয়সের অনিল গোয়াল, বালাজি নির্যাত-এর হেমন্ত লুনিয়া, জালনা সিদ্ধিবিনায়ক অ্যালয়সের দীনেশ আগরওয়াল, রাঘব প্রোডাক্টিভিটি এনহ্যান্সারস-এর রাজেশ কাবরা, আমলগাম স্টিলের সৌরভ মিশ্র, শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজের এস.এস. বেরিওয়ালা, বিডিজি মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার-এর রমেশ চাঁদ গোয়েল, ইলেক্টোথার্মের সুরজ ভান্ডারি, শ্যাম মেটালিক-এর বিশাল বুবনা এবং স্টিল অ্যান্ড মেটালার্জির নির্মাল্য মুখার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্টিল শিল্পকে প্রভাবিত করা অঞ্চল-নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করা, নতুন এনডিএ সরকারের অধীনে জিএসটি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মোকাবেলা করা, এবং অঞ্চলের শিল্পকে দুই দিনের স্টিলেক্স ২০২৪ এবং ৩৬তম জাতীয় সম্মেলন ইস্পাতে সবুজ বিপ্লব-টেকসই উদ্ভাবন এ আপডেট এবং আমন্ত্রণ জানানো, যা ১৮ -১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বোম্বে এক্সিবিশন সেন্টার, গোরেগাঁও, মুম্বাই তে অনুষ্ঠিত হবে। ফোরাম আরও বলে যে বাজেট ২০২৪ শিল্পের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। অংশগ্রহণকারীরা ইস্পাত সেক্টরের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থার অভাবের জন্য হতাশা প্রকাশ করে এবং ইস্পাত ব্যবহার বাড়ানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। তিনি শিল্পের বিকাশের জন্য শক্তিশালী সরকারী সহায়তা এবং প্রণোদনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং স্থানীয় ইস্পাত উপাদক এর প্রতিযোগিতা বাড়াতে এবং চাহিদা কে উদ্দীপিত করার জন্য নীতির সমন্বয় এবং আর্থিক উদ্যোগের সুপারিশ করেন। আলোচনায় একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্ব কে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে শিল্প লিডার আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেকসই উদ্ভাবন এবং কৌশলগুলি অন্বেষণ করতে পারেন। এআইআইএফএ সভাপতি যোগেশ মন্ডল শিল্পের অব্যাহত বৃদ্ধি এবং টেকসই নিশ্চিত করতে এই চ্যালেঞ্জগুলো কে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি টেকসই ইস্পাত প্রস্তুতকারক সমিতি হিসাবে এআইআইএফএ এর পুনঃব্র্যান্ডিংকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যা বৈশ্বিক প্রবণতা এবং নিয়ন্ত্রক প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে ইস্পাত উৎপাদনে আরও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে নির্দেশ করে। সেক্রেটারি জেনারেল কমল আগরওয়াল বলেন আসন্ন স্টিলেক্স ২০২৪ এবং ৩৬ তম জাতীয় সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট হতে চলেছে যা শিল্প লিডার দের ও স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করবে এবং ইস্পাতে সবুজ বিপ্লব আনতে সাহায্য করবে। এই মিটিংগুলো টেকসই ইস্পাত উপাদনের সর্বশেষ উন্নয়ন গুলো প্রদর্শন করবে এবং শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির উদ্ভাবনী সমাধান নিয়ে আলোচনা করবে। ইস্পাত শিল্পের সব সেক্টরকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসার মাধ্যমে, স্টিলেক্স ২০২৪ এর লক্ষ্য হল নেট জিরো স্টিল (সবুজ ইস্পাত) উৎপাদন ও সরবরাহে ভারতকে একটি শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই সমন্বিত প্রচেষ্টা টেকসই ইস্পাত উৎপাদকদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করবে এবং নীতিনির্ধারকদের সহায়ক পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করতে বাধ্য করবে। আমরা সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের এক কণ্ঠে অংশগ্রহণ করার জন্য, ইস্পাত শিল্পের অধিকার এবং বিকাশের জন্য কার্যকরভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই, যা ভারতের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য অংশে শিল্পকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

# বজ বজ ও মহেশতলা থেকে চুরি যাওয়া লক্ষাধিক টাকার সোনা সহ মহারাষ্ট্র থেকে গ্রেপ্তার চোর

দুরন্ত বার্তা, বজবজ, ৩০ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার অ্যাডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার ডায়মন্ড হারবারএসপি অফিস পৈলান অফিস থেকে আজ সন্ধ্যা ছটার সময় এক প্রেস বিবৃতি করে জানা গত ২৪সে এপ্রিল বজবজের প্লাষ্টার মোড়ে শ্রী গণেশ এ্যাসে সেন্টার নামে ওই দোকানের এক কর্মচারী সোনার গহনা হাতিয়ে নিচ্ছে। এই মর্মে ওই দোকানের কর্ণধার নীতিন বাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেন,, কর্মচারী সমাধান পোপাট গড়াডের নামে। পাশাপাশি চুরির সময়কার সিসিটিভি ফুটেজও থানায় দেন। পুলিশকে নীতিন জানিয়েছে ওই কর্মচারী দেড় বছর আগে তারএই কেন্দ্রে তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। সিসিটিভির ফুটেজকে হাতিয়ার করে তদন্ত নামে বজবজ থানার তদন্তকারী আধিকারিক। পরবর্তী সময়ে ওই লোকেশন তার দেশের বাড়ি মহারাষ্ট্রের সিরাস পুলিশ স্টেশনের সরাপুর ডিস্ট্রিক্টের দেখাচ্ছিল। সেখান থেকেই বজবজ থানার তদন্তকারী আধিকারিক তাকে গ্রেফতার করে চুরি যাওয়া গহনা(৪৭৫ গ্রাম) মধ্যে ৩৭৫ গ্রাম সোনা যাহার বাজার মুল্য ৩১৭০০০০ টাকা,সহ নগদ ২৪০০০ টাকা উদ্ধার হয় পাশাপাশি। মহেশতলার দুটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পঞ্চাশ গ্রাম চুরি যাও সোনা উদ্ধার করে পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে। মহেশতলা নীহারিকা এপয়েন্টমেন্ট আরেকটি দামোদর অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তবে বজবজে ঘটনা কে কেন্দ্র করে এরেস্ট করা আসামিকে মহারাষ্ট্র থেকে পুলিশ ট্রানজিস্টরিমান্ডে নেওয়া হয়। আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

# ভাঙড়ে কাইজার আহমেদের ভাই জাহাঙ্গির আলম ওরফে পাপ্পুর ডেরাতে ইডির অভিযান

দুরন্ত বার্তা, ভাঙর, ৩০ জুলাই ঃ ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদের ভাই জাহাঙ্গির আলম ওরফে পাপ্পুর ডেরাতে মঙ্গলবার হানা দেয় ইডি। জাহাঙ্গিরের পিজি অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেডে এদিন হানা দিল ইডি। পাপ্পু জানান, ২০১৬ সালে আব্দুল বারিক বিশ্বাস ও বলরাম সরকার এই রাইস মিল নেয়।

তাঁতে ১০ শতাংশ শেয়ার ছিল তাঁর। তবে ২০২১ সালের পর তিনজনই পিজি রাইস মিল বিক্রি করে দেন। মুকুলকে তা বিক্রি করেন বলে জানান পাপ্পু। কাইজারের ভাইয়ের দাবি, মুকুলই মালিক।জাহাঙ্গির আলম ওরফে পাপ্পু বলেন, আমাদের নাম উঠে আসছে একটা দুর্ভাগ্যজনক। আমার যে ১০ শতাংশ শেয়ার ছিল ২০২১-এর আগে অবধি, তখন মাঝেমধ্যে রাইস মিলে যেতাম। কিন্তু তারপর আমি যাইওনি, কিছু দেখিওনি। এক কাঠা জমিও রাইস মিলের ভিতর আমার নামে নেই। আমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এটা করেছিলাম। আমি অত ব্যবসায়িক ব্যাপার বুঝিও না।প্রসঙ্গত, এদিন ভাঙড়ে দু'টি রাইস মিলে হানা দেয় ইডি। দু'টি রাইস মিলের বর্তমান মালিক আলিফ নূর রহমান মুকুল এবং তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান বিদেশ। এক সময় এই রাইস মিলের মালিক ছিলেন বারিক বিশ্বাস, বলরাম সরকার ও ভাঙরের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদের ভাই জাহাঙ্গির আলম। সূত্রের খবর, ২০২১ সালের পর থেকে বাকিবুর রহমানের মামার ছেলে মুকুল ও আনিসুর এই রাইস মিলের দায়িত্ব নেন। সেই রাইসমিলে এবার হানা দিয়েছে ইডি। সকাল থেকে চলছে তল্লাশি।

# কলকাতায় চালু হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ভিসা আবেদন কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ কলকাতায় চালু হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ভিসা আবেদন কেন্দ্র। আগের আবেদন কেন্দ্রটির চেয়ে এটি আয়তনে দ্বিগুণ এবং এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক ভিসা আবেদনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। কনস্যুলেটে ভিসা কর্মকর্তা ও কর্মীরা পরিকাঠামোর এই উন্নতিতে দ্রুত ভিসা আবেদনকারীদের ইন্টারভিউ স্লটের দিকে নিয়ে যেতে পারবে। মার্কিন কনসাল জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক রবিবার কলকাতায় স্থানান্তরিত ভিসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দুই জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ তুং ফং এবং মোকাম্বোর বিপরীতে পাতাকা হাউসে অবস্থিত। শেক্সপিয়র সরণির জেসমিন টাওয়ারে আগের আবেদন কেন্দ্রটির কাজ শনিবার সন্ধ্যায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই নতুন কেন্দ্র ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ এবং গ্রাহককেন্দ্রিক করে তুলবে। পাশাপাশি বিভিন্ন পরিষেবাও দেবে। গ্রাহকদের প্রক্রিয়াকরণের সময়কে দ্রুততর করার জন্য প্রায় দ্বিগুণ ইনটেক উইন্ডোজ থাকছে এখানে। প্রসেসিং উইন্ডোগুলিতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমানদের বিশ্রামাগার এবং হুইলচেয়ার থাকছে নয়া কেন্দ্রে। আবেদনকারীদের সহায়তা করার জন্য ইংরেজি এবং বাংলায় দ্বিভাষিক চিহ্ন সহ নির্দেশিকা রয়েছে কেন্দ্রটিতে। সহায়ক হিসাবে থাকছেন নিবেদিত কর্মীও। কনসাল জেনারেল জানান, মার্কিন সরকার তার পরিষেবাগুলিকে ক্রমাগত উন্নত করতে এবং ভিসা আবেদনকারীদের জন্য একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন স্থানান্তরিত কেন্দ্রটি এই প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ এবং কনস্যুলেটের বিভিন্ন পরিষেবায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, পাভেক বলেছেন। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের গুরুত্বের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বছর আমরা আশা করছি ভারত থেকে ১৮ লক্ষেরও বেশি ভ্রমণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। আমাদের দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে। আমরা প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং মহাকাশ অনুসন্ধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার অপার সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিই। ভিসা প্রক্রিয়ার সংস্কার এবং সুবিধা এ ব্যাপারে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দেবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মান উন্নত করবে। ক্ষমতা দেবে ভারতীয় এবং আমেরিকানদের নতুন উদ্যোগ এবং অংশীদারিত্ব অন্বেষণ করার।

# ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের 'সান্ধ্য শাখা বন্ধ'-র প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের সান্ধ্য শাখা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন শিল্পী-পড়ুয়ারা। বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের দাবি তুলেছেন, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসল মেরুদন্ডই হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীরা, তাদের কাছে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানিক বিভাগ শুধু একটি সাধারণ বিভাগ না, তাদের পরিচয়। এ ব্যাপারে সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে ' ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট এন্ড ড্রাফটম্যানশিপ' এর 'ঐক্য'। বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, আমরা সকলে দ্য ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ড্রাফটম্যানশিপের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। বর্তমানে আমরা একটি বিশেষ সংকটের মুখে অবতীর্ণ হয়েছি। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের দুটি বিভাগ বর্তমান, একটি হলো ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের দিবা বিভাগ ও অপরটি হল সান্ধ্য বিভাগ। বহু বছর ধরে এই উভয় বিভাগ ওই সম দক্ষতার সহিত পরস্পরকে উপস্থাপিত করে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সান্ধ্য বিভাগ বন্ধ হতে চলেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সন্ধ্যা বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষার কোনো নোটিশ বের করে নি এবং সে সম্পর্কে কোন বিজ্ঞপ্তি ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয়নি। এই সান্ধ্য বিভাগ থেকে বিগত বহু বছর ধরে আমরা বেশ কিছু কৃতি ও খ্যাতনামা শিল্প সত্তা উপহার পেয়েছি। কিন্তু বর্তমানে কিছু শিক্ষক এই সান্ধ্য বিভাগকে অবৈধ বোঝাতে চাইছেন, ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় আর্ট কলেজের সংখ্যা খুবই মুষ্টিমেয়, এরপরও যদি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন বিভাগ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ছাত্রদের জন্য শিক্ষা লাভ ও ভবিষ্য পদক্ষেপের জন্য বাধা সৃষ্টি হবে। এছাড়াও আমাদের মহাবিদ্যালয়তে সেরকম পরিকাঠামোর অভাব বর্তমান যে কারণে এত সংখ্যক ছাত্রকে একত্রিত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে এই সান্ধ্য বিভাগকে বাঁচিয়ে রাখার কোন ইচ্ছাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের একটাই লক্ষ্য যেন আমাদের বিভাগকে আইনত বৈধ করা হয়। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে আমরা এই বার্তা সকলের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা করছি।

# দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জুলাই ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া জমাদারপাড়া এলাকায় দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে বিবাদকে ঘিরে মারপিটের ঘটনা প্রকাশ্যে চলে এলো। মারপিটের সেই ছবি সিসিটিভি'তে ক্যামেরাবন্দিও হয়েছে। ঘটনায় জখম হন একটি পরিবারের একাধিক সদস্য। আহতদের চিকিৎসার জন্য ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়ি রাখা, আবর্জনা ফেলা ও গুটকার পিক ফেলা নিয়ে দুই প্রতিবেশী পরিবারের দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিলো। মাঝে মধ্যেই ঝামেলা হতো। চলতো গালিগালাজ।সোমবার সকালে সেই বিবাদ চরমে ওঠে।ব্যাপক মারামারি হয় দু'পক্ষের।

# মায়ের বয়ফেন্ডকে সঙ্গে নিয়ে কাকার বাড়িতে চুরি,গ্রেফতার ভাইজি

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৩০ জুলাই ঃ মায়ের বয়ফেন্ডকে সঙ্গে নিয়ে কাকার বা।তি চুরি করে গ্রেফতার ভাইজি সহ তিন জন।বহু কস্ট করে টাকা সঞ্চয় করে ছিলেন কাকা।ক্যানিং স্টেশন বাজারের সেলুনে দোকান চালিয়ে আয়ের টাকা বাড়িতেই রাখতেন তিনি।স্বামীর ঘর ছেড়ে কাকার বাড়িতে থাকা ভাইঝি রেখা তা দেখে ছিলেন।বছর তিনেক ধরে সেই বাড়িতে থাকার সুবাদে কাকা কোথায .কত টাকা রাখতেন সবটাই ছিল তাঁর নখদর্পণে।আর ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে মায়ের বয়ফ্রেন্ডকেনিয়ে এসে চুরি করে ফেলে লক্ষাধিক টাকা।আর এই বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মিথ্যা ডাকাতির গল্প সাজান।তবে তাতে শেষ রক্ষা হলো না তাঁর।ক্যানিং স্টেশন বাজারে সেলুন দোকান রয়েছে বিমল প্রামাণিকের। তিনি ক্যানিং থানার এক নং দিঘীর পাড় এলাকার বাসিঃদা। সোমবার সন্ধ্যায .দোকানে থাকাকালীন তাঁর কাছে খবর আসে ভাইজি রেখা প্রামানিককে বেঁধে আলমারি ভেঙে ১০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা লুট করেছে ডাকাতদল।আর এই ডাকাতির ঘটনার পর ক্যানিং থানার অভিযোগ দায়ের করে বিমল প্রামানিক।আর অভিযোগ পেযে .ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ।তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে,প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিমলবাবু বাড়িতে না থাকলেও তাঁর ভাইজি রেখা ও বিমল বাবুর মা বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু ডাকাতির সময় বিমলবাবুর মা পাশের মঃদিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একাই ছিলেন অভিযুক্ত রেখা। তাঁর মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে একাধিক অসঙ্গতি পায় পুলিশ।রেখাকে আটক করে ক্যানিং থানায .নিযে .এসে জেরা শুরু করেন তদন্তকারী পুলিশ।প্রথমে তদন্তকারীদের ঘুর পথে চালনা করছিলেন রেখা। তবে লাগাতার পুলিশি জেরায় অবশেষে ভেঙে পড়ে ডাকাতির কথা স্বীকার করে নেন তিনি।রেখা পুলিশকে জানান, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তাঁর মা এবং মায়ের বযফ্রেন্ডকে ডেকে এনে চুরি করিয়েছেন তিনি।আর তা ধামাচাপা দিতে ডাকাতির মিথ্যা ঘটনা সাজিয়েছে।জমি কেনার জন্য তাঁরা এই টাকা চুরি করেছেন বলেজানিয়েছেন।এর পরই রেখার কথা মতো ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিম ভাঙরের ঘটকপুকুর এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায়।আরসেখানেই স্বামীকে ছেড়ে বযফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘর ভাড়া নিযে .থাকেন রেখার মা সারথি প্রামাণিক।


## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

### ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites percentage rate tenders in two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **EEC/BX/091/003/2024-2025/R**
Name of work: **Diversion of existing drainage network surrounding Khudiram Park for water BPS in Ward No.-091, Br.-X**. Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,79,662.92**. Earnest Money: ₹ **5,600.00**. Time of Completion : **35 Days**.

2. NIT No.: **EEC/BX/091/011/2024-2025/R**
Name of work: **Mending of sewerage system at 310 B.B. Chatterjee Road etc. Ward No.-091, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **1,24,528.00**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**. Time of Completion : **30 Days.**

3. NIT No.: **EEC/BX/096/017/2024-2025/R**
Name of work: **Restoration and maintenance of Paver Block Footpath etc. along Raja SC Mullick Road from 8B Bus Stand to Baghajatin More in Ward No.-096, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,11,698.24.** Earnest Money: ₹ **4,250.00.** Time of Completion : **30 Days.**

4. NIT No.: **EEC/BX/091/007/2024-2025/R**
Name of work: **Maintenance of Asphaltum Road surface at N.C. Chowdhury Road & Jahura Bazar etc. in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,46,494.94**. Earnest Money: ₹ **4,935.00**. Time of Completion : **180 Days**.

5. NIT No.: **EEC/BX/094/003/2024-2025/R**
Name of work: **Maintenance of Asphaltum Road near 9A, 73/2, 73/25, Gold Club, 24, 22, 33 Jublee Park, 1, R. P. Colony, Russa Road & 73, 337 P.A. Shah Road etc. in Ward No.-094, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **3,05,008.16**. Earnest Money: ₹ **6,105.00**. Time of Completion : **120 Days**.

6. NIT No.: **EEC/BX/081/003/2024-2025/D**
Name of work: **Rest. of Road dist. by water supply dept. near 4, D.P.S. Road, 92, 93 T.G. Road & 724, BL-P, New Alipore etc. in Ward No.-081, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,08,026.85**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Time of Completion: **120 Days**.

7. NIT No.: **EEC/BX/096/018/2024-2025/R**
Name of work: **Restoration and maintenance of Paver Block Footpath etc. at Regent Estate and other places in Ward No.-096, Br.-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,85,195.78**. Earnest Money: ₹ **5,710.00**. Time of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of Bid: **10.08.2024, 12.00 Noon** (for Sl. No. 1 to 3), **14.08.2024, 12.00 Noon** (for Sl. No. 4 & 5), **08.08.2024, 12.00 Noon** (for Sl. No. 6 ) & **12.08.2024, 12.00 Noon.** (for Sl. No. 7). Date and Time of Opening of Bid: **13.08.2024, 12.00 Noon** (for Sl. No. 1 to 3 ), **17.08.2024, 12.00 Noon** (for Sl. No. 4 & 5), **10.08.2024, 12.00 Noon** (for Sl. No. 6) & **14.08.2024, 12.00 Noon** (for Sl. No. 7). The bid forms and others details are available on and from **02.08.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3), **06.08.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 4 & 5), **30.07.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 6) & **03.08.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/018/24-25/PARK**
Name of work: **Development of Samar Roy Chowdhury Park by providing greenery and Ancillary Civil work in Ward No.-123 under Br.-XVI.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,60,437.26**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/015/24-25/BUSTEE**
Name of work: **Development of C.C. Road at slum area of Green Park near L.P. No.-704/451/2173, in Ward No.-144.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **3,97,098.53**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **35 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **14.08.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The Tender will be opened on: **16.08.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and others details are available on and from **06.08.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/XIII/117/07/24-25 (1st Call)**
Name of work: **Maintenance of C.C. Pavement at K.P. Lane Bye Lane near Pr. No.-59, 66 etc. in Ward No.-117, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,96,662.89**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **25 Days.**

2. NIT No.: **KMC/XIII/117/13/24-25 (1st Call)**
Name of work: **Maintenance of Sewer Adjuncts at B.S.T. Main Road, K.P. Lane and Roy Bahadur Road Bye Lanes area in Ward No.-117, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,87,671.88**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

3. NIT No.: **KMC/XIII/115/01/24-25 (1st Call)**
Name of work: **Maint of Banerjee Para Rd., J.N. Ukil Rd., Taramoni Ghat Rd., and P.T. Rd., (Bye lane) by Laying Hot-Mix in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,91,889.47**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

4. NIT No.: **KMC/XIII/115/011/24-25 (1st Call)**
Name of work: **Maint of drainage system 1/2/2, Muchipara Rd., 14/4 Chander Village Rd., 177 West Putiary Colony, 184 Karunamoyee Ghat Rd., 80 Banerjeepara Rd., 401 Banerjeepara Rd. in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,35,078.97**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion : **40 Days**. Last Date of submission of Bid: **12.08.2024 (upto 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The Tender will be opened on: **14.08.2024 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and others details are available on and from **02.08.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

322/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪১ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩১

## বীরাঙ্গনা কল্পনা দত্ত

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। চট্টগ্রামের আদালত চত্বর ভিড়ে ঠাসা। চারদিকে পুলিশ ছয়লাপ। মাছি গলবার উপায় নেই। সন্দেহ হলেই চলছে তল্লাশি আর ধরপাকড়। কারণ? আজ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মামলায় ৩২ জন বন্দির বিচার আদালতে হাজিরার দিন। ব্রিটিশদের কাছে খবর ছিল আদালত চত্বরে আজ বন্দিদের মুক্ত করতে হামলার ছক কষেছে মাস্টারদার অকুতোভয় যোদ্ধারা। ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল মহিলা বোরখা পরে দাঁড়িয়ে আছে উ পুলিশের নজর এড়াতে। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর গেল মহিলা ফোর্স পাঠানোর। অত্যন্ত গোপনে মহিলা পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলল এলাকা। কিন্তু কোথায় গেল সেই মহিলা? আদালতের গেটেও বাহিনী ছিল, কিন্তু সকলের নজর এড়িয়ে গেল কিভাবে? একটু আগে যে শীর্ণ বৃদ্ধা ঘোমটা দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। এভাবেই পুলিশের নজরের বাইরে চলে গেল সেই মহিলা। আদালত চত্বরে পুলিশ উদ্ধার করল বিস্ফোরক গান কটন। কার্পাস তুলোর ওপর নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রন দ্বারা তৈরি এই গান কটন ডিনামাইটের মতো কাজ করে। আর সেদিন গান কটন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপ্লবীদের মুক্ত করার দায়িত্ব ছিলেন সেই মহিলা। কিন্তু কে এই মহিলা..? পুরো নাম কল্পনা রানি দত্তগুপ্ত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফর্মে নিজের নাম লিখেছিলেন কল্পনা দত্ত। ডাকনাম ভুলু। ১৯১৩ সালের ২৭শে জুলাই চট্টগ্রাম জেলার শ্রীপুর গ্রামে জন্ম কল্পনার বাবা বিনোদবিহারী দত্ত ও মা শোভনবালা দত্ত। কল্পনা দত্তের ঠাকুরদা ডাক্তার দুর্গাদাস দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল প্রমুখ বিপ্লবীদের জীবনী পড়তেন ছোট থেকেই। পড়তেন 'পথের দাবি'-র মত স্বদেশী বই। পড়াশোনায় মেধাবী কল্পনা চট্টগ্রামের খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ হন। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন বেথুন কলেজে বিজ্ঞান শাখায়। সেসময় যোগাযোগ হয় বেথুন কলেজেরই ছাত্রী কল্যাণী দাশ ও তাঁদের সংগঠন 'ছাত্রী সংঘ'-র সাথে। বিপ্লবী হিসেবে নিজেকে তৈরি করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে কল্পনা দত্তের মনে। বেথুন কলেজে গঠন করেন ছাত্রী সমিতি। বেথুন কলেজে পড়ার সময়েই যোগাযোগ হয় বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার, মনোরঞ্জন রায়দের সঙ্গে। স্কলারশিপের টাকায় সাইকেল কিনে প্রতি সকালে কলেজ কম্পাউন্ডে সাইকেলে ঘুরপাক খাওয়া, প্রতি রবিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নৌকা চালানোর অভ্যাস করতেন তিনি। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের ঘটনায় অনুপ্রাণিত হন কল্পনা দত্ত। কলকাতা থেকে ফিরে যান চট্টগ্রাম। সেইসময় বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর ধারণা ছিল ছেলেমেয়ে পাশাপাশি থাকলে ছেলেদের নৈতিক আদর্শ খারাপ হতে পারে। কল্পনা দত্ত লিখেছেন, It was an iron rule for the revolutionaries that they should keep aloof from the women."

## চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্ত

আরপুলি লেনের বাড়িটিতে বাস করতেন প্রথম পাশ্চাত্যে পদ্ধতিতে শব-ব্যবচ্ছেদকারী মধুসূদন গুপ্ত মহাশয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উল্টোদিকে আড়পুলি অবস্থিত এই প্রাচ্যনটির ঠিকানা- ১৮নং শ্রী গোপাল মল্লিক লেন। যেটি এখন ১৮নংরের এ, বি, সি ও ডি নংরে বিভক্ত হয়ে গেছে। মধুসূদন গুপ্ত এর জন্ম ১৮০০ সালে হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি এক বৈদ্য পরিবারে হয়। তাঁর পিতামহ ছিলেন হুগলির নবাবের পরিবারের গৃহ চিকিৎসক। তাঁর প্রপিতামহের উপাধি ছিলো 'বক্সী'। বাল্যকালে পড়াশোনায় অমনোযোগী হলেও, পরবর্তী কালে সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগ- 'মেডিকেল ক্লাস ইন দ্য সংস্কৃত কলেজ'এ শিক্ষা গ্রহণ করে ১৮৩০ সালে সেই কলেজেই শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই কলেজে আয়ুর্বেদের পাশাপাশি সংস্কৃত, ন্যায়শাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদিতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৮৪০ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তারির পরীক্ষাতেও ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথমে ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে শারীরবিদ্যা ও শল্যবিদ্যা বিভাগের প্রদর্শক হন ও পরে সংস্কৃতে শিক্ষক রূপে অধ্যাপনা করেন। সমাজে যখন মৃতদেহ ছোঁয়া নিয়ে নানা বিধি-নিষেধ ও জাতপাতের বেড়াজাল ছিলো, সেই সময় ১৮৩৬ সালে ১০ই জানুয়ারি কলকাতার মেডিকেল কলেজে প্রথম হিন্দু হিসাবে মধুসূদন গুপ্ত পাশ্চাত্যে পদ্ধতিতে শব-ব্যবচ্ছেদ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এই কাজের জন্য তাঁকে হিন্দু সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে তোপধ্বনিও দেওয়া হয়। ১৮৪৮ সালে প্রথম শ্রেণীর অ্যাসিস্টেন্ট সার্জনের পদ পান। ১৮৫৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগ আরম্ভ হলে, সেটির সুপারিনটেন্ডেন্ট হন। ১৮৩৫ সালে 'এনাটমিস্টস্ ওয়াদি মেকাম' এর 'শারীরবিদ্যা' নামে সংস্কৃত অনুবাদ করেন, যেটির জন্য তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৮৩৬ সালে 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' বইটির বাংলা অনুবাদ করেন 'ওষুধ কল্পাবলি' নামে। ১৮৫৩ সালে প্রকাশ পায় প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাশাস্ত্রে বই 'এনাটমি'। ১৮৫৬ সালের ১৫ই নভেম্বর ডায়াবেটিস সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্মরণার্থে এই ঐতিহাসিক বাড়ির নিকটে একটি রাস্তার নাম মধুগুপ্ত লেন রাখা হয়। এই রাস্তাটির নামকরণের স্বত্তেও মধুসূদন গুপ্ত এর বাস স্থানটি ও সেটির পুরাতন কলকাতার গল্প আজও অনেকের কাছে অপরিচিত। মধ্য কলিকাতায় আগেকার দিনে বহু সনামধন্য ব্যক্তিরা বসবাস করতেন।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

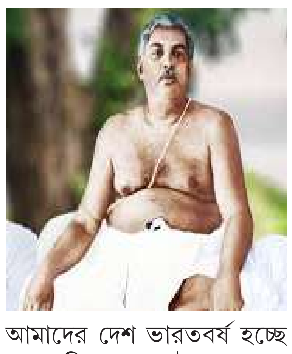

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের মা হচ্ছেন সংসারের সেরা। তিনি আছেন বলেই সংসার এতো সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়। মা ত্যাগ করতে জানেন। মা সব সময়ে ত্যাগী হন। তিনি সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। মা কিন্তু কারোর একার হয় না। মা হচ্ছেন সবার। তাঁকে ভক্তি করতে হবে। শ্রদ্ধা করতে হবে। মাকে ভক্তি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতে হবে। মাকে পুজো করতে হবে। মায়ের আশীর্বাদকে গ্রহণ করতে হবে। মায়ের পাকে জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। মায়ের সেবা করতে হবে। মাতৃভক্ত হতে হবে। তবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। নাহলে মুক্তি মিলবে না।

## স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

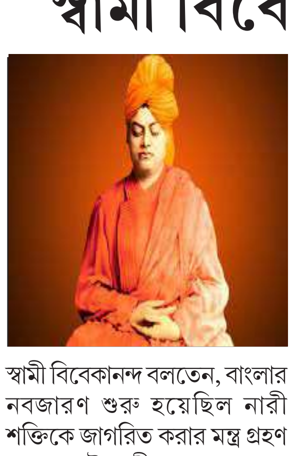

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষারোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের নাম স্মরণ করা উচিত। মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত পরম ধন্য। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে।

# বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবর্ষ দিবসের পরেও তাঁর প্রদর্শিত পথকে অবলম্বন করা ছাড়া আমাদের আর কোনও সুনির্দিষ্ট নিশানা নাই

রবীন্দ্রকুমার শীল

তখন বিদ্যাসাগর মানেই ছিল সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কীভাবে স্বাধীনতা ভোগ করা যেতে পারে বা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা যেতে পারে সেই শিক্ষাই বিদ্যাসাগর সবাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরাধীন দেশের নাগরিকক হয়ে বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে গিয়েছেন। তিনি কোনও সময়ে ইংরেজদের কাছে মাথা নত করেননি। ইংরেজরা এসে তাঁর কাছে সুপরামর্শ গ্রহণ করতো। দেশিয় আইন সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ করতো। ইংরেজরা পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে মহান পণ্ডিত বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। ইংরেজরা তাঁকে সম্মান দিয়ে কথা বলতো। তিনি বহু সময়ে ইংরেজি শিক্ষার সমলোচনা করেননি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি তর্পনের দিন। ভাবনার দিন যে দুশো বছর আগে জন্মগ্রহণ করে তিনি আজও কত প্রাসঙ্গিক ও প্রাতঃস্মরণীয়।এত সংগ্রামবহুল জীবন যাপন করে তিনি কিভাবে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। কারণ তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, Beyond the welfare of others– there is no other righteous work and religion. " " Before one's own interest– seeing the interest of society and country is the religion of a true citizen with a conscience. এগুলি তাঁর নিজেরই উক্তি এবং সেগুলি তিনি নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন নিরলস ভাবে। বিদ্যাসাগরের চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে যতখানি মুগ্ধ করেছিল তেমন বাংলার অন্য কোনো বিশিষ্ট সন্তানকে করেনি। যেমন, সমসাময়িক দুই ব্যাক্তিত্ব সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে যথাযথভাবে বুঝতে পারেননি। দয়া, বিদ্যা ও কর্মশক্তি ছাড়াও বিদ্যাসাগর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ আরো দুটি গুণ দেখেছিলেন যা তাঁর বিবেচনায় আরও মহত্তর গুণ।তিনি বলেছিলেন, 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ, তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব। বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না। প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ - আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহুর্ত্তেই, সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। এই মনুষ্যত্ব তাঁকে দিয়েছিল। ঋষিদের মনীষা, ইংরেজদের মতো কর্মদক্ষতা এবং বাঙালি জননীর মতো হৃদয়বত্তা।

বিদ্যাসাগর উপাধি সেকালে অনেকেই লাভ করেছেন। কিন্তু বাঙালির কাছে বিদ্যাসাগর একজনই। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, শিশু শিক্ষা এবং সর্বসাধারণের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তিত এবং প্রচারে উদ্যমশীল। বাংলা গদ্যের জনক, যথার্থ শিল্পী। সমাজ-সংস্কারক এবং এবম্বিধ বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদী ও যোদ্ধা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর' এই কথাটি আমার নিকট একজন মানুষের নাম মাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় আলোকস্তম্ভস্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটিমাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর- এই কথাটির উচ্চারণেই পূণ্য। ইহা আমার উচ্ছ্বাসের কথা নয়, উপলব্ধির কথা। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, চরিত্র বিকশিত হইয়াছে। তিনিই দেশীয় পোশাকের গৌরব শিক্ষিত-সমাজে প্রথম বাড়াইয়াছিলেন, তিনি যদি ধুতি চাদর ও চটিজুতা পরিহিত হইয়া সর্বসমক্ষে যাতায়াত না করিতেন তাহা হইলে আমরা, অন্তত আমি, আজ দেশী পোশাকের প্রতি অনুরক্ত হইতাম কি না সন্দেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু অসাধারণত্বের মধ্যে এটি একটি।

ঈশ্বরচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষী। কিন্তু তিনি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর মিত্র যেমন অনেক ছিলেন, তেমন শত্রুও বিস্তর ছিলেন। তাঁর কৃতকর্মের জন্য মানুষের কেবল আশীর্বাদ ও পুজো পেয়ে এসেছেন এমন নয়, পেয়েছেন ধিক্কার, তিরস্কার, গঞ্জনা। এমনকি গায়ে হাততোলার এবং প্রাণনাশের উপক্রম কখনো কখনো হয়েছিল। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল না। বেদান্তকে বলতেন ভ্রান্তদর্শন। মায়াবাদ ছিল তাঁর কাছে অগ্রহণযোগ্য। চোখের সামনে অমানুষিক নির্মমতা, অবিচার, বিশেষত মহিলাদের প্রতি তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত ছিল দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঈশ্বর। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে কাশীতে পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন। পিতা ও মাতা ছিলেন তাঁর কাছে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণা। পিতা মাতার ছবি আঁকিয়েছিলেন হাডসন নামে একজন সাহেব শিল্পীকে দিয়ে জ্জ মা, ভগবতী দেবী দেহরক্ষার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে যাননি। কলকাতার কাশীপুরে গঙ্গার ঘাটে মাতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন। মৃত্যুকালে ভগবতীদেবী তাঁর ঈশ্বরকে (বিদ্যাসাগর) কাছে পেলেন না, বিদ্যাসাগর উপস্থিত থাকতে পারলেন না তাঁর ঈশ্বরের (ভগবতী দেবী) পাশে। মাতৃশ্রাদ্ধের পর বিদ্যাসাগর একবছর একবেলা নিরামিষ স্বপাক খেয়েছেন। জুতো, ছাতা, নরম বিছানা ব্যবহার করেননি। বিদ্যাসাগরের চিত্রপট দেখে একজন সাদাসিধে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনে হয়। কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। চেহারায় এবং পোশাকে বাঙালি হলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন ইউরোপীয় সাহেব ছিলেন। অন্যদিকে কি অসাধারণ ছিল তাঁর স্বাজাত্যভিমান ! বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দ যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন, সেটাই বোধহয় বিদ্যাসাগরের প্রকৃত চারিত্রিক মূল্যায়ন। অরবিন্দ বললেন,

Vidyasagar–scholar–sage and intellectual dictator– laboured hugely like the Titan he was– to create a new Bengali language and a new Bengali society." বিদ্যাসাগরের চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের সব কথা, সমস্ত ইতিহাস আমরা জেনে উঠতে পারিনি। তাঁর চরিত্রে উগ্র আত্মাভিমান ছিল,আর ছিল স্ববিরোধিতা ও বৈচিত্র্য জ্জ এই কারণে সমকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বাধিক বিতর্কিত ও সমালোচিত ব্যক্তি এবং উত্তরকালে প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান বা ঈশ্বর। অরবিন্দ যথার্থই বলেছেন, But Vidyasagar– though he had much in him of the scholar and critic– was nothing of an artist." বস্তুত উগ্র আত্মাভিমানী মানুষেরা কেজো হয় কিন্তু আর্টিস্ট হয় না।

স্ত্রী শিক্ষার জন্য তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বালক ও যুবকদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বহু স্কুল ও কলেজ। শিশুপাঠ্য বই রচনা করলেন। অসংখ্য অনুবাদ করলেন সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা থেকে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য এগিয়ে দিলেন সাহায্যের হাত জ্জমায়ের অনুরোধে বীরসিংহ গ্রামে স্থাপন করেছিলেন স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছাত্রাবাস জ্জ শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু, বিদ্যাসাগর নিজে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আন্দোলনকে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা সৎকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত এই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে আমরা বিদ্যাসাগরের সমগ্র মূর্তিটা দেখতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুনের আধাররূপে তিনি লোক সমক্ষে প্রতীয়মান হলেন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব নির্যাতন তাঁর কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করতো, তার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তিনি মেনে নিতে পারেনি।

প্রকৃত অর্থেই বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। আর এই কার্যে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তাঁর নিজের মধ্যে থেকেই। তাঁর অসাধারণ আধুনিকতা, তাঁর সহানুভূতি , তাঁর কারুণ্যই তাঁকে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল । তাই তিনি শুধু বিদ্যাসাগর নন, করুণাসাগরও বটে। সমাজসংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগর মূলত চারটি সমাজ কল্যানমুলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন জ্জ কৌলিণ্য প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার প্রয়াস, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, বহুবিবাহ প্রথার রদ এবং সর্বোপরি বিধবাদের পুনর্বিবাহ। কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। সরকার তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। বহুবিবাহ রদ করার আবেদনপত্রে একুশ হাজার মানুষ স্বাক্ষর করেছিলেন। প্যারীচরণ সরকার ত ছিলেন, এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট জনেরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সহমত পোষণ করে স্বাক্ষর করেছিলেন। এরইমধ্যে প্যারীচরণ সরকার সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। বিদ্যাসাগর গভীরভাবে সমর্থন করেছিলেন তাঁর এই উদ্যোগকে। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হলো বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতৎবিষয়ক প্রস্তাব ' ওই বছর অক্টোবরে প্রকাশিত হলো বিধবা-বিবাহ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক। দ্বিতীয় পুস্তকে পরাশর সংহিতা থেকে যুক্তি দিলেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত । শাস্ত্র উদ্ধার করে শোনালেন, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্ব বআপৎসু নারীণাং পোতিরন্যঃ বিধীয়তে" এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর সমস্ত যুক্তি- সিদ্ধান্তের শেষে আবেগ আকুল আবেদন রাখলেন মানুষের হৃদয়ের দ্বারে। বিধবাদের প্রতি সহমর্মিতা আবেগমণ্ডিত ভাষ্যে উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন, ' হা অবলাগন ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না' সমাজে সোরগোল পড়ে গেল। দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্তের মতো কবিরা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে বিদ্রুপপূর্ণ ছড়া লিখে ফেললেন। পণ্ডিত সমাজ তেতেপুড়ে উঠলো। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করতে হবে ! তাই ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সহ আবেদন করলেন সরকারের কাছে জ্জ আবেদনের তারিখ ছিল, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৫৫ জ্জ ১৮৫৬ এর ২৬ শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইনে পরিণত হল। আইনে পরিণত হওয়ার আগেই বাংলাদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে এই আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছাড়িয়ে পড়েছিল। এটা বিদ্যাসাগরের একটা বড় সাফল্য। এছাড়া, এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম বাংলায় নানা আলোচনা, সভা-সমিতি হতে লাগলো। রচিত হলো ব্যঙ্গ কবিতা, পালাগান। পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রচিত হল অসংখ্য গল্প, উপন্যাস। বাংলা গদ্যের জনকের তাতে খুশি হওয়ারই কথা।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব থেকে দুশো বছরের ব্যবধানে সংশয় জাগে বিদ্যাসাগর কি সত্যই আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন! তিনি কি সফল হয়েছিলেন তাঁর মিশনে ! বোধহয় হ্যাঁ - না দুটোই। তবু আমরা তাঁর স্মৃতিপথিক হতে পারছি, হয়ে পড়ছি স্মৃতিমেদুর সে তো দয়ারসাগরের অসীম কৃপা। ১৮৯১ সালের ২৯-শে জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয় বাদুড়বাগানে তাঁর বসতবাড়িতে দেহ ত্যাগ করলেন। তখন বাংলায় বর্ষাকাল। সেই বর্ষায় নিশ্চয় ধুয়ে গিয়েছিলো তাঁর সমস্ত শোক, ক্ষোভ, অপমান, ব্যর্থতা।

**(তথ্যসূত্র ঃ মানস চক্রবর্তী।)**

# মধ্যকলিকাতার বাসিন্দা অভিনেতা সুখেন দাস

**বিশেষ প্রতিবেদক**

স্বনামধন্য অভিনেতা সুখেন দাসকে শুভজন্মদিনে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সুখেন দাস যে-জীবন সিনেমার মতো। জন্ম ২৮ জুলাই ১৯৩৮। বউবাজারের বিখ্যাত গলি, 'শ্রীনাথ দাস লেন'। এই শ্রীনাথই হলেন অভিনেতা -পরিচালক -চিত্রনাট্যকার সুখেন দাসের পূর্বপুরুষ। পিতামহ। শ্রীনাথ ছিলেন উনিশ শতকের কলকাতার বিখ্যাত অভিজাতদের মধ্যে অন্যতম। অথচ এমন এক ঐতিহ্যবাহী বনেদি বাড়ির ছেলে হয়েও সুখেন দাসকে ছেলেবেলায় অনাথ আশ্রমে থাকতে হয়েছে, অন্নের আশায়, কাজের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়েছে। কেন? সে-কথাই বলব।

আসলে শ্রীনাথদের আদি বাড়ি ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহরে। সেখানে ধনী হিসেবে তাঁর পিতা রামলোচন দাসের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। রামলোচনই উনিশ শতকের প্রথমদিকের কোন এক সময় সেখান থেকে উঠে এসে কলকাতার বউবাজারে দুর্গা দালানসহ দারুণ অট্টালিকা নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করেন। হালের দশ নম্বর শ্রীনাথ দাস লেনে এখনও সেই দুর্গাদালানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং আজও ফি-বছর সেখানে বেশ ধুমধাম করে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

যাই হোক, শ্রীনাথ নিজে সেই সময় ওকালতিতে দারুণ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং কলকাতার বুকে সম্পত্তি বাড়িয়ে পিতার বনেদিয়ানা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্রদের বেলায় হল অন্যথা। তাঁদের মধ্যে দু'জন বাংলা নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, সর্বস্ব পণ করতেও তাঁদের বাধেনি। এঁদেরই মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত নাট্যকার -নাট্য পরিচালক-মঞ্চাধ্যক্ষ উপেন্দ্রনাথ দাস।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নামের ব্রিটিশবিরোধী নাটক লিখে বাংলা নাট্যজগতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক হিসেবে রাজরোষে কিছুদিনের জন্য কারাবরণ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারে মন দিয়ে বিদ্যাসাগরের আহবানে বিধবা বিবাহ করেছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল, সৃষ্টিশীল ও অকুতোভয়।

শ্রীনাথের আর এক পুত্র ফণীন্দ্রনাথ দাস। ইনিই হলেন সুখেন দাসের পিতা। নাট্য-উৎসাহী ফণীন্দ্রনাথ

যুক্ত হন নাট্য-প্রযোজনার সঙ্গে। একের পর এক লোকসানে তিনি এক সময় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। এবং দেনার দায়ে একই দিনে কলকাতার বুকে তাঁর অংশের ন'টি বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় রাতারাতি তাঁর মাথার ওপর থেকে ছাদটুক যেমন সরে যায়, পায়ের নীচের মাটিও তেমনি আর অবশিষ্ট থাকেনি। বিপর্যয়ের এই ধাক্কা ফণীন্দ্রনাথ সামলাতে পারেননি। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর স্ত্রীও শোক সামলাতে না-পেরে তাঁর মৃত্যুর খানিক পরেই মারা যান।

দুর্ঘটনাটা যে-সময়কালে ঘটে, সেই সময় সুখেন দাসেরা পাঁচ ভাইবোন বয়সে নেহাতই বালক-বালিকা। তবু তাঁরা শোকযাপনের অবসর টুকও পাননি। রাতারাতি অনাথ ও নিরাশ্রয় হয়ে স্বজনের সৌজন্যে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল এক অনাথ আশ্রমে।

কিন্তু আর-সকলে পারলেও অনাথ আশ্রমের চৌহদ্দি ডানপিঠে সুখেনকে ধরে রাখতে পারেনি। আসলে, নিজের প্রতি অগাধ আত্মবিশ্বাস, লড়ে বাঁচার সাহস আর বৃহতের টান ছিল সুখেনের অন্তরে। সেই টানেই লুকিয়ে একদিন সুযোগ বুঝে সুখেন পালিয়ে এলেন অনাথ আশ্রমের নজরদারি এড়িয়ে, বেড়া পেরিয়ে। মাথার ওপর থেকে পড়ে-পাওয়া ছাদ গেল, চারপাশের দেওয়ালও গেল হারিয়ে। রাস্তা হল আশ্রয়। অন্যের উদারতা আর ছোটখাটো পরিশ্রমের বিনিময় হল ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়। ধর্মতলার ফুটপাথে এভাবেই কেটে গেল কয়েকটা দিন। তারপর একদিন পাকেচক্রে আলাপ হল এক ডাক্তারের সঙ্গে। সুশ্রী গোলগাল চেহারার মায়াময় মুখের সুখেনকে দেখে তাঁর ভারি মায়া হল। কথা বলেও বেশ ভালো লাগল। একটা হিল্লে করে দেবার উদ্দেশ্যে সুখেনকে তিনি নিজের চেম্বারে নিয়ে এলেন। লাগিয়ে দিলেন ডিসপেনসারি পরিষ্কার থেকে শুরু করে ফাইফরমাশের কাজে। আহার-বিহারের আর অভাব রইল না। কাজেই ভালোমানুষ ডাক্তারবাবুটির এই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এসে সুখেনের দিনগুলো বেশ নির্বিঘ্নেই কাটতে লাগল।

তাই বলে ছটফটে স্বভাবের সুখেন কিন্তু নির্বিঘ্নে বসে রইলেন না। অবসরে পড়াশুনো করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন। আর হলে হলে সিনেমা দেখে অবসর বিনোদন করতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যেই অবশ্য সিনেমা আর অবসরের বিনোদন রইল না তাঁর কাছে। অভিনয়-নাটকের প্রতি বাবা-জ্যেঠার যে ভালোবাসা ছিল, তা তাঁর মধ্য থেকেও বিচ্ছুরিত হতে দেখা গেল উত্তরাধিকারসূত্রে। ভালোবাসা থেকেই ধীরে ধীরে সিনেমায় অভিনয়ের ঝোঁক তৈরি হল। শুরু করলেন, দেখা অভিনয়কে নকল করে পুনরাভিনয় করতে। দেখলেন, বাহ, এই তো বেশ ভালোই পারা যাচ্ছে! তাহলে! তাহলে আর কী, শুরু হল সুযোগ পাওয়ার আশায় স্টুডিওয় স্টুডিওয় ঘোরাঘুরি। কিন্তু ঘোরাঘুরিই সার। সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, স্টুডিওর ভেতর সহজে দারোয়ান ঢুকতেই দেয় না কিছুতে! ডানপিঠে সুখেনের এই বাধার পঞ্জিকা সহ্য হল না। একদিন গেটে বাধালেন দারুণ হট্টগোল। তাতে দারোয়ান আরও বেঁকে বসল। অমন বেপরোয়া ছেলেকে সেই-বা কেমন করে ঢুকতে দেয়! সুখেনও ছাড়বার পাত্র নন সহজে। ফলে হট্টগোল জমে উঠল।

জমাটি সেই হট্টগোলের মধ্যে বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী জে. ডি ইরানি স্টুডিওতে ঢুকছিলেন। সুখেনের জেদ আর তাঁর মায়াময় মুখ দেখে তিনিও বিগলিত হলেন। নিজের দায়িত্বে তাঁকে ফ্লোরে নিয়ে এলেন। তারপর কথায় কথায় যখন শুনলেন যে, সুখেন অভিনয় করতে চান; তখন কিছু একটা করে দেখাতে বললেন। আদেশ পেয়ে সুখেন তৎক্ষণাৎ ভারি সুন্দরভাবে নানান জনের অভিনয়ের নকল ও কেরিকেচার করে দেখাতে শুরু করলেন। তাতে উপস্থিত সকলেই বেশ মজা পেলেন। মুগ্ধ হলেন। ইরানিসাহেবের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে সুখেন তখনই কোন কাজের সুযোগ পেলেন না ঠিকই. (ক্রমশ)

# সম্পাদক সমীপেষু

## বাংলার গান 'কত দিন দেখিনি তোমায়'

'কতদিন দেখিনি তোমায়' সংগীতের কিংবদন্তী কমল দাশগুপ্তের জন্ম বার্ষিকীতে তাঁর সুরে জনপ্রিয় একটি গান। ইন্টার নেটে কমল দাশগুপ্তের তেমন ভালো কোনো ছবি পেলাম না। ১৯৬৫ সালের পরে তিনি কলকাতা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তাই হয়তো তার সে সময়ের ছবিগুলো হারিয়ে গেছে। কিন্তু এদেশে এসেও তিনি বেশ কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। সে সময়েরও তেমন কোনো ছবি না পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়েছি। এমন কি তার স্ত্রী সন্তানদের সাথেও কোনো ছবি খুঁজে পেলাম না। সংগীতের এমন এক কিংবদন্তির ছবি নেই - কিন্তু কত গুরুত্বহীন, আগাছার মতোই অপ্রয়োজনীয় মানুষের ছবিতে নেটজগত ভারী হয়ে আছে।

তাঁর সম্পর্কে জানার চেষ্টা শুরু করি। ১৯৪৬ সালে ৩৭ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত। সে সময় গাড়ি ছাড়া চলতেন না। তার ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেলে তিনি পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তারপর তিনি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে ফিরোজা বেগমকে বিয়ে করেন। হয়তো এই ধর্মান্তরের কারনে তিনি তাঁর পেশাগত জীবনে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেন নি। আমরা কাশেম মল্লিকের মতো গুণী শিল্পীর দুর্দশাময় জীবনের কথা জানি। যিনি তার পরিচয় গোপন করে 'কে. মল্লিক' নাম নিয়েও টিকে থাকতে পারেন নি।

কমল দাশগুপ্ত এদেশে চলে আসার পরে সংগীত জগতে তেমন কোনো কাজ পান নি। অবশেষে তিনি একটি মুদি দোকান খুলে 'মুদি দোকানদার' হয়ে যান।

এই পর্যন্ত জানার পর আমি বুঝতে পারি ; কেন কমল দাশগুপ্তের ছবি খুঁজে পাই না। একজন মুদি দোকানদারের ছবি কে তুলবে? কেউ এমন ফুরিয়ে যাওয়া একজন মানুষের সাথে কেন ছবি তুলবে? কমল দাশগুপ্ত প্রায় চারশ নজরুলসঙ্গীতে সুরারোপ করেন। তাঁর সুরারোপিত গানের সংখ্যা আট হাজারেরও বেশি। বাংলা ও হিন্দিসহ তিনি প্রায় ৮০টি ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বরলিপির শর্টহ্যান্ড পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এবং আকারমাত্রিক পদ্ধতি ও স্টাফ নোটেশন পদ্ধতির স্বরলিপির প্রচলন করেন।

কমল দাশগুপ্ত গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে গ্রামোফোন ডিস্কে তাঁর সুরে গাওয়া বহু গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এসব গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য; 'আমি ভোরের যূথিকা', 'সাঁঝের তারকা আমি', 'শতেক বরষ পরে', 'এমনি বরষা ছিল সেদিন', 'মেনেছি গো হার মেনেছি', 'কতদিন দেখিনি তোমায়', 'আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়', 'তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন', 'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে', 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়', 'আমার দেশে ফুরিয়ে গেছে ফাগুন', 'পৃথিবী আমারে চায়', 'যেথা গান থেমে যায়', 'মোর হাতে ছিল বাঁশি', 'তোমার জীবন হতে', 'ঘুমের ছায়া চাঁদের দেশে', 'এই কি গো শেষ দান', 'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে', 'দুটি পাখি দুটি নীড়ে', 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়', 'আমার যাবার সময় হলো', 'তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের 'পরে', 'ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে', 'আমি বনফুল গো' ইত্যাদি।

২৮ জুলাই সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী কমল দাশগুপ্তের জন্ম বার্ষিকী (জন্ম ২৮ জুলাই, ১৯১২ ; মৃত্যু ২০ জুলাই, ১৯৭৪)। 'কতদিন দেখিনি তোমায় 'কণ্ঠ মান্না দে। কথা প্রণব রায়। সুর কমল দাশগুপ্ত। বাংলার বহু গান আজও ভারতের সঙ্গীত জগতে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে তা জানি না।

# সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে, লক্ষণ দেখেই আলাদা পরীক্ষা ব্যবস্থা রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩০ জুলাই ঃ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে, লক্ষণ দেখেই আলাদা পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আগে সমস্ত ধরণের রোগীদের এক্সরে, ইসিজি টিকিটের মাধ্যমে পরীক্ষা হতো। চিরদিন সর্বত্র তাই হয়। কিছু দুদিনের পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনার মাধ্যমে দিল্লির ফাইণ্ড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা সহমত হয়েছে কিভাবে বায়ুবাহিত রোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মঙ্গলবার এই নিয়ে একটি বৈঠক হলো রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ করবী বড়াল, এম এস ভি পি পলাশ দাস, ফাইণ্ডের তরফে ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক অশ্বীনি খান্না, চেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান এবং মাইক্রোবায়োলজির প্রধানরাও ছিলেন। দিল্লির ফাইণ্ড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা মঙ্গলবারের বৈঠকে যে বিষয়টি তুলে ধরেন, তা হলো সংক্রামক রোগকে আটকানো। এম এস ভিপি পলাশ দাস বলেন, দুদিনের পর্যবেক্ষণের পর বৈঠকে যেটা উঠে আসে সেটি হলো কোনোভাবেই সংক্রামিত রোগীকে সকলের সাথে এক জায়গাই এবং একসাথে পরীক্ষা করা যাবে না। তার মধ্যে সংক্রামক কোনো লক্ষণ দেখলেই, সেই রোগীর দ্রুত ইসিজি সহ অন্যান্য পরীক্ষা আলাদা টিকিট করিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরফলে ভুটবি জাতীয় সংক্রমণজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ হবে। সেক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে সেই ব্যাপারে আলোচনা হয়। যেমন কোথায় কফ সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোথায় তার পরীক্ষা করা যেতে পারে। ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ভিড় হচ্ছে সেটা কী করে কমানো যায়। টিবি আক্রান্ত কোনো রোগীকে আলাদা করে টিকিট দিয়ে স্পিড আপ করা যায় কিনা। একটু দেখা আক্রান্ত রোগী যেন সংক্রমণ ঘটাতে না পারে। এক্ষরে, ইসিজি আলাদা করে করিয়ে দেওয়া।

## বিয়েতে রাজি না হওয়ায় অস্ত্রের কোপ যুবতীকে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত গোহগ্রামের বাসিন্দা যুবতী নাজমা খাতুনকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ফিরোজ খান নামে ওই যুবকের কোপ থেকে কোনরকম প্রাণে বাঁচলেও বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে নাজমা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় এলাকায়। সম্পূর্ণ ঘটনাটির তদন্ত করছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। উল্লেখ্য মঙ্গলকোট গোহগ্রামের বাসিন্দা নাজমা খাতুন সবে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেছে, তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় ওই গ্রামেরই এক মধ্য বয়স্ক যুবক ফিরোজ খান। কিন্তু ফিরোজের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় নাজমা। এরই মধ্যে নাজমার পরিবার পাশের গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে নাজমার কোর্ট ম্যারেজ করে দেন। আর এই খবর পেয়ে ফিরোজ খান ভোরে অস্ত্র নিয়ে নাজমার বাড়িতে ঢুকে ছুরির কোপ মারতে থাকে। মেয়েকে বাঁচাতে বাবা মা এলে তাদের উপরও চড়াও হয় ফিরোজ। গ্রাম সূত্রে জানা যায়, নাজমা কলেজে পড়াশুনার সময় থেকে নাকি ফিরোজ তাকে মনে মনে ভালোবাসতো। কিন্তু এব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন ছিল নাজমা। এই পাশাপাশি আরো জানা যায় নাজমা তার পরিবারের একমাত্র কন্যা এবং তাদের প্রচুর জমি জায়গা ও সম্পত্তি রয়েছে। কার্যত সেই লোভে নাজমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় ফিরোজ খান। কিন্তু মধ্য বয়স্ক হওয়ায় কোনো মতে মেনে নিতে পারেনি নাজমা। ফলে ফিরোজ খানের পরিবার নাজমার পরিবারকে হুমকি দেয় যে ফিরোজ খানের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে না হলে এর পরিণাম অন্যরকম হবে। মূলত নাজমার বিবাহের কথা ফিরোজ খানের কানে আসতেই হিংস্র ভাবে নাজমার উপর চড়াও হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

## সুফল বাংলা স্টলে বিক্রয় হচ্ছে আলু

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ জুলাই ঃ নদীয়ার জেলার শান্তিপুর ফুলিয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় প্রথম ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বাজারের নিয়ন্ত্রণে ২৮ টাকা কেজি দরে সুফল বাংলা স্টল থেকে বিক্রয় হচ্ছে আলু। খুশি আমজনতা। এবারে বাজারের নিয়ন্ত্রণে এবার উদ্যোগী নদীয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া ব্লক প্রশাসন। কিছুদিন আগে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির ধর্মঘটের ফলে বাজারে আলুর দাম ছিল আকাশছোঁয়া, তখন নদীয়ার শান্তিপুরের একাধিক বাজারে বাজারের নিয়ন্ত্রণে পথে নেমেছিলেন নদীয়ার শান্তিপুরের বিডিও সন্দীপ ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ পুলিশ প্রশাসন এবং এবার আলুর দাম বেশি থাকায় বাজারের নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীয়ার শান্তিপুর বিডিওর উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের সহায়তায় ফুলিয়া বিডিও অফিসে করা হল সুফল বাংলা স্টল, মাত্র ২৮ টাকা প্রতি কেজি তে আলু পাবে এখানে। আর তাতেই এবার রীতিমতো এদিন সকাল থেকে লাইন দিয়ে আলু কিনতে উদ্যোগী হয়েছেন শান্তিপুর ব্লকের একাধিক সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আমজনতা।

---

**Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/PARA/UJGP/ (15 th fc)/NIT(e):04/2024-25 Dated 30/07/2024**

Documents Download/Sell Start date(online): 30/07/2024 at 6.00 PM. Bid Submission Closing Date(online):- 09/08/2024 at 4 PM. Bid Opening Date(online):- 13/08/2024 12.00 Noon. For details please visit office of the undersigned.

**Sd/- Pradhan**
**UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT**

---

**Office of The SONAGARA GRAM PANCHAYAT (under Raipur Panchayat Samity) At-Dhenga-Am, PO-Matgoda, Dist-Bankura**

Notice of E-Tender Application are invited from benefit contractors or suppliers vide NIT Bearing No.-004/15 th FC/SGP/2024-2025, 005/15 th FC/SGP/2024-2025, 006/15 th FC/SGP/2024-2025, 007/15 th FC/SGP/2024-2025 & 008/15 th FC/SGP/2024-2025 dated on 19/07/2024. The said tenders may be found at www.wbtenders.gov.in Date of published-22/07/2024 at 10.30 AM. Last date of tender-29/07/2024 at 01.30 PM. Opening date of tender 31/07/2024 at 02.00 PM. Nature of works: Tube well, submersible, water tank, Protection wall, bathing ghat, building, road side drain, C.C. road, P.C.C., Protection wall.

**Sd/- Pradhan**
**Sonagara Gram Panchayat**

---

**SEHARA GRAM PANCHAYAT (Raina-I Panchayat Samity) Purba Bardhamn, PIN: 713423**
**NOTICE INVITING e-TENDER No.02**

Electronic Tender are invited by the Prodhan, Sehara Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity for total 4(Four)Nos. different works. Last date of submission of Technical Bid(Online): 05/08/2024 at 15.00 Hrs. Bid Opening Date & Time(Online): 08/08/2024 at 16:00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Prodhan**
**Sehara Gram Panchayat**

---

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-৩১-২৪, তারিখ ২৯.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআর), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে এবং আর্থিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** দুই (০২) বছরের মেয়াদের জন্য এসি কোচে আরএমপিইউ (রুফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিট) (মেক - লয়েডস/সিডওয়াল/ইনটেক/অমিত/ দৌলতরাম/এসএসবি/লীল ইলেক্ট্রো.)-র বার্ষিক সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এসিএমসি)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭১,১২,১১৬.২২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov. in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-130/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

**E-Tender Notice**

e-Tenders are invited for CC roads, Drain, Toilets, Arsenic Free Plant, Building Repairing works and Protection Wall under 15th FC & 5th SFC in **N.I.e.T. No.-7,8 & 9**. Document and other details is available in the website tenders,gov.in. The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours** on **dated 13/08/2024 & 06/08/2024** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

**Sd/- Executive Officer**
**Hariharpara Panchayat Samiti**
**Hariharpara, Murshidabad**

---

**DAINHAT MUNICIPALITY**
**PO:- DAINHAT,**
**DIST:- PURBABURDWAN**

For Details of floated corrigendum against the work. **E-NIT 08 D.M/ENGG/2024-25 Date-15/07/2024 Corrigendum no. 200 Dm/Engg date-30/07/2024. E-NIT 09 D.M/ENGG/2024-25 Date-15/07/2024 Corrigendum no. 201 Dm/Engg date-30/07/2024**. For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 08 D.M/ENGG/2024-25(2nd Call) Date-30/07/2024.E-NIT 09 D.M/ENGG/2024-25(2nd Call)Date 30/07/2024**. For Details Visit : **http://dainhatmunicipality.org** & **wbtenders.gov.in**.Office ph no. 7478003845.

**Sd/- Chairman,**
**Dainhat Municipality**

---

**কাটিহার ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি**

নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ইএল/২৯/আরটিও৩-১০-২০২৩/জিইএম/কে/৫৫৭; তারিখ ঃ ২৬-০৭-২০২৪। বিড নম্বর ঃ** জিইএম/২০২৪/বি/৫১৬৬০০০; **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে ২ বছরের জন্য বিভিন্ন মেক এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ৪৯,৬০,৬৩৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৯৯,২২০/- টাকা; **বিডের শেষ তারিখ ঃ ১৫:০০** ঘণ্টায় এবং **বিড খোলা ১৯-০৮-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারে টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **http://www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে ১৯-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

**সিনিয়র ডিইই/জিইএন এবং সিএইচজি./কাটিহার**
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

---

**SEHARA GRAM PANCHAYAT (Raina-I Panchayat Samity) Purba Bardhamn, PIN: 713423**
**NOTICE INVITING e-TENDER No. 01**

Electronic Tender are invited by the Prodhan, Sehara Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity for total 10(Ten)Nos. different works. Last date of submission of Technical Bid(Online): 05/08/2024 at 15.00 Hrs. Bid Opening Date & Time(Online): 08/08/2024 at 16:00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Prodhan**
**Sehara Gram Panchayat**

---

**পূর্ব রেলওয়ে**

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ডিইএন/৩/হাওড়া ঃ ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৩৯_২০২৪-২৫, তারিখ ২৯.০৭.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনের মেন লাইন শাখায় এসিসিএল লাইনে আরওআর নং ৩ডি, সাহেবগঞ্জে ৫এফ এবং ১৯০এ-তে গার্ডারের শক্তি বৃদ্ধি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,০৪,৬১,৭৬২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৫২,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ১৪০_২০২৪-২৫জোন, তারিখ ২৯.০৭.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনস্থ এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে জোন নং ৩৫ (রোড জোন - এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫১,০০,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,০২,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** পি.ই. ৩০.০৬.২০২৫। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি তে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট –ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-190/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

**NIQ, Govt. of West Bengal**

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary IT works for inauguration of Bolpur Court by Hon'ble Chief Justice, High Court at Calcutta West Bengal on 9th Aug,2024. **SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-03 of 2024-25**. Last date of submission of Quotation: 08.08.2024 up to 11:30AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (**https:// www.pwdwb.in**)

**Sd/- EE**
**Bidhannagar IT Division, PWD**

---

**Corrigendum**

This is to inform you that the Bid Opening date(online) should be read as 05.08.2024(14.00 hrs.) instead of 05.08.2023 (14.00 hrs) of the e-tender notice of Mandaran Gram Panchayat which was published on 30.07.2024. All other details will remain unchanged.

---

**E-Tender Notice**

E-Tender for e-NITs NO. 02/2024-25 and 03/2024-25 vide memo no.1053/JGP and 1054/JGP Dated: 29 th July, 2024 respectively of the Pradhan, Jamalpur Gram Panchayat, Hili, Dakshin Dinajpur are invited from bonafied resourceful Contractors / Bidders by the undersigned. The last date of submission of tender is 05.08.2021 , 3.00 P.M. The details of NITs may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal www.wbtenders.gov.in & www.dinalpur.nic.in .

**Sd/-**
**Pradhan**
**Jamalpur GP, Hili, D/Dinajpur**

---

**Office of The**
**Choapara Gram Panchayat**
**(under Jalangi Development Block)**
**PO- Choapara, Dist.- Murshidabad**

E-tender is invited by the Pradhan, Choapara Gram Panchayat vide NIeT No.-004/CGP/15 th CFC/2024-2025 & 005/CGP/15 th CFC/2024-2025. Start date of submission tender from 30/07/2024 (18.00 Hrs.). Last date of submission 09/08/2024 at 11.00 Hrs. Date of Bid Opening 12/08/2024 at 11.30 Hrs. For more information please visit: wbtenders.gov.in

**Sd/- Prodhan**
**Choapara Gram Panchayat**

---

**E-TENDER INVITING NOTICE**
**Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-07/2024-25**
**(Memo No: 1730 /Dev. , Dated: 30/07/2024)**

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for inplementation of Five (05) nos. work in diferent above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov. in & and Office Notice Board. Your co-operation is highly appreciated. https:/letender. wb.nic. in.

**Executive Officer**
**Bally Jagacha Panchayat Samity**

---

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এনআইটি/০২/২৪/৪০, তারিখ ২৯.০৭.২০২৪।** প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। যথাক্রমে **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ১১২৪১০০৬;** অ্যান্টি রোল বার ব্র্যাকেট; ৬৭,৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৩.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ০৫২৪১২৪৬বি;** সাধারণ এবং ডব্লুএপি-৭ এবং ডব্লুএজি-৯ (৩ ফেজ) লোকোতে ব্যবহারের জন্য বল বিয়ারিং ৬৩১২ সি৩; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩) ১০২৪২১৫৭এ;** অয়েল কুলিং ইউনিট ইত্যাদির জন্য ব্লোয়ার মোটর ৩০ কেডব্লু; ৬৯,৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪) ০৫২৪১২৮৩;** ডব্লুএজি ৯/ডব্লুএপি ৭ লোকোমোটিভের ট্র্যাকশন মোটর বিয়ারিং ও সাসপেনশন টিউব বিয়ারিং-এর জন্য সার্ভোপ্লাস এসএইচসি-১২০ (আইওসিএল) গ্রিস সরবরাহ; ২,১৮,৯৫০ টাকা। **(৫) ০৫২৪২০৫১এ;** এমইডিএইচএ মেক ৩ফেজ ট্র্যাকশন মোটর ইত্যাদির ড্রাইভিং এন্ড-এর জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং (ইলেক্ট্রিক্যালি ইনস্যুলেটেড); ৬৯,৩০০ টাকা। **(৬) ১১২৪১৫১১;** স্টেনলেস স্টীলের সেট; ০। **(৭) ২০২৪১০২২এ;** মেমু টিআর.কোচের বোলস্টার হেলিক্যাল স্প্রিং (আউটার); ১,২৬,৯৪০ টাকা। **(৮) ২২২৪৫৫৪৪;** ট্যাব. বারিসিটিনিব ৪এমজি; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৯) ০১২৪১৪৬২;** ডেকরেটিভ থার্মোসেটিং সিনথেটিক রেজিন বন্ডেড ল্যামিনেটেড শিট ইত্যাদির সংগ্রহ; ৫৫,১৫০ টাকা। **(১০) ০৫২৪৫০৪৪;** স্ক্রিন ফ্লোর, প্লাসের পার্ট নং ৬৪.০৯.৫০০০.১০৩ ইত্যাদি; ০। **(১১) ০৭২৪১১৫০;**ক্লাস এম২, ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েলডিং ইলেকট্রোড সংগ্রহ, কোটিং-এর ধরনঃ- মাপকাঠি নং আইআরএসঃ এম-২৮/২০২০ অনুযায়ী হেভি, কোড আইএসঃ ৫২০৬/২০১৩ অনুযায়ী এবং এসটিআরঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু ০১ রেভ-০৩, মাপঃ ৪এমএম x ৩৫০এমএম; ৫,২২,৮১০ টাকা। **(১২) ০৮২৩১৬৭১এ;** কেবল বাণ্ডিং টাই-এর সেট ইত্যাদি সংগ্রহ; ৮৫,৮৪০ টাকা। **(১৩) ০৮২৪১০৬৩;** ভি-ডিপ গ্রুভ অল্টারনেটর পুলি ইত্যাদি সংগ্রহ; ০। **(১৪) ০৮২৪১১৪৫;** মেজারিং ও মনিটরিং রিলে ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,৭০,৯১০ টাকা। **(১৫) ০৮২৪১৫১২;** এসি ও নন-এসি কোচ ইত্যাদির অ্যাক্সল পুলির ফাসনার অ্যাসেম্বলি সংগ্রহ;৭১,৯৯০ টাকা। **(১৬) ০৮২৪১৫৪২;** পিভিসি ইনস্যুলেটেড সিঙ্গল কোর মাল্টি স্ট্র্যান্ডেড আন শিথড কপার কেবল, মাপঃ ৬ স্কো.এমএম ইত্যাদি সংগ্রহ;০। **(১৭) ১০২৩১৮৬৭;** হিতাচি টিআর-মোটরে ব্যবহৃত ইনস্যুলেটিং রড; ৫১,৬৯০ টাকা। **(১৮) ১০২৪৫০১১;** বগি ফ্রেম কমপ্লিট ইত্যাদি; ৬৮,২৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২০.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৯) ০৮২৪১৬৭৯;** ইনবিল্ড ড্রাইভ ইত্যাদি সহ ৯ওয়াট এলিডি টিউব লাইট সংগ্রহ; ৭২,১৫০ টাকা। **(২০) ১০২৪৫০১৮;** জলবিহীন শৌচালয় ব্যবস্থার সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ; ৭,৩৬,৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২১) ০১২৪১৪৩৩এ;** ডেন্সিফায়েড থার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদি সংগ্রহ; ৬৭,৭৮০ টাকা। **(২২) ১৯২৪৫০২১;** গভর্নর অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,১৮,৪৫০ টাকা। **(২৩) ২২২৪১০৪১;** পাইপারাসিলিন ৪জিএম + তাজোব্যাকটাম ৫০০ এমজি ইঞ্জেকশান; ৯৪,৫৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৪) ২১২৪১০৬৮;** ওয়ার্ম হুইল (বি.জি.) ইত্যাদি; ০। **(২৫) ২১২৪১১৩৯;** ওয়াশার ইত্যাদি সহ পিন ফ্ল্যাট হেড কমপ্লিট; ০। **(২৬) ২১২৪১২৬১;** ক্যাসনাব বগি ইত্যাদির জন্য ব্রেক ওয়্যার প্লেট; ০। **(২৭) ২২২৪১২৩০;** ইঞ্জিকশান সিফ্টাজিডিমে ২জিএম + অ্যাভিব্যাক্টাম ০.৫ জিএম; ৮৪,৯৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৮) ২১২৪১০০৬বি;** ক্যাসনাব ২২এইচ.এস বগি ইত্যাদির জন্য স্নাবার স্প্রিং; ৮৩,২৪০ টাকা। **(২৯) ২১২৪১১১৯;** কুইক রিলিজ ভালভ ইত্যাদির জন্য কিট; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩০) ০৮২৪১০৫৭;** ৪.৫ কেডব্লু ব্রাশলেস অল্টারনেটর ইত্যাদির জন্য ভি-ডিপ গ্রুভ অ্যাক্সল পুলি সংগ্রহ; ৫৯,৯৪০ টাকা। **(৩১) ২০২৪২১৫৭;** ইএমইউ ট্রেলার কোচের জন্য লোয়ার রাবার ওয়াশার; ১,১২,৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৭.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩২) ২০২৪২১৫৬এ;** নন অ্যাসবেসটাসভিত্তিক 'কে' টাইপ কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক;১৩,৮৩,৬৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৩) ০৫২৪১২৬৭;** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটর ইত্যাদির জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং এনইউ-৩৩০ সংগ্রহ; ২,২৮,৫৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৪) ০৮২৪১০৫৮;** ৪.৫ কেডব্লু ব্রাশলেস ইত্যাদির জন্য 'ভি'-ডিপ গ্রুভ অল্টারনেটর পুলি; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.০৯.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৫) ১০২৪১৯২৬এ;** অয়েল কুলিং ইউনিট; ১,১৬,৪৭০ টাকা। **(৩৬) ২১২৪১০২৩;** ক্যাসনাব ২২ ডব্লু বগি ইত্যাদির জন্য কাস্ট স্টীল বোলস্টারের বোলস্টার লাইনার;২,৬৫,৮৩০ টাকা। **(৩৭) ২১২৪১০৫৮;** ক্যাসনাব ২২এইচএস বগি ইত্যাদির জন্য ইনার স্প্রিং; ২,৩০,৫০০ টাকা। **(৩৮) ২১২৪১৩৪৩;** আর-চার্জার কমপ্লিট মডিফায়েড ইত্যাদি; ৭১,৭২০ টাকা। **(৩৯) ২১২৪১৩৮৫;** নাকল পিভট পিন ইত্যাদি; ২,৮৭,৯৪০ টাকা। **(৪০) ২১২৪১৩৮৯;** ইওক পিন ইত্যাদি; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৯.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪১) ০৫২৪১০২৮;** ৩ফেজ ডব্লুএজি-৯/ডব্লুএপি-৭ লোকো অ্যাক্সল বক্স বিয়ারিং গ্রিস জিএডিইউএস-এর জন্য এস৫ ভি ৪২ পি ২.৫ (প্যাক মাপ ১৮ কেজি) সরবরাহ; ১,৭৮,৯৫০ টাকা। **(৪২) ০৮২৪১০৭৯;** সাধারণ কোচ ইত্যাদির জন্য ব্যাটারি বক্স সংগ্রহ; ২,১৭,৭৬০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** নেই (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-27/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

---

NIT NO.: MGP/122/E-Tender/NIT 01/2024-25 Dated-30/07/2024 E-Tender ID- 2024_ZPHD_724869_1 ELECTRIFICATION OF GRAM PANCHAYAT GUEST HOUSE UNDER MOUSHUNI GP (ID-67021449)FUND 15 th FC UNTIED 2023-24. E-Tender ID-2024_ZPHD_724869_2 (SINKING OF NEW TUBEWELL AT THE HOUSE OF HEMANTA MONDAL AT SANSAD VII, UNDER MOUSHUNI GP (ID-106642601) FUND 15 th FC TIED 2023-24. Last date of online bid submission is 12-08-2024. Details on www.wbtenders.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Moushuni Gram Panchayat**
**Namkhana, South 24 Parganas**

---

**Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA**

Tender is invited by the undersigned for the following works under NITs & NIeT given below.

| NIT/NIeT No. | Nature of Work | Date of publish | No. of works | Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender | Opening of Technical Bid/Sealed Tender |
|---|---|---|---|---|---|
| NIeT-06/CFC-BG/2024-25(3rd Call) | Concrete Road and Drain | 29/07/2024 | 3 | 05-08-2024 up to 5:30 P.M. | 07-08-2024 |
| NIeT-08/CFC-BG/2024-25(2nd Call) | Concrete Drain | 29/07/2024 | 2 | 05-08-2024 up to 5:30 P.M. | 07-08-2024 |
| NIeT-12/CFC-BG/2024-25(2nd Call) | Concrete Drain | 29/07/2024 | 2 | 05-08-2024 up to 5:30 P.M. | 07-08-2024 |
| NIT-11/CFC-BG/2024-25(2nd Call) | Concrete Road | 26/07/2024 | 1 | 07-08-2024 up to 5:00 P.M. | 08-08-2024 |
| NIT-02/CFC-BG/2024-25(3rdCall) | Construction of Toilet | 26/07/2024 | 1 | 07-08-2024 up to 5:00 P.M. | 08-08-2024 |
| NIT-14/SBM(G)/2024-25 | Community Leach Pit | 26/07/2024 | 10 | 07-08-2024 up to 5:00 P.M. | 08-08-2024 |

For details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- **Pradhan**
**Onda 1 G.P**

---

**Office of the Prodhan**
**GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT**
**Panchla, Howrah**
**NOTICE INVITING TENDER No. (1) GGP/115/2024**

Scheme wise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned for total 9(Nine) Nos. Similar works from reputed, bonafied & resourceful contractors. Submission of Bid through online will be started from 31/07/2024 up to 5 p.m. on 14/08/2024. The tender will be opened on 16/08/2024 after 3 PM. For details, please visit office of the undersigned on any working days.

**Sd/- Prodhan**
**Gangadharpur Gram Panchayat**

---

**গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড**
**CIN: L51109WB1982PLC035565**
**নিবন্ধিত অফিসঃ ৬২এ, ডাঃ মেঘনাথ সাহা সরণী,**
**রুম নং-২, ২য় তলা, সাউথর্দান এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, ভারত**
**ই-মেইলঃ** info@goldencrest.in, **ওয়েবসাইটঃ** www.goldencrest.in

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

| ক্রম নং. | বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ (অনিরীক্ষিত) | পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত) | সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মোট কারবার থেকে আয় | ৯.৮৯৬ | ১০.১৪৯ | ৯.৭৯২ | ২৬.৭৫৬ |
| ২. | নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম) | ৩.১৩৪ | ৬.৯১১ | ১.২১৭ | ৮.৯২৫ |
| ৩. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে) | ৩.১৩৪ | ৬.৯১১ | ১.২১৭ | ৬.৫৬৫ |
| ৪. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে) | ৩.১৩৪ | ৬.৯১১ | ১.২১৭ | ৬.৫৬৫ |
| ৫. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | ৩.১৩৪ | ৬.৯১১ | ১.২১৭ | ৬.৫৬৫ |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৫২৪.৫০০ | ৫২৪.৫০০ | ৫২৪.৫০০ | ৫২৪.৫০০ |
| ৭. | সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত) | - | - | - | ৫৪০.৫২৮ |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র | ০.০৬০ | ০.১৩২ | ০.০২৩ | ০.১২৫ |

মন্তব্যঃ

১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.goldencrest.in।

২) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
যোগেশ লামা
এমডি ও সিইও
DIN No.:07799934

**তারিখঃ ৩০ জুলাই, ২০২৪**
**স্থানঃ কলকাতা**

---

**KILBURN ENGINEERING LTD.**
**CIN : L24232WB1987PLC042956**
**Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700001**
**Tel. No. 033-22313337 / 22313450, Fax No. 033- 033-22314768**
**E-Mail: cs@kilburnengg.com; Website: www.kilburnengg.com**

**পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি**

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি ১২ জুলাই, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে উল্লিখিত নীচে উল্লিখিত আইটেমগুলির জন্য সদস্যদের অনুমোদনের জন্য পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ পাঠিয়েছে। সাধারণ সার্কুলার নং ৯২০২৩ এর সাথে সম্মতিতে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('MCA') দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির ধারাবাহিকতায় এই বিষয়ে আগে জারি করা সার্কুলারগুলি (MCA সার্কুলারস), কোম্পানিগুলিকে ফিজিক্যাল পোস্টাল ব্যালট ছাড়াই সদস্যদের অনুমোদন নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক ভোটিং।

২. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ, সেখানে লেনদেনের ব্যবসা নির্ধারণ করে, সদস্যদের তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

৩. নোটিশ আরও দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, কোম্পানি ২৬-০৭-২০২৪-এর কাট- অফ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ারধারী সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে ব্যবসার ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে।

| ক্রম নং. | বিবরণ | রেজোলিউশনের ধরন |
|---|---|---|
| ক. | শ্রী অমিতাভ রায় চৌধুরীর পুনঃনিযুক্তি (DIN: 08501895, পাঁচ বছরের দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে | বিশেষ |
| খ. | মিঃ কালাথিল বিজয়শঙ্কর কার্থার নিয়োগ (DIN: 00176616, কোম্পানির অ-নির্বাহী, অ-স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে | সাধারণ |

৪. কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ২০-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

I) নোটিশ পাঠানোর সমাপ্তির তারিখঃ ৩০.০৭.২০২৪

II) ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ ৩১.০৭.২০২৪ সকাল ৯.০০ এ

III) ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯.০৮.২০২৪ বিকাল ৫.০০ মিনিটে। উপরে উল্লিখিত শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে ভোট দেওয়া যাবে না। যোগ করুনঃ ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ৩০-০৮-২০২৪ তারিখে ঘোষণা করা হবে।

IV) কোম্পানি এবং সংস্থার ওয়েবসাইটের ঠিকানা যেখানে সভার বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শিত হয়ঃ
কোম্পানি www.kilburneng.com CDSL: www.cdslindia.com

V) ভিডিও কনফারেন্সিং চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং বা অসুবিধাগুলির সাথে সম্পর্কিত অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণঃ

| নাম | ই-মেইল ঠিকানা | ফোন নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | CDSLhelpdesk.evoting@cdslindia.com | (০৩৩) ৩২৯৭ ৪৮৮০ / ১৮০০২২৫৫৩৩ |

**বোর্ডের আদেশে,**
**অ্যালবাম ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড**
**অরবিন্দ বাজোরিয়া**
**কোম্পানি সচিব**

**স্থানঃ ভিওয়ান্ডি**
**তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৪**

---

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for the following works :-

**1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/65/24-25 (2nd Call)**
Name of work : **Repairing round the clock at the main throughfare from Tollygunge to Garia under Br-X.** Estimated Amount : **Rs.1,81,036.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

**2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/64/24-25**
Name of work : **Supply & delivery of Led fittings at Lake Gardens, Rahm Oestagar in Ward No.93, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.3,95,442.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **20 days.** Last Date and time of Completion of Bid : **08.08.2024 upto 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The Bid form and other details are available on and from **31.07.2024 from 2 p.m. (for Sl.No.1) and 29.07.2024 from 2 p.m. (for Sl.No.2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

**The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

**1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/143**
Name of work : **Replacement of damaged poles and other electrical accessories at S.P. Sarani & Camac Street in Ward No.63 Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.2,90,274.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

**2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/144**
Name of work : **Improvement of light at J.L. Nehru Road from Exide More to Birla Planetrarium in Ward No.63, Br.-VII.** Estimated Amount : **Rs.4,47,337.52.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.1 & 2).**

**3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/150**
Name of work : **Annual maintenance of A.C. Machine at different Health Centre etc. under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.1,69,053.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.08.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **13.08.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).**

**4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/147**
Name of work : **Annual maintenance contract for Fire Fighting System at UCHC-79, 96/2 Karl Marx Sarani, Kolkata-700 023.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs.6,500.00.**

**5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/148**
Name of work : **Annual maintenance contract for Fire Fighting System at Mayor's Health Clinic in Wd-82.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **365 Days (for Sl.No. 4 & 5).** Last Date and time of Completion of Bid : **08.08.2024 upto 2 p.m. (for Sl.No. 4 & 5).** Tender (Technical) Opening Date : **08.08.2024 at 4 p.m. (for Sl.No. 4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3) and 30.07.2024 from 2 p.m. (for Sl.No.4 & 5)** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 5).** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (**for Sl.No. 4 & 5).**

**The Ex.Engineer (Electrical)/Ltg./Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :-

**NIT No. : KMC/LTG/25/WD23/IV/ZII/24-25**
Name of work : **Repairing of lighting system at different bustee and its surrounding areas within Wd-23, Br.-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,49,716.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **20 days.** Last date and time of Submission of Bid (online) : **10.08.2024 upto 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **31.07.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer (E)/LTG/Z-I, KMC** invites e-tender online percentage Bid system for the following works :-

**1. NIT No. : LTG/13/333/BR-III/Z-1/24-25**
Name of work : **Operation & maintenance of electrical installation in all Community Hall's under Br-III, KMC.** Estimated Amount : **Rs.3,46,420.41.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **365 days.**

**2. NIT No. : LTG/62/WD-13/BR-III/Z-I/24-25**
Name of work : **Supply and delivery of Led street light fittings at Das Para Lane & different places in Ward No.13 under Br.-III.** Estimated Amount : **Rs.4,98,179.34.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date & time of submission of Bid : **09.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1) and 13.08.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.2).** The bid forms and other details are available on & from **30.07.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1) and 30.07.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

**The Ex.Engineer (Electrical)/Lighting/Z-V/GRU, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

**1. NIT No. : KMC/LTG/CM/10/24-25/17**
Name of work : **Repairing and renovtion of street lighting arrangement at Kopi Bagan, Dewan Bagan, Simpukur Lane and others areas in Ward No.136.** Estimated Amount : **Rs.2,94,891.67.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

**2. NIT No. : KMC/LTG/CM/11/24-25/18**
Name of work : **Installation of new and refiling of existing fire extinguishers at Lalar Math KMC Market and Borough-XV Office Complex.** Estimated Amount : **Rs.1,98,688.21.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 days (for Sl.No.1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid : **13.08.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **03.08.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.1 & 2).**

**The Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

**1.NIT No. : KMC/XV/135/024/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)**
Name of work : **Improvement of surface drain and allied works at Paharpur Road bye lane N/H/NO. I-125/A, I-128, I-133 etc.in Ward No.135, Br.-XV, Slum area.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.4,12,558.61.** Earnest Money : **Rs.8,300.00.**

**2.NIT No. : KMC/XV/138/017/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)**
Name of work : **Repairing & maintenance of Cement Concrete & I.P. passage with allied works at Panchpara Lane Mashin Para, Amin Para Mitha Talab Lane N/H/ No.T378, Y-16, M etc. in Ward No.138, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,99,407.92.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days (for Sl.No.1 & 2).**

**3.NIT No. : KMC/XV/135/004/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)**
Name of work : **Improvement of passage and allied works at Tikiapara, Lidipara etc. N/H/No.P-92/B, P-228 etc. in Ward No.135, Br.-XV, Slum Area.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,48,977.09.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

**4.NIT No. : KMC/XV/139/013/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)**
Name of work : **Maintenance and repairing of C/C & I.P.S passages near H/No.Q-509 Molla Bagan, Q-603 Jakaria Molla Lane, Harijan Bustee, Narkuli Bagan etc. under slum area in Ward No.139, under Br-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,99,130.02.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **120 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) **02.08.2024 at 12 noon (for Sl.No. 1 to 4).** Documents download/sell start date (online) : **02.08.2024 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** Documents download/sell end date (online) : **12.08.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Bid submission start date (online) : **02.08.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Bid submission closing (online) : **12.08.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Bid opening date for Technical Proposals (online) : **14.08.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 4).**

**5. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XV/136/020/2024-2025/R**
Name of work : **Supplying & spreading of silver sand during different festival in Ward No.136, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.1,80,292.31.** Earnest Money : **Rs.3,700.00.** Period of Completion : **120 Days.**

**6. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XV/136/023/2024-2025/R**
Name of work : **Construction of passage with raising & allied works at Dewan Bagan Lane, N/H/NO. O-175/E, O-175/H etc. in Ward No.136, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,96,422.95.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**

**7. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XV/136/021/2024-2025/R**
Name of work : **Removal of Silt from surface drain, Manhole, Catch PIT & Deployment of Labour for Chocking S/W Line Works at Shimpukur Lane, Patharpota Lane, Dewan Bagan etc. in Ward No.136, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.2,51,493.99.** Earnest Money : **Rs.5,100.00.** Period of Completion : **60 Days.**

**8. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XV/133/020/2024-2025/R**
Name of work : **Improvement of surface drain with allied works at Ramnagar Lane near Premises No.J141/1/B, J135, J126, J112 etc. in Ward No.133, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.4,89,113.33.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.** Period of Completion : **75 Days.**

**9. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XV/135/028/2024-2025/R**
Name of work : **Supplying & spreading of silver sand at different location during festival under Ward No.135, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs.1,49,758.76.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **150 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.08.2024 at 11 a.m. (for Sl.No. 5 to 9).** Date of opening of tender : **14.08.2024 at 11 a.m. (for Sl.No. 5 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **02.08.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 5 to 9).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 9).**

**Corrigendum**

**(1) NIT NO. SWM-I/C-II/M/02/XIII/122/24-25 (2) NIT NO. SWM-I/C-II/M/05/XIII/120/24-25** published in this Newspaper on **22/08/2024 (Key No.259/24-25)** of **SWM-I Department.** BID Submission end date will be read as **06/08/2024 (1 p.m.)** instead of 29/07/2024 (1 p.m.) for Sl.No. 1 & 2.

**320/ 24-25**

## ভ্রমণ

# ২ হাজার ২০ মিটার ওপরের একটা গ্রাম

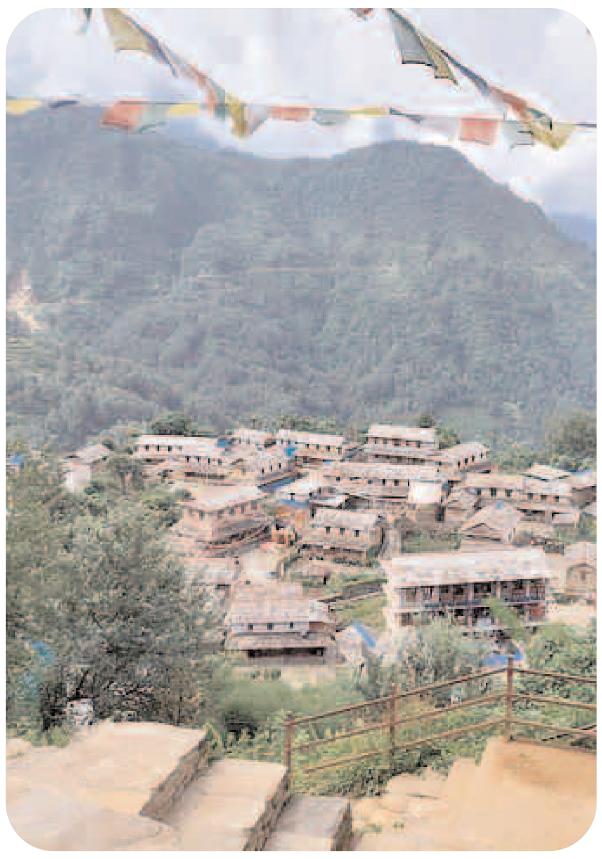

'আমরা আজ ২ হাজার ২০ মিটার ওপরের একটা গ্রামে যাব। পায়ে হেঁটে!' কুমার থাপার কথা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। আমি মোটামুটি অলস ও নন-অ্যাডভেঞ্চারাস প্রকৃতির পর্যটক। সমুদ্র দেখতে গিয়ে সাধারণত সমুদ্রে নামি না, ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ি আর সমুদ্রের এলোমেলো বাতাস উপভোগ করি। বেড়াতে গিয়ে রাফটিং, বাঞ্জি জাম্পিং বা প্যারাগ্লাইডিং জাতীয় কর্মকাণ্ডে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তেমনি পাহাড় দেখতে গিয়ে পাহাড়েই উঠতে হবে, এমনটাও কখনো ভাবিনি। মিন মিন করে বলতে চেষ্টা করলাম, 'মানে হাঁটা ছাড়া আর কোনো পথ নাই?' শুনলাম 'কম হাঁটা'র একটি বিকল্প পথ আছে। কিন্তু সে পথে উঠলে আবার বিকেল পাঁচটার মধ্যেই ফিরতে হবে, তাহলে গ্রামে সময় কাটানোর মতো সময় পাওয়া যাবে অল্প। তাই আমার ছেলেমেয়েরা সেই বিকল্প পথের আইডিয়া বাদ দিয়েছে! তারা 'বেশি ঘুরপথে'ই উঠতে চায়! পোখারা থেকে ঘোর-প্যাঁচ পাহাড়ি রাস্তা ধরে খাড়া ওপরে উঠছিল আমাদের জিপ। সেই রাস্তার এক ধারে ঘন সবুজ পাহাড়, অন্য ধারে হাজার হাজার ফুট নিচে ফেলে আসা মোহময় ফেওয়া হ্রদ। আমাদের ডান পাশ ঘেঁষে বয়ে চলেছে খরস্রোতা মাদি নদী। আরেকটু ওপরে উঠে বাঁয়ে পড়ল সুন্দর এক জলপ্রপাত। ওটা পেরিয়েই অন্নপূর্ণা রেঞ্জের প্রবেশপথ, পর্যটকদের এখানে পাসপোর্ট ও পারমিট দেখাতে হয়। এখানে চেকিং শেষে আরও খানিকটা পথ গেলে গাড়ি চলাচলের রাস্তা শেষ। একেই বলে 'রোড টু দ্য এন্ড'। এবার পা দুটোই ভরসা। যেখানে আমরা থেমেছি, সেখান থেকেই অন্নপূর্ণা বেজক্যাম্পের অভিযাত্রীরা যাত্রা শুরু করবেন ডান দিকের ট্র্যাক ধরে। আর ঘানদ্রুক গ্রামে যেতে উঠতে হবে সোজা পাহাড় বেয়ে ওপরে। কখনো কখনো অভিযাত্রীরাও গ্রামটা দেখে যান কৌতূহলের বশে। কুমার থাপা উৎসাহ দিল, 'আরে তুমি পারবে! এটা কোনো ব্যাপারই না। শুরু করলেই শেষ।' ঘণ্টি বাজিয়ে ঘোড়ার পাল পাশ কাটিয়ে গেল টগবগ করে গাড়ি নিচে রেখে অবশেষে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পাথুরে পাহাড়ি পথ। দুই ধারে ঘন সবুজ গাছপালা, নানা জাতের ফার্ন, মাঝেমধ্যে নাম না জানা পাহাড়ি অর্কিড আর নানা রঙের ফুল। ফুলের এত তীব্র রং আগে দেখিনি। পথ কোথাও উঠে গেছে খাড়া, কোথাও আবার কিছুটা সমতল। কখনো বড় কোনো গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে, পেছনের ব্যাগ থেকে জলের বোতল নিয়ে খাচ্ছি ঢকঢক করে। মৃদু হিমেল হাওয়া শরীরমন জুড়াচ্ছে। গত রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য চারদিকে এমন 'অসহ্য সবুজ'। সর সর করে দুলতে দুলতে যেন গান গাইছে পাহাড়ি ফার্ন। কান পাতলে অনেক নিচ থেকে ভেসে আসে মাদি নদীর কুল কুল ধ্বনি। চারপাশে বৃষ্টিভেজা সোঁদা গন্ধ। জীবনানন্দের কথায় বলতে গেলে, 'চারিদিকে বড়ো বড়ো আকাশ ও গাছের শরীরে, সময় এসেছে তার নীড়ে'। সত্যি, পাহাড়ের বুকে আকাশটাকে এত বড় দেখায় কেন? হঠাৎ কানে এল টুং টুং ঘন্টির শব্দ। কী ওটা? কুমার থাপা বলল, 'ঘোড়ার দল নিয়ে চলেছে কেউ। এখানকার কেউ কেউ ফলপাকুড়, বাঁধাকপি, গম বা ভুট্টা, দুধ বিক্রি করতে নিয়ে যায় নিচে লোকালয়ে, ঘোড়ার পিঠে বেঁধে।' ঘোড়াদের পথ ছেড়ে দিতে হলো। ঘণ্টি বাজিয়ে ঘোড়ার পাল পাশ কাটিয়ে গেল টগবগ করে। আরও বেশ খানিকটা যেতে পথে পড়ল বিশাল এক পামগাছ। থরে থরে ধরে আছে টসটসে লালচে প্লাম। দেখেই তৎপর কুমার থাপা আর আমাদের গাড়িচালক অনিল বিশ্বকর্মা। একটা লাঠি জোগাড় করে মহা উৎসাহে পাড়তে লাগল প্লাম, আর আমরা শিশুর মতো আনন্দে তা কুড়িয়ে বা ক্যাচ ধরে নিতে থাকলাম। মুখে দিতেই অবিস্মরণীয় স্বাদ। এতক্ষণ পাহাড় বেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, পায়ের পেশি টনটন করছিল, ঘামে ভিজে গেছে জামা। এখন পাহাড়ি সুস্বাদু প্লাম খেয়ে যেন নবশক্তি ফিরে পেলাম। আসলে এই ফলে আছে প্রচুর পটাশিয়াম আর জলীয় অংশ। রেডি গ্লুকোজও মিলল এ থেকে। ফলে নতুন উদ্যমে আবার হাঁটা শুরু করলাম চড়াই-উতরাই পেরিয়ে। কিন্তু পথ যে ফুরায় না। আর কত? শেষ পর্যন্ত পাহাড়ি পথের চূড়ায় গিয়ে দূরে দেখা মেলে ছোট ছোট পাথরের বাড়ি। ওই তো! পেয়ে গেছি ঘানদ্রুক গ্রাম। হাঁটতে হলো আরও বেশ খানিকটা পথ।

**গ্রামের নাম ঘানদ্রুক**

ঘানদ্রুক গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার ফুট ওপরে। হিমালয়ের কোলের ছোট্ট প্রাচীন গ্রামটি বিশ্বের অন্যতম এক উচ্চ জনবসতি। ৪০০ বছর ধরে গুরুং সম্প্রদায় এই গ্রামের অধিবাসী। গুরুংরা যোদ্ধা জাতি। অসম সাহস আর শৌর্যের জন্য সেনাবাহিনীতে তাদের কদর ভিন্ন। এই গ্রামেরও অনেকে আছেন সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। গ্রামে সারি সারি পাথর আর কাদামাটির তৈরি ধূসর বাড়ি। বাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পাথুরে গলি। কোথাও এক চিলতে জমিতে আলুর ফলন হয়েছে। ভুট্টা, বাঁধাকপিও। ভুট্টা জাঁতাকলে পিষে করা হয় ছাতু। আর বাঁধাকপি আলুর তরকারি। এই হলো খাবার। খেতের শর্ষে থেকে তৈরি হয় তেল। আর পাথর থেকে আসে হিমালয়ান রক সল্ট। ব্যস, আর কী লাগে? দিব্যি পেট চলে। শুনে অবাক হইপ্রোটিন? প্রোটিন খায় না বুঝি তারা? কুমার থাপা গোয়ালঘর দেখায়, ওই যে বড় বড় মহিষ। দুধ হয় প্রচুর। আর মহিষের দুধের ঘন দই। যা খায়, নিজেরাই ফলায় বা তৈরি করে। এত ওপর থেকে নিচে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করার সুযোগ নেই। টাকাও নেই। কী সহজ-সরল জীবন। আর এই খেয়ে এদের এত স্ট্যামিনা! যে পথ আমরা উঠে এলাম দুই ঘণ্টায়, তা নাকি এদের নিত্য ২৫ মিনিটের ওঠা-নামা!

## রেল দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন হুগলির দম্পতি

**দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ জুলাই ঃ** আবারও এক রেল দুর্ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল যাত্রীদের মধ্যে। ট্রেনের কামরায় তখন ঘুমিয়ে ছিলেন যাত্রীরা। আচমকা যেন একটা ঝটকা লাগে। কী হল, সেটা কেউ বুঝে উঠতে পারেননি প্রথমটায়। ট্রেন থেকে যাঁদের বের করা হয়েছে, তাঁদের চোখে-মুখে শুধু আতঙ্ক। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন হুগলির দম্পতি। মুম্বই যাচ্ছিলেন তাঁরা। সুস্থ অবস্থায় ফিরলেও ট্রেন ওঠার কথা শুনলেই ভয় পাচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ হালদার ও অঞ্জনা হালদার। হাওড়া-মুম্বই এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন হুগলির খামারগাছির ওই দম্পতি। তাঁদের বাড়ি হুগলির বলাগড়ের খামারগাছি মুক্তকেশী তলায়। অঞ্জনা হালদার চন্দননগর

কমিশনারেটে কর্মরত। তাঁর চিকিৎসার জন্যই মুম্বই যাচ্ছিল ওই দম্পতি। সকালে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন দম্পতির পরিবার। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর দাদা রামপ্রসাদ হালদার জানান, সকালেই ভাইয়ের ফোন আসে তাঁর কাছে। আতঙ্কে তখন খুব কান্নাকাটি করছেন অঞ্জনা। শ্যামাপ্রসাদ বাবু ফোনে জানান, তখন ভোর সাড়ে তিনটে। হঠাৎ ঝাঁকুনি আর প্রচণ্ড শব্দে ট্রেনের কামরা হেলে পড়ে। বি-২ কামরায় ছিলেন তাঁরা। পিছনের দিকের মোট ১৮টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। চক্রধরপুরের কাছে ওই লাইনের পাশে আরও একটি লাইন তৈরি হচ্ছে। সেই লাইনের নীচে গভীর খাদ ছিল। শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেন, 'হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে। ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখি ট্রেন হেলে গিয়েছে।

ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারত।' শ্যামা প্রসাদ জানান, মুম্বই এক্সপ্রেস বাঁদিকের লাইন দিয়ে যাচ্ছিল। ডানদিকের লাইনে ছিল একটি মালগাড়ি। সেই মালগাড়ির উপরে প্লাস্টিক ঢাকা ছিল। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

## এবং মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাই ঃ** আজ তিরিশে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বাস এবং মিনি বাস অ্যাসোসিয়েশনের এর পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় হাজরা মোড়ে। আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি মূলত দাবী হয় ১৫ বছরের অধিক বাস ও মিনিবাস বাতিল করা চলবে না । করোনা কাল চলাকালী বাস মিনিবাস ও বন্ধ থাকার কারণে দুবছর তাদের মেয়াদ নষ্ট হয়েছে। অত্যন্ত দুবছর সংলিস্ট গাড়িগুলির মেয়াদ বাড়ানো হোক । তাদের কাগজপত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর দপ্তরে বাস ও মিনিবাস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সারক লিপি দেওয়া হয়েছে।

## মইছাড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল সুন্দরবনে

**জয়নগর,৩০ জুলাইঃ** গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া মই ছাড়া (গরু দৌড়) প্রতিযোগিতা হয়ে গেল সুন্দরবনে। দুদিন ধরে চলা এই দৌড় প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার শেষ হয়। সুন্দরবনের ক্যানিং হেড়োভাঙা ও কুলতলির মেরীগঞ্জের সংযোগস্থলে স্থানীয় তরুণ সংঘের উদোগে দুদিনের এই মই ছাড়া প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০ টি গরু নিয়ে হাজির ছিলো প্রতিযোগীরা। গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে গেছে সব ধরনের খেলা।কম্পিউটার মোবাইল গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে বর্তমান যুব সমাজ। তাই তো আর মাঠমুখী হতে দেখা যায় না তাদের। আর সে দিক থেকে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ধরে রেখে এগিয়ে চলেছে তরুণ সংঘ।সংঘের এক সদস্য এদিন বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য চাষের জমিতে এই মই ছাড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে চাষের জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা। এবং এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া গরু গুলোর শারিরীক ব্যায়াম ও হয়ে যায় এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে।

## উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্ব আরোপ ৬৭৬৪ কেডব্লিউপি উৎপন্ন করে সাশ্রয় ৯৭.৯ লক্ষ টাকা

**মালিগাঁও, ৩০ জুলাই ঃ** ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য অর্জন করতে ভারতীয় রেলওয়ের নীতির সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। ফসিল ইন্ধনের উপর নির্ভরতা আরও কম করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য স্থাপনাগুলিতে রুফ-টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের দ্বারা আরও অধিক সবুজ শক্তি উৎপন্ন করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নবীকরণযোগ্য শক্তির মাধ্যমে শক্তির চাহিদা পূরণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে ১.৪৫ মিলিয়ন ইউনিট শক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে এবং এর ফলে সাশ্রয় হয়েছে ৯৭.৯ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা। নন-ট্র্যাকশন শক্তি ব্যবহারের জন্য, উন্নত পাওয়ার ফ্যাক্টর, সময়মতে টাকা পরিশোধ করা হলে রেহাই ইত্যাদির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৬৬.৭ লক্ষ (আনুমানিক) টাকাও সাশ্রয় করেছে। 'গো গ্রিন' অভিযানের অধীনে ২০২৪-এর

জুন পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশন ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংগে ইতিমধ্যে স্থাপন করা রুফ টপ প্যানেলের মাধ্যমে ৬৭৬৪ কিলো ওয়াট পিক (কেডব্লিউপি) উৎপন্ন করা হয়েছে। নিজেদের ব্যবহারের জন্য কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং ও তিনসুকিয়া ডিভিশন যথাক্রমে ৬১০ কেডব্লিউপি, ৩৮১ কেডব্লিউপি, ১০৬৬ কেডব্লিউপি, ১০২০ কেডব্লিউপি এবং ১৯০ কেডব্লিউপি সৌর শক্তি উৎপন্ন করছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় চত্বর এবং গুয়াহাটি সাব-ডিভিশনাল ইউনিট একত্রিতভাবে ১৪৯৭ কেডব্লিউপি উৎপন্ন ক্ষমতা স্থাপন করেছে। দুটি ওয়ার্কশপ যথাক্রমে নিউ বঙাইগাঁও ও ডিব্রুগড়েও ১০০০ কেডব্লিউপি করে ক্ষমতা স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অসম ও ত্রিপুরার অন্তর্গত ২৪টি স্টেশন এবং অন্যান্য ফিল্ড অফিস বিল্ডিংগে সোলার রুফ টপ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে, যা ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৬৪২ কেডব্লিউপি উৎপন্ন করেছে। লামডিং ডিভিশনের উদয়পুর এবং রঙিয়া ডিভিশনের বামুনিগাঁও, আজারা, গহপুর, বরপেটা রোড, দুধনৈ ও কৃষ্ণাই ইত্যাদির মতো প্রধান স্টেশনগুলিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ২১০০টি বিএলডিসি ফ্যান জোনের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাকশন মোটোরের পরিবর্তে ব্রাশলেস মোটোর ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিটি সিলিং ফ্যানে ৩২ ওয়াট করে সাশ্রয় করা হয়েছে। এর ফলে ৬৭২০০ ওয়াট এবং ৮০৬ ইউনিট (আনুমানিক) শক্তির ব্যবহার সাশ্রয় করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সমস্ত সম্ভাব্য স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিসঅফিস বিল্ডিং, আবাসিক বিল্ডিং ও এলসি গেটগুলিতে সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের শক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সৌর শক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যার ফলে স্টেশন ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংগুলির দৈনন্দিন শক্তির শক্তির চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। পরিবেশ অনুকূলের পাশাপাশি এর ফলে রেলওয়ের জন্য মূল্যবান খরচ ও দেশের জন্য বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় করতে সহায়ক হবে।

**বিজ্ঞপ্তি**

আমি শ্রী সীতা বিশ্বাস, স্বামী কমল কৃষ্ণ বিশ্বাস। গ্রাম হাজরা পোতা, পোস্ট কাস্টডাঙ্গা, থানা হরিণঘাটা, জেলা নদীয়া, বাসিন্দা, আমি বিগত ইংরেজি ০৬-১২-২০২৩ তারিখে ৫৮৯১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বাসুদেব বিশ্বাস পিতা মৃত নিমাই বিশ্বাস, গ্রাম - কামালপুর, পোস্ট ও থানা - চাকদহ এর জে এল - ১৫ নং কামালপুর মৌজায় ২৭৭৫ নং খতিয়ান হইতে এল আর জরিপে ৬৫ নং দাগে ৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা জমি যদি রেকর্ড হয় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

**Name Change**

I, (Old Name) ZAIBUN NESHA W/o- MD MARFAT ALAM, Residing at, Vill- Naimuddin tola Uttar palashgachhi, Post- Palashgachhi, Ps- Radhanagar, Dist- Sahebganj, Pin- 816108, Jharkhand. Do hearby declare that I have Changed my name from ZAIBUN NESHA To ZAIBUN NISA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ZAIBUN NISA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, ZAIBUN NISA and ZAIBUN NESHA both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) HAYDAR ALI S/o- RAKEBUDDIN MANDAL, Residing at, Vill- Joykrishnapur, Post- Joykrishnapur, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAYDAR ALI To HAYDAR MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAYDAR MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, HAYDAR MANDAL and HAYDAR ALI both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) SOHEL RANA S/o- KUDDUS SK, Residing at, Vill- Nowpara, Post- Kumarsanda, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SOHEL RANA To SOHELRANA SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SOHELRANA SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, SOHELRANA SK and SOHEL RANA both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) MOHAMMED AZIZUR RAHMAN S/o- LATE ABDUL JALIL SHAIKH, Residing at, Vill- Jalil Mahajanpara, Post- Jalalpur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED AZIZUR RAHMAN To MD AZIZUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD AZIZUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MD AZIZUR RAHAMAN and MOHAMMED AZIZUR RAHMAN both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) JOHIRUDDIN SK S/o- HABIB SK, Residing at, Vill- Tejpara, Post- Polsonda, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JOHIRUDDIN SK To JAHIRUDDIN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAHIRUDDIN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, JAHIRUDDIN SK and JOHIRUDDIN SK both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) SADDAM HOSAIN S/o- ASARUL SK, Residing at, Vill- Khosalpur, Post- Baruipara, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SADDAM HOSAIN To SADDAM HOSSAIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SADDAM HOSSAIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, SADDAM HOSSAIN and SADDAM HOSAIN both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) ASARUL HOQUE S/o- ABDUL JALIL SK, Residing at, Vill- Khosalpur, Post- Baruipara, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASARUL HOQUE To ASARUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASARUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, ASARUL SK and ASARUL HOQUE both are Same and one identical person.

**Name Change**

I , Azaharuddin Sk S/O- Yousuf Sk resident of Vill- Baghadanga, P.O.- Bitra, P.S.- kalna, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713422, have changed my name and shall henceforth be known as 'AZAHARUDDIN SEKH' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 30/07/2024. That Azaharuddin SK and Azaharuddin Sekh both are same and one identical person.

**Name Change**

I MOHAMMAD JALALUDDIN AHAMED, S/O FAZLOR RAHAMAN, R/O GAZI PARA, LAUHATI, RATION SHOP, PO-LAUHATI, NORTH 24 PARGANAS, 700135,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD JALAL UDDIN AHMED,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024,THAT MOHAMMAD JALALUDDIN AHAMED AND MD JALAL UDDIN AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SHAKILA BIBI, W/O MD JALAL UDDIN AHMED,R/O GAZI PARA, LAUHATI, RATION SHOP, PO-LAUHATI, NORTH 24 PARGANAS, 700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKILA BIBIED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT SHAKILA BIBI AND SAKILA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, MD ANJARUL HAQUE, SON OF MD ANWAR UL HAQUE, RESIDING AT 22,TIRETTA BAZAR STREET,PO-CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA - 700073, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SHAHID ANWER,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024. THAT MD ANJARUL HAQUE AND MD SHAHID ANWER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Subhash Biswas (old name) son of Late Satish Chandra Biswas residing at Ramnangar Road, Angrail, PS- Gaighata, Bongaon, Pin:743235, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Subhas Chandra Biswas (new name) as declared before the Notary Public at City Civil Court Kolkata on 24/07/2024. Subhash Biswas (old name) and Subhas Chandra Biswas (new name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) MD MANFAT ALAM S/o- MD NAZRUL ISLAM, Residing at, Vill- Uttar palashgachhi, Post- Palashgachhi, Ps- Radhanagar, Dist- Sahebganj, Pin- 816108, Jharkhand. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MANFAT ALAM To MD MARFAT ALAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD MARFAT ALAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MD MARFAT ALAM and MD MANFAT ALAM both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) JOINAL SEKH S/o- JOMRUT SK, Residing at, Vill- Hatpara, Post- Hazarpur nabagram, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742181, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JOINAL SEKH To JAYNAL SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAYNAL SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, JAYNAL SEKH and JOINAL SEKH both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, Santu Sarkar (old name) S/O Mahadeb Sarkar, residing at Purba Kalikapur, Puipukur, Barasat, Taki Road, P.S.- Barasat, P.O.- Kazipara, North 24 Parganas, Kolkata - 700124, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Kabir Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Md Kabir Khan (new name) and Santu Sarkar (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Satyendra Tiwari (old name) S/O Ramnarayan Tiwari, residing at Laxmi Naryan Bhawan, Hari Mohan Chatterjee Road, Aanandmayee Ashram, Kamarhati (m), Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700058, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Satyendra Kumar Tewari (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Satyendra Kumar Tewari (new name) and Satyendra Tiwari (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I SHAINAZ SHAINAZ, W/O LATE MD SIRAJUDDIN, D/O-LATE MD MUNNA, R/O 85/H/13, NARKELDANGA NORTH ROAD, KOLKATA-700011, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHNAZ BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024,THAT SHAINAZ SHAINAZ AND SHAHNAZ BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Sanjay Kumar Agrawal (old name) S/O Late Sagarmal Agarwal, residing at 185 Vivekananda Road, P.O.- Beadon Street, Kolkata- 700006, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanjay Kumar Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Sanjay Kumar Agarwal (new name) and Sanjay Kumar Agrawal (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Mojaffor Dardar (old name) S/O Fakir Sardar, residing at RAMKRISHNAPUR VTC: RASHKHALI PO+PS.BISHNUPUR, Pin:- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mojafar Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Mojafar Sardar (new name) and Mojaffor Dardar (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Bhupal Chandra Barman (old name) S/O Nabakumar Barman, residing at Uttarpalli, Sutahata, Sutahata-I, East Midenapore, Pin- 721635, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bhupal Barman (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Bhupal Barman (new name) and Bhupal Chandra Barman (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Saburjan Molya (old name) W/O Najim Molla, residing at Akhratala, Kalugachhi Chandibari, Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saburjan Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Saburjan Molla (new name) and Saburjan Molya (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Najim Ali Molya (old name) S/O Golam Molla, residing at Akhratala, Kalugachhi Chandibari, Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Najim Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Najim Molla (new name) and Najim Ali Molya (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Jahangir Molya (old name) S/O Najim Molla, residing at Akhratala, Kalugachhi Chandibari, Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jahangir Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Jahangir Molla (new name) and Jahangir Molya (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Bagbul Islam Mohammad (old name) S/O Ajiyar Gazi, residing at Vill.- Boltala, P.O.- Hingalganj, P.S.- Hingalganj, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743435, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bagbul Islam Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Bagbul Islam Gazi (new name) and Bagbul Islam Mohammad (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Hasina Begam (old name) D/O Asraf Ali Mondal, residing at Vill.- Boltala, P.O.- Hingalganj, P.S.- Hingalganj, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743435, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hasina Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/07/2024. Hasina Bibi (new name) and Hasina Begam (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I PRABIR KUMAR KALIPADA SAHA, S/O LATE KALIPADA SAHA,D.O.B-07/10/1968, R/O FARIDPUR BLOCK UTTAR BAKSARA, PS SANTRAGACHI, DIST HOWRAH, PIN- 711110, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABIR KUMAR SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/07/2024, THAT PRABIR KUMAR KALIPADA SAHA AND PRABIR KUMAR SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I,APURBA MAJUMDAR (IN DL NO WB05-2021-0008364), SON OF NIRMAL MAJUMDER, RESIDING AT B-20, MANIKANCHAN, GOSTOTALA NEW SCHEME, GARIA, SOUTH 24 PARGANAS - 700084, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APURBA MAJUMDER (IN AADHAR CARD NO 8838-2394-4452), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 30/07/2024.THAT APURBA MAJUMDAR AND APURBA MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I,SSWATI MAITI BANERJEE(IN DL NO WB20-2015-0099987),WIFE OF BRATIN MAITI, RESIDING AT 3B,JANATA ROAD,SANTOSHPUR, KOLKATA - 700075,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWATI MAITI BANERJEE (IN AADHAR CARD NO 8779-5530-3725),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 30/07/2024.THAT SSWATI MAITI BANERJEE AND SWATI MAITI BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I RATISH KUMAR SHAW,S/O BIKRAM SHAW, R/O 51, BADRIDAS TEMPLE STREET, PO-SHYAMBAZAR, KOLKATA-700004,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RATISH SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/07/2024,THAT RATISH KUMAR SHAW AND RATISH SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SAIKH BADRUL ALAM, S/O SEKH NUR ALAM, R/O MAJHIPARA ( DAYER PAR), VTC PALASI DIST HOOGHLY, PIN-712303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS A SEKH BADRUL ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/07/2024, THAT SEKH BADRUL ALAM AND SAIKH BADRUL ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SAIKH MAIDUL ALAM, S/O SK NUR ALAM, R/O MAJHIPARA, DAYER PAR, VTC PALASI, DIST HOOGHLY,PIN-712303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAIDUL ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/07/2024, THAT SK MAIDUL ALAM AND SAIKH MAIDUL ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I LO SHEN YIT ALIAS JIMMY LO S/O LO HSIN CHANG RESIDENT OF 50/2, MATHESWARTOLA ROAD, KOLKATA-700046, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEN YIT (GIVEN NAME) LO (SURNAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/07/2024. THAT SHEN YIT LO AND LO SHEN YIT ALIAS JIMMY LO ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, MADHURI ROY W/o BISWAJIT ROY resident of Vill. Purba Ramchandrapur, PO Chhoygharia, P.S. Bongaon, Dist-North 24 Parganas, Pin-743405 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MADHURI ROY instead of MADHURI ROY(BISWAS), MADHURI ROY BISWAS and MADHURI BISWAS, vide an affidavit sworn before Ld. Executive Magistrate 1st Class at Bongaon, 24 Pgs(N) on 27/07/2024. MADHURI ROY, MADHURI ROY(BISWAS), MADHURI ROY BISWAS and MADHURI BISWAS both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Satish Agarwal S/o. Daya Kishore Agarwal R/o. Flat-7A, Maruti Building, 12, Dr. U.N. Brahmachari, P.O. - Park Street, P.S. - Shakespeare Sarani, Kolkata- 700017 shall henceforth be known as Satish Kumar Agarwal. I declare that Satish Kumar Agarwal and Satish Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-07-2024.

**Name Change**

I, Zainuddin Khan S/o. Mahboob Khan R/o. Vill. - Panagarh, Near Community Center, P.O. - Panagarh Bazar, P.S. - Kanksa, Dist. - Paschim Bardhaman, Pin- 713148 shall henceforth be known as Md Zainuddin Khan. I declare that Md Zainuddin Khan and Zainuddin Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-07-2024.

**Name Change**

I, Majet Ali Sardar, S/o Late Mujibar Sardar, Residing at Sreepur, Bangal Para, P.O.: Bonhugli, Sonarpur, South 24 Parganas, West Bengal- 700103, shall henceforth be known as Majed Ali Sardar as declared before the Notary Public at Bankshall Court, Kolkata No. 96AB 688715 Dated 24-06-2024, Majet Ali Sardar and Majed Ali Sardar both are same & one identical person.

**Name Change**

I , Sekh Hasib Ali S/O- SK Hayat Ali resident of Vill- Barari, P.O.- Bijur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713422, have changed my name and shall henceforth be known as 'SK HASIB ALI' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 30/07/2024. That Sekh Hasib Ali and SK Hasib Ali both are same and one identical person.

**Name Change**

I, ROHIT SARAOGI, S/o - SUSHIL KUMAR SARAOGI, Residing at - 40-B, Vivekananda Road, Girish Park, Kolkata - 700007 shall henceforth be known as ROHIT KUMAR SARAOGI as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore Court Vide Affidavit No: 27697 Dated: 25.07.2024, ROHIT SARAOGI and ROHIT KUMAR SARAOGI both are same and one identical person

# শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাজে হস্তক্ষেপ তৃণমূল কাউন্সিলারের!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ পুরনিগমের কাজে হস্তক্ষেপ তৃনমূল কাউন্সিলারের। ভাংচুর না করেই ফিরে যেতে হল পুরকর্মিদের। শিলিগুড়ির চম্পাসরি মোড়ের কাছে নিবেদিতা রোডে দীর্ঘ ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে ব্যবসায়িরা বাজার বসান। জানা গিয়েছে,সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে দোকানগুলি উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয়। রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছে ব্যবসায়িরা সেই কারনেই এই উচ্ছেদের নোটিস বলে খবর। এই বাজারের উপর প্রায় ১৪৯টি পরিবারের জীবিকা নির্ভর করছে। তাই পুরনিগমের নোটিস দেওয়ার পর ব্যাবসায়িরা তাদের দোকান খালি করে দিলেও তৃনমূলের দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলিপ বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদে নামেন তারা। তাদের পুনর্বাসন না দিলে দোকানে হাত দিতে দেবেন না বলে হুঙ্কার দেন তারা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই পুরনিগমের একাধিক গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এমনকি জেসিবিও নিয়ে আসা হয়।তবে জেসিবির সামনে আন্দোলনকারীরা শুয়ে পরেন পাশাপাশি ৪৬নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলারের হস্তক্ষেপের ফলেই চলেনি জেসিবি। ভাংচুর না করেই ফিরে যেতে হয় পুরকর্মিদের। তৃনমূলের পুরবর্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন খোদ তৃনমূল কাউন্সিলার দিলিপ বর্মন। পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতি থাকলেও উচ্ছেদ না করেই ফিরে জেতে হয় শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মিদের। ফের কি এখানে দোকান বসবে? উঠছে প্রশ্ন।

## জলের পাইপ ফেটে বিপত্তি জলপাইগুড়ি পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি পৌরসভার অন্তর্গত ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ক্লাব রোড সংলগ্ন এলাকায় এর আগেও পানীয় জলের পাইপ ফেটে বিপত্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । আজও একই ছবি দেখা গেল। সকালবেলা কোন কারণে মাটির নিচের পানীয় জলের পাইপ ফেটে যায়। এর ফলে সাধারণ মানুষের চলাফেরার অসুবিধা হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় পানীয় জলের গতি কমে যাওয়ার ফলে জল নিতেও অসুবিধা হয় সাধারণ মানুষের। তাই সাধারণ মানুষের অনুরোধ পৌরসভার কাছে অবিলম্বে এর সুরাহা করা।

## ক্রেতা সেজে ব্রাউন সুগার বিক্রেতাকে ধরিয়ে দিল যুবকেরা

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা, ৩০ জুলাই ঃ ব্রাউন সুগারের নেশায় যখন আসক্ত হচ্ছে যুবসমাজ সেই সময়ই ক্রেতা সেজে ব্রাউন সুগার বিক্রেতাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকার যুবকেরা। মাথাভাঙ্গা শহরে এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় ব্রাউন সুগারের হদিশ মিললেও অভিযুক্তরা জেল থেকে ছাড়ার পাবার কিছুদিন পর থেকেই দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনটাই অভিযোগ শহরবাসীর। তবে সম্প্রীতি নজরে আসে মাথাভাঙ্গা শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের যুবক-যুবতী ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। নজরে আসামাত্রই ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও যুব সভাপতির নেতৃত্বে এলাকার যুবকেরা ব্রাউন সুগার বিক্রেতাকে ধরার ছক তৈরি করে। ব্রাউন সুগার বিক্রেতার ফোন নাম্বার জোগাড় করে ক্রেতা সেজে ফোন করে বিক্রেতাকে। রাত বেশি থাকায.এক হাজার টাকা লাগবে এমনটাই জানিয়ে দেয় বিক্রেতা। সেই দামেই কিনতে রাজি হয়ে ক্রেতার ছদ্মবেশে থাকা এক যুবক বিক্রেতার দেওয়া ঠিকানায় আনতে যায় ব্রাউন সুগার। বিক্রেতা বেরিয়ে আসতেই সকলে মিলে ধরে ফেলে তাকে। তারপরে তাকে নিয়ে আসে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বাড়িতে। এরপর খবর দেওয়া হয় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ এসে ওই বিক্রেতাকে আটক করে নিয়ে যায় মাথাভাঙ্গা থানায়। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাকলি ঘোষ জানান আমার ওয়ার্ডের ছেলে মেয়েরা ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই এলাকার যুবকদের নিয়ে সেই আসল বিক্রেতাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেই। আশা করছি পুলিশ প্রশাসন ঘটনার জোড়ালো তদন্ত করবেন। এর পাশাপাশি শহরকে নেশা মুক্ত রাখতে সব সময়ই আমরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করব বলেও জানান তিনি। এদিকে যুব সভাপতি নয়নজ্যোতি সাহা জানান শহরে যুবক-যুবতী নেশায় আসক্ত হচ্ছে এটা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ প্রশাসন ড্রাগস বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে যাতে করা পদক্ষেপ নেয় তার আবেদন জানিয়ে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করব থানায়।

## চাকরি নিয়মিতকরণের দাবিতে আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে বিক্ষোভ

আগরতলা, ৩০ জুলাই ঃ চাকরি নিয়মিতকরণের দাবিতে আজ মঙ্গলবার আগরতলায় আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ কর্মসূচু পালন করেছেন অনিয়মিত কর্মচারীরা। তাঁদের আক্ষেপ, ২০১৮ সালে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় আসলে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা হবে, কিন্তু নিয়মিত করা হয়নি। আজ আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে অনিয়মিত কর্মচারীদের পক্ষে রতন দেবনাথ জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দফতরে প্রায় সাড়ে নয়শো অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছেন। ক্যাজুয়েল এবং ডিআরডব্লিও হিসেবে তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর যাব তাঁরা অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় একটি নিয়ম ছিল যাঁরা অনিয়মিত হিসেবে দশ বছর চাকরি করবেন তাঁদের নিয়মিত করা হবে। কিন্তু, বিজেপি সরকার ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর বাম জমানার নিয়ম বাতিল করে দিয়েছে। তাই অনিয়মিত কর্মচারীরা দিনের পর দিন অর্থনৈতিকভাবে সমস্যায় আছেন। এমতাবস্থায় তাঁরা বহুবার মুখ্যমন্ত্রী সহ দফতরের আধিকারিকদের সাথে কথা বলেছেন। কোথাও থেকে কোনও ধরনের ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে প।ছেন তাঁরা। অনেকেই অবসরে চলে গিয়েছেন। আবার অনেক প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের পরিবার-পরিজন কোনও ধরনের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা সরকারের তরফ থেকে পায়নি। তাই অনিয়মিত কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে অবিলম্বে তাঁদের নিয়মিত করে অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সমস্ত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

## কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুন কান্ডে নতুন করে অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুন কান্ডে নতুন করে অভিযোগ দায়ের।আরও ১৭ জনের নামে অভিযোগ দায়ের। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালের দপ্তরে এসে লিখত অভিযোগ দায়ের করলেন মৃত কংগ্রেস কর্মীর স্ত্রী স্বপ্না রায়। এই নিয়ে দুই দফায় মোট ২৮ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের হলো। যদিও ঘটনার পর প্রথম দফায় ১১ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকদিনের মধ্যেই ১১ জনকেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে ময়নাগুড়ির থানার পুলিশ বলে জানা যায়। ফের নতুন করে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় কিছুটা হলে অস্বস্তিতে পুলিশ ও শাসক দল।

অপরদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী জানান, এই ঘটনায় প্রথমে একটি অভিযোগ থানায় জমা পড়ে। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ তদন্ত নেমে ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই ১১ জনকে গ্রেফতার করেন। আমার সোনা যাচ্ছে নতুন করে এই ঘটনায় আরো বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এ ধরনের ঘটনা নিন্দনীয়। আমরাও চাই পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক।

# মাটিগাড়ার একের পর এক জায়গা থেকে উদ্ধার হচ্ছে সিম্বক্স

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে সিম বক্স উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার মাস্টারমাইন্ড। বিহার থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হল শিলিগুড়িতে। ধৃতের নাম অঞ্জনি কুমার স্বাতন্ত্র, ধৃতের বাড়ি বিহারের ধাতথা গ্রামে। চলতি মাসের ২৭ তারিখ ভোর রাতে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া ও প্রধাননগর থানার অন্তর্গত তিনটি জায়গা থেকে মোট ৫টি সিমবক্স উদ্ধার করে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখনই ধৃত অঞ্জনির কথা জানতে পারে পুলিশ। এর পর অঞ্জনির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশ এবং বিহার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর বিহারের আদালতে পেশ করে ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। কিছুদিন আগে নিউ জলপাইগুড়ি থানার ফুলবাড়ি এলাকাতেও উদ্ধার হয়েছে সিমবক্স ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে বেশ কয়েকজন। দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া

থানা এলাকা থেকেও উদ্ধার হয়েছে সিমবক্স,গ্রেপ্তার হয়েছে অভিযুক্তরা, এবার মাটিগাড়ায়। এই সিমবক্স ব্যবহার করে কি কি করা হতো তার ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এবার মাটিগাড়া থানা পুলিশের হাতে ধৃত অঞ্জনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিমবক্স কান্ডের পুরো ঘটনার তদন্ত করছে এস টি এফ এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

## পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের মানবিক উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ সাফাই অভিযানে ময়নাগুড়ি থানার আইসি ঝাড়ুহাতে পথে। ময়নাগুড়ির বিডিও এবং টঋ সাফাই অভিযানে রাস্তায় ঝাড়ু হাতে। জলপাইগুড়ি তিস্তা নদী থেকে ময়নাগুড়ি জল্পেশ পর্যন্ত অনেকেই জল বেশি আশা ভক্তদের জন্য ভান্ডারা লাগিয়ে থাকেন। পানীয় জল শরব ইত্যাদি খাওয়ানোর পর যথাযথ প্লাস্টিকের গ্লাস আবর্জনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে কেউ কেউ পরিষ্কার করলেও অনেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করে চলে যায.বলে অভিযোগ। আজকে ঠিক সেই সময.দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ির বিডিও এবং টঋ সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা সাথে সিভিক ভলেন্টিয়াররা এই সাফাই অভিযানে পথে নেমেছেন। এধরনের মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু মানুষ। চলছে শ্রাবণী মেলা। জল্পেশ্যের উদ্দেশ্যে দুর্দান্ত থেকে বহু ভক্ত শোনা কম হয় ময়নাগুড়ি তে। আর ভক্তদের কথা মাথায় রেখে বহু মানুষ ক্লান্ত ভক্তদের জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে জল শরবতের ব্যবস্থা করে

থাকেন। কিন্তু এই জল শরব খাওয়ানোর পর যত্রতত্র প্লাস্টিকের গ্লাস মযলা আবর্জনা লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় দাঁড়িয়ে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপারের নির্দেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে ঝাড়ুয়াতে পথে নেমে পড়েছেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়াররা। এ ধরনের সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু মানুষ।

## মঙ্গলবার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় এবং দুটি স্কুল পরিদর্শন করেন রাজগঞ্জের বিডিও

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ৩০ জুলাই ঃ ফের সারপ্রাইজড ভিজিটে রাজগঞ্জের বিডিও। মঙ্গলবার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় এবং দুটি স্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি পরিদর্শন করে মোটামুটি ঠিকঠাক দেখলেও কয়েকজন শিক্ষককে শোকজ করবেন বলে জানান। আজ সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ তিনি সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পৌঁছান। তবে সেসময় অফিসার এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম এবং সাধারণ মানুষেরকে পরিসেবা দেওয়ার বিষয়গুলি খোঁজখবর নেন। এরপর ১১ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ তিনি সন্ন্যাসীকাটা হাই স্কুলে পৌঁছান। সেখানে তিনি ছাত্রের সঙ্গে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। তখনো স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুপস্থিত। জানা গিয়েছে, ওই স্কুলে ৬ জন পার্শ্বশিক্ষক সহ মোট ৩৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক আজ অনুপস্থিত। এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এরপর তিনি জটিয়াকালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান। ওই স্কুলে তিনি গঠন-পাঠনের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় লক্ষ্য করেন পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ স্কুল ইউনিফর্ম ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বিষয়টি তিনি ভালোভাবে নেননি। এব্যাপারে বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পরিদর্শন

করে দেখলাম কাজকর্ম মোটামুটি ঠিকঠাক চলছে। তবে সন্ন্যাসীকাটা হাই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক সঠিক সময়ে আসেননি। এছাড়া কয়েকজন শিক্ষককে অনুপস্থিত দেখলাম। বিষয়টি আমি জেলা শাসককে জানাবো। অনুপস্থিত শিক্ষকদের শোকজ করা হবে। এছাড়া জটিয়াকালী জুনিয়র বেসিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ ইউনিফর্ম মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কেনো ইউনিফর্মগুলি বিতরণ করা হয়নি এবং অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে কেন, তা চিঠির মাধ্যমে কৈফিয় চাওয়া হবে।

## রামনগরের রামলীলা শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে

কাশী, ৩০ জুলাই ঃ রামনগরের রামলীলা শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে। রবিবার লীলায় প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শিশু স্বরূপ দের বাছাইয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন হয়। এবার প্রভু শ্রীরামের ভূমিকায় অভিনয় করবেন অথর্ব পান্ডে এবং মা জানকির ভূমিকায় অভিনয় করবেন আদিত্য মিশ্র। রামনগর দুর্গে কুমার অনন্ত নারায়ণ সিং-এর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত পর্বে কণ্ঠ পরীক্ষার পর পাঁচজন চরিত্র নির্বাচিত করা হয়। মারুফপুর চন্দৌলির অথর্ব পান্ডে এবং জগপুরের আদিত্য মিশ্র ছাড়াও প্রহ্লাদঘাটের দেবরাজ ত্রিপাঠী ভারত চরিত্রে, গোধন চন্দৌলির সুরজ পাঠক লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের ভূমিকায় অভিনয় করবেন নারায়ণপুর মির্জাপুরের ওম উপাধ্যায়। নির্বাচিত সকল শিশুর বয়স ১৫ বছর। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে গণেশ চতুর্থীর দিনে, জ্যোতিষীদের দ্বারা নির্ধারিত শুভ সময়ে প্রথম গণেশ পূজা করা হয়। রামনগর চকে অবস্থিত 'পাক্কি'-তে এই পূজা হয়। যেখানে নতুন পিড়ির উপর হনুমান ও গণেশের মুখোশ রেখে, পাশে লাল কাপড়ে বাঁধা রামলীলার বই, লেখা- সংলাপের বই, দর্জির কাঁচি, ছুতোরের হাতুড়ি, বাশুলি ইত্যাদি, চিত্রকরের রঙের তুলি, রং করার কুচি প্রভৃতি কারুকাজের উপকরণ (সরঞ্জাম) রাখা হয়। রাম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের পাঁচ স্বরূপের পাশাপাশি বশিষ্ঠাদি পূজ্য মহর্ষি চরিত্রেরও পূজা করা হয়। দুর্গের প্রতিনিধি হিসাবে, ট্রাস্টের ব্যবস্থাপক বা লীলাধিকারী (বর্তমানে ড. জয়প্রকাশ পাঠক) পূজায় বসেন এবং লীলার ব্যাসপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে পূজা সম্পন্ন করেন। পাঁচ স্বরূপে তিলক লাগিয়ে মালা পরানো হয়। ব্রহ্মার সংলাপ-'হে পুত্র। তুমি কাঙ্ক্ষিত বর চাও...'। যার অর্থ লীলার পুথি পড়া আরম্ভ হয়েছে। পূজা শেষে লীলার পুথি, গণেশ ও হনুমানের মুখোশ পূজা করা হয়। এই পূজার পাশাপাশি বালুয়া ঘাটে অবস্থিত ধর্মশালায় পাঁচটি প্রধান স্বরূপের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। চরিত্রগুলির মধ্যে রামাদির ভাবনা এবং গৌরব, প্রশিক্ষণের সময় থেকেই পোষণ হতে আরম্ভ হয়। পাঁচটি স্বরূপকে তাদের নামেই ডাকা হয় এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য 'জি' যুক্ত করে-রামজি, সীতাজি, ভরতজি, লক্ষ্মণজি, শত্রুঘ্নজি। চরিত্রগুলোর মধ্যেও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তাঁদের আচরণে প্রকাশ। যেমন-রাম যখন উঠে দাঁড়ায়, তখন অন্য সব চরিত্রও উঠে দাঁড়ায়। সংলাপ প্রশিক্ষণের সময় সংলাপ শেষে গুরুর (পঞ্চস্বরূপের ব্যাস) সামনে পঞ্চস্বরূপদের মাথা নত করতে হয়। যা রামলীলায় শৃঙ্খলার এক চমকার উদাহরণ। ঐতিহ্যগতভাবে রামনগরের রামলীলার সমস্ত পদ্ধতি আজ দুশো বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং সেগুলি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়ে চলেছে। রামলীলার ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে লীলার শুরু থেকে সনাতন রূপটি দেখা যায়। যেমন-পাঁচটি রূপ নির্বাচন, প্রথম গণেশ পূজা, দ্বিতীয় গণেশ পূজা, রামলীলা পাক্কিতে রামচরিত মানস পাঠ, চরিত্রদের পোশাক, সাজসজ্জা, চরিত্রের খাবার-পান, আচার-আচরণ, প্রশিক্ষণ, সবকিছুই চলছে একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী।

রামনগর দুর্গে কণ্ঠ পরীক্ষার পর রামলীলার পাঁচটি প্রধান চরিত্রকে মহারাজ নির্বাচিত করেন, যেখানে রাম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের স্বরূপ বাছাই করা হয়, চল্লিশ পঞ্চাশজন যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণকুমারের মধ্য থেকে। এমনকি শিশুদেরও তাদের কথাবার্তা, চরিত্র, বয়স, শারীরিক কোমলতা ইত্যাদি অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়। প্রথা অনুযায়ী এখনও মহারাজ বাহাদুরের সামনে বাচিক পরীক্ষা ও পাঁচটি স্বরূপ বাছাইয়ের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যত্ কৃত্বা চাথ দৃষ্টবা হি মুচ্যতে পাত কৈর্নরে ঃ' অর্থাৎ-এই কাজটি করে এবং দেখে মানুষ পাপমুক্ত হয়। রামলীলা স্পষ্টতই একটি ধর্মীয় আচার এবং বারাণসীতে বিশেষ করে সব লীলাই এই চেতনাতেই সম্পাদিত হয়। ঐশ্বরিক চরিত্রে অভিনয়ের প্রথা অনেক পুরোনো। মিশরে খ্রিস্টের হাজার হাজার বছর আগে, সেখানে প্রধান দেবতার জন্য নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হত। যেমন কিছু প্রবন্ধ ভোজপত্রের উপর লেখা প্যাপিরাস বইয়ে পাওয়া গেছে। হরিবংশ পুরাণে মহাকাব্য রামায়ণের নাটকীয়তার উল্লেখ আছে। এতে প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব প্রভৃতি যাদব নায়কদের দল ব্রজপুরে রামকথার নাট্যপরিবেশন করেছিল। রামায়ণেও নাটকের উল্লেখ আছে, তাই নাটক বা লীলা ভারতে বিদেশের আমদানিকৃত জিনিস নয়। কাশীর বিদ্বান মানুষ ড. ভানুশঙ্কর মেহতা মনে করেন, যারা লীলার মধ্যে লোকনাট্য বা আধুনিক রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বতালাশ করেন তাদের হাতে বালি। কারণ তারা খোলস খুঁজছেন। রামলীলা সম্পূর্ণ অন্তরে ঘটে। তাই তার নাম লীলা। কিন্তু নাটকের সব তত্ত্ব এই লীলাখেলায় দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। যেমন নাটকের স্ক্রিপ্ট, অভিনেতা, মঞ্চ, রূপসজ্জা, বস্ত্রবিন্যাস এমনকি নির্দেশক পর্যন্ত। মেলে না শুধু আধুনিক লাইট ডিজাইনের ঝলকানি বা কান-ফাটানো মাইক-বক্স। তাহলে প্রথমে আসি লীলার পাণ্ডুলিপির কথায়। রামনগরের রামলীলা সারা বিশ্বে কাশীর পরিচয় হয়ে উঠেছে। এই অপূর্ব লীলার মঞ্চায়ন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে স্থান করে আছে। এই ধরনের মঞ্চায়ন খুব কমই এতদিন টিকে আছে এবং তাও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকৃত চেহারায়। আজও এই লীলায় কয়েক হাজার ভি।কে নিয়ন্ত্রণ করে একটি ধ্বনি 'চুপ রহো-সাবধান...'।

জয়দেব দাস

## রাতে অন্ধকার পৌর সভা দখলের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ পুলিশ প্রশাসনের মদতে ক্ষমতা দখল করলেও নাগরীক পরিসেবা দিতে সম্পূর্ণ ব্যার্থ তৃণমুল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পৌর সভা, পথে নেমে বিক্ষোভ সিপিআইএম দলের। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি পৌর সভার নাগরীক পরিষেবার ভঙ্গুর দৃশ্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে, কোথায় ক্ষতবিক্ষত রাস্তা আবার কোথাও ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা পৌর সভার রাস্তাঘাট। মঙ্গলবার জেলা সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে নাগরীক পরিষেবার এই দিক গুলোকে তুলে ধরে প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পরে পৌর কার্যালয়। এই এই প্রসঙ্গে জেলা সিপিআইএম সম্পাদক সলিল আচার্য ক্ষোভের সঙ্গে জানান, ছাপ্পা ভোট দিয়ে,রাতের অন্ধকারে পুলিস প্রশাসনের মদতে তৃণমুল কংগ্রেস এই পৌর সভার ক্ষমতা দখল করেছিলো। কিন্তু আজ এই পুরসভার প্রতিটি কর্মকান্ডের সঙ্গে একদিকে যেমন দুর্নীতির গন্ধ বেরিয়ে আসে, অপরদিকে ক্ষতবিক্ষত পথঘাট, পথ বাতিহীন জনপদ, আবাস যোজনায় অর্থ প্রদানে ঢিলেমি সব মিলিয়ে পৌর নাগরিকদের এক নারকীয় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমরা এরই প্রতিবাদে আজ পথে নেমেছি সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরতে।

# কোচবিহার জেলায় ১০০ দিনের কাজে ৪৮১ কোটি টাকা বকেয়া

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুলাই ঃ কোচবিহার জেলায় ১০০ দিনের কাজের প্রায় ১২০০ ঠিকাদারের ৪৮১ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। সেই বকেয়া টাকা প্রদানের দাবিতে আজ কোচবিহার জেলা কন্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে জেলা সড়কের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা আজ কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে জমায়েত হয়ে কোচবিহার শহরের উপর দিয়ে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছায়। জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে তারা স্মারকলি প্রদান করে। তাদের অভিযোগ কোচবিহার জেলায় ১০০ দিনের কাজের লেবার পেমেন্ট হয়ে গেলেও যারা মাল সাপ্লাই দিয়েছে তাদের পেমেন্ট বকেয়া রয়েছে। তিন বছর ধরে সেই টাকা আটকে রাখা হয়েছে। যার ফলে সমস্যায় পড়েছে কন্ট্রাকটরা।

## ময়নাগুড়ি পুরসভাকে জমি হস্তান্তর ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ সমস্ত জটিলতার অবসান। অবশেষে পুরসভার স্থায়ী ঘর নির্মাণের জন্য জমি পেলেন ময়নাগুড়ি পুরসভা। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের তরফ থেকে জমির কাগজ পুরসভার হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আওতায় থাকা প্রায় ৫৫ ডেসিমল জমি ময়নাগুড়ি পুরসভাকে দেওয়া হয়। যার ফলে এই জমিতেই স্থায়ী ভবন নির্মাণ করতে পারবেন পুরসভা। জমি হস্তান্তরিত করার পরেই সীমানা বরাবর খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার স্থায়ী ঘর নির্মাণের জন্য প্ল্যান রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। টাকা এলেই ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। যদিও আপাতত ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী পুরসভা অফিস চলছে। এই ভবন নির্মিত হলে অনেকটা সুবিধা হবে বলে জানা গিয়েছে।

# মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের নয়ারহাট এলাকায় গোষ্ঠী সংঘর্ষ, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ জুলাই ঃ মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের নয়ারহাট এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষ। আহত উভয় পক্ষের ৪ জন।আহতরা চিকিৎসাধীন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য ভবেশ বর্মনের অনুগামীদের সাথে নয়ারহাট অঞ্চল এসসি এসটি সেলের অঞ্চল সভাপতি ধরনি বর্মনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে। নয়ারহাট এস,সি,এস,টি সেলের অঞ্চল সভাপতির দাবি এলাকার একটি রাস্তার কাজে পঞ্চায়েত সদস্য ভবেশ বর্মন ঠিকাদারি সংস্থার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। আজ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আচমকা এসসি এসটি সেলের অঞ্চল সভাপতির উপর হামলা করে পঞ্চায়েত সদস্যের অনুগামীরা এমনকি বাইক ভাঙচুর করে। ফেরাতে গিয়ে আহত হয়েছেন এসসিএসটি সেলের অঞ্চল সভাপতির দাদা। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি তার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছেন তারা বিজেপি করে। মদ খেয়ে গালিগালাজ করা নিয়ে হাতাহাতি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ বাহিনী। উভয় পক্ষই মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান। এ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন পারিবারিক বিবাদ, এর সাথে রাজনীতির কোনো যোগ নেই। তারপরও দলীয়গতভাবে খোঁজখবর নেওয়া হবে এবং মিটিয়ে দেওয়া হবে।

## স্বনির্ভর হতে ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের কর্মশালার আয়োজন ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জুলাই ঃ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে এবং স্বনির্ভর হতে ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের কর্মশালার আয়োজন ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অফিসের (হ্যান্ডি ক্রাফটস)। এদিন সংস্থার উদ্যোগে দুই জন বিশিষ্ট ক্রাফটস-স্টোন শিল্পীর সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজী পাড়ার পরেশ মিত্র কলোণীতে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জানা গেছে ৩০ জন মহিলা ও পুরুষ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। তারা হাতে কলমে স্টোন ডিজাইনের কাজ করবেন। এই কর্মশালা চলবে ৫০ দিন বলে জানালেন হ্যান্ডি ক্রাফটস প্রমোশন অফিসার সমশের মির্ধা তিনি আরও বলেন, আজকে ভারত মন্ত্রালয়ের উদ্যোগে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপের স্টোন ডিজাইনের প্রথম কর্মশালা শুরু লোনের মধ্য দিয়ে ব্যবসা করার পাশাপাশি ভারত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যে হ্যান্ডি ক্রাফটস মেলা হয়

সেখানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে তিনি জানান। এদিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট শিল্পী রাধা শর্মা ও জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট শিল্পী হরধর মহারানা।

**পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

**এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রী অভিজিত কুমার দে, পিতা স্বর্গীয় এন.কে.দে ঠিকানা – কোয়াটার নং ৩/৭ থানা শেখপুরা, জেলা – পাটনা (বিহার) গত ইংরাজী ১৩.০৪.২০১২ তারিখে ৪০৩২ নং দলিলমূলে (এ.ডি.এস.আর আসানসোল)রেজিস্ট্রি অফিস শ্রী নিতা সাউ স্বামী সুনিল কুমার সাউ ঠিকানা পুরানা স্টেশন আকুড়িয়া পাড়া থানা আসানসোন জেলা পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত নং iv – ৫২৪/২০১০, ৫২৭/২০১০,২১০/২০১০, ৬৪৬/২০১০, ১৬১/২০১০ আমমোক্তারনামা জাহিদা খাতুন এন্ড আর্দাস এ.ডি.এস.আর রেজিস্ট্রি অফিস মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং ৮৫৪৫/২০২৪ নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডিএল. এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।**

**তপশীল**

**ব্লক উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ**

**মৌজাঃ আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি**

**জে.এল.নং – 20**

**দাগ নং – আর. এস ১৯১২৮, এল.আর-২৫৬২৫**

**রায়তের নাম – আবেদা খাতুন, আবদুল হাই, আবদুল কইউম**

**খতিয়ান নং – ১১৩৫, ১১৯৮, ১২৬৯**

**পরিমান – ১ কাঠা ১৫ ছটাক ২৭ স্কোয়ার ফুট**

### শ্রী তুলসী অনলাইন. কম লিমিটেড

**CIN: L99999WB1982PLC035576**

**নিবন্ধিত অফিস ঃ ৪, এন.এস রোড, ১ম তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০০১**

**ই-মেইলঃ** info@shreetulsionline.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.shreetulsionline.com

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

| ক্রম নং. | বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ (অনিরীক্ষিত) | পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ (টীকা নং ২ পড়ুন) (পরীক্ষিত) | সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মোট কারবার থেকে আয় | ০.১২০ | ০.১২০ | ০.১২০ | ০.৪৮০ |
| ২. | নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম) | (৫.৬৬৫) | (৩.৩৬৫) | (৫.৭১৫) | (১৫.৩৫৮) |
| ৩. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে) | (৫.৬৬৫) | (৩.৩৬৫) | (৫.৭১৫) | (১৫.৩৫৮) |
| ৪. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে) | (৫.৬৬৫) | (৩.৩৬৫) | (৫.৭১৫) | (১৫.৭৯০) |
| ৫. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | (৫.৬৬৫) | (৩.৩৬৫) | (৫.৭১৫) | (১৫.৭৯০) |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২৩৩৬.২৫৬ | ২৩৩৬.২৫৬ | ২৩৩৬.২৫৬ | ২৩৩৬.২৫৬ |
| ৭. | সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত) | - | - | - | (২০৪৯.৯৮১) |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র | (০.০২৪) | (০.০১৪) | (০.০২৪) | (০.০৬৮) |

মন্তব্যঃ

১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.shreetulsionline.com।

২) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালে সমাপ্ত পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেডের জন্য
বিনোদ কুমার বঢরা
এমডি ও সিইও
DIN No.:00780848

**তারিখঃ ৩০ জুলাই, ২০২৪**
**স্থানঃ কলকাতা**

## কলম্বোয় প্র্যাক্টিসে কেকেআরের তরুণ পেসারকে বিশেষ পরামর্শ বিরাট কোহলির

**কলম্বো, ৩০ জুলাইঃ** টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে কলম্বোয় পাড়ি দেবেন গৌতম গম্ভীর এবং ওয়ান ডে স্কোয়াডে থাকা বাকি প্লেয়াররা। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ কলম্বোতে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, কুলদীপ যাদবদের মতো ক্রিকেটার যাঁরা শুধু ওয়ান ডে স্কোয়াডে রয়েছেন, তাঁরা কলম্বোয় পৌঁছে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বৃষ্টি মাথায় প্র্যাক্টিসও শুরু করে দিয়েছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই এই ফরম্যাটে দেশের হয়ে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই সিরিজেও বিশ্রাম নেওয়ার কথা ছিল। ভারতীয় দলের নতুন হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের কথায় তাঁরা ছুটি বাতিল করে এই সিরিজ ফিরতে রাজি হয়েছে। তার একটা বড় কারণ, আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ওয়ান ডে ফরম্যাটেই হবে টুর্নামেন্ট। তার পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এই সিরিজ থেকেই শুরু করে দিতে চান গৌতম গম্ভীর। গত কালই কলম্বোয় প্র্যাক্টিস শুরুর কথা ছিল রোহিত, বিরাটদের। গৌতম গম্ভীরের সহকারী অভিষেক নায়ারও কলম্বোয় পৌঁছে গিয়েছিলেন। যদিও স্টেডিয়ামে

পৌঁছতেই বৃষ্টি। সে কারণেই প্র্যাক্টিস করা হয়ে ওঠেনি। এ দিন টিম ইন্ডিয়া প্র্যাক্টিসে বেরনোর আগেই বৃষ্টি নামে। অপেক্ষা বাড়ে। বৃষ্টি থামার পর প্র্যাক্টিসে যান বিরাট, রোহিতরা। এই দু'জনের উপর বাড়তি ফোকাস। কারণ, গত বছর ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর এই ফরম্যাটে আর খেলেননি বিরাট, রোহিত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রতিটা ওয়ান ডে তাঁদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই দলের তরুণ ক্রিকেটার হর্ষিত রানার কাছেও এই সিরিজ বাড়তি আবেগের। জিম্বাবোয়ে সফরে প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টির জন্য জাতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন। যদিও একাদশে সুযোগ পাননি। শ্রীলঙ্কা সফরে ওয়ান ডে স্কোয়াডে রয়েছেন কেকেআরের এই তরুণ পেসার। আইপিএলে নজর কেড়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ আলাদা। নেট সেশনের মাঝে বিরাট কোহলির সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে দেখা যায় হর্ষিত রানাকে। আইপিএলে প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলেছেন। অভিজ্ঞ কোহলির থেকে নানা পরামর্শও পেলেন হর্ষিত রানা। বিরাটদের মতো দীর্ঘদিন ম্যাচ প্র্যাক্টিসের মধ্যে নেই লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়াররাও। প্রথম প্র্যাক্টিস সেশন থেকেই ওয়ান ডে সিরিজের জন্য যতটা সময় রেডি হওয়ার চেষ্টায় তাঁরা। আজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হবে। হয়তো কাল থেকেই গৌতম গম্ভীরের তত্ত্বাবধানে প্র্যাক্টিসের সুযোগ পাবেন বিরাট-রোহিতরা।

# মনু ভাকেরের ইতিহাস

## সরবজ্যোৎকে নিয়ে মিক্সড টিম ইভেন্টে এ বার এল ব্রোঞ্জ

**প্যারিস, ৩০ জুলাইঃ** শুরুটা হতাশার। শেষটা হাসির। ব্যক্তিগত ইভেন্টে মনু ভাকের পদকের খাতা খুলেছিলেন প্যারিসে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে মিক্সড টিম ইভেন্টে সরবজ্যোৎ সিংকে নিয়ে আরও একটা পদক উপহার দিলেন মনু ভাকের। ভারত অনেকটা এগিয়ে গেলেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে কোরিয়া। ম্যাচ পয়েন্ট থেকে ভারতের অপেক্ষা বাড়ে। কিন্তু স্নায়ুর চাপ সামলে রাখেন ভারতীয় শুটাররা। প্যারিসে ভারতের দ্বিতীয় পদক। সেটিও শুটিংয়ের সৌজন্যেই। মনু ভাকের যেন ইতিহাসের ইতিহাস গড়লেন। ভারতের প্রথম মহিলা শুটার হিসেবে অলিম্পিক পদক প্রাপ্তির ইতিহাস গড়েছিলেন, এ বার দ্বিতীয় পদক তাঁর ঝুলিতে। স্বাধীন ভারতের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে অলিম্পিকের এক সংস্করণে জোড়া পদকেরও রেকর্ড মনুর। ১২৪ বছর আগে, ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকেই ২০০ মিটার হার্ডলস ও ২০০ মিটার দৌড়ে দুটো রুপো পেয়েছিলেন নর্ম্যান প্রিচার্ড। যতই দেশ নিয়ে বিতর্ক থাক, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি তাঁকে ব্রিটিশ নয়, ভারতের নাগরিক হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই নিরিখে মনু সেই প্যারিসেই ছুঁলেন ১২৪ বছরের পুরনো ইতিহাস। প্রথম সিরিজে খারাপ শুরু। সরবজ্যোৎ ৮.৬, মনু ১০.২। ভারত ১৮.৮। কোরিয়া প্রথম সিরিজটা জিতেও নেয়। পরের সিরিজেও কোরিয়ার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্দান্ত নিশানা। তবে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। ৬-২ এগিয়ে যায় ভারত। মনুর মনোসংযোগ দুর্দান্ত। ৮-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। প্রথম সিরিজের ভুল থেকে ঘুরে দাঁড়ান সরবজ্যোৎও। ব্রেকে ৮-২ এগিয়ে ভারত। বিরতির পর কোরিয়ান প্রতিপক্ষ ১০.৮ মারেন, সরবজ্যোৎ ১০.২। ফলে স্কোর লাইন ৮-৪ হয়ে যায়। এ বার মনুর পালা। মনুর সৌজন্যে ফের লিড নেয় ভারত। সাত রাউন্ডের পর ১০-৪ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। তবে ও ইয়ে শিন ভারতের সরবজ্যোতের

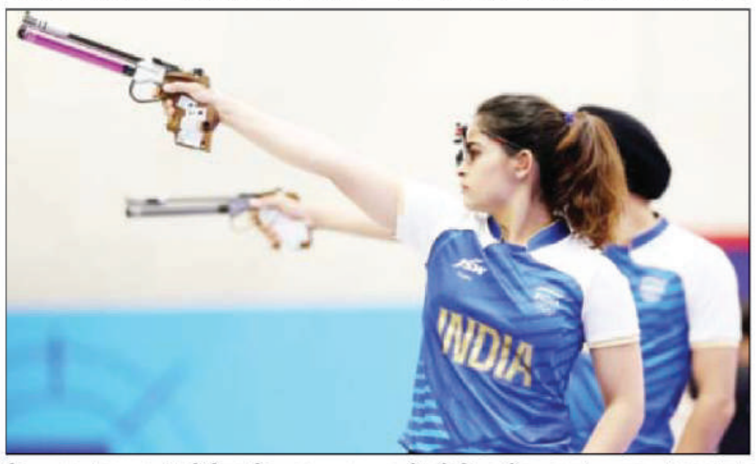


বিরুদ্ধে আরও একটা সিরিজ জিতে ১০-৮ করে কোরিয়া। আরও একটা ব্রেক। ৯ নম্বর সিরিজে ও ইয়ে শিন এবং মনু ভাকের। ১০.৫ এবং ১০ মেরে ফের ভারতকে ১২-৬ লিড দেন মনু। আর দুটো রাউন্ড বাকি। ১০ নম্বর সিরিজে লি এবং মনুর লড়াই। কোরিয়ান প্রতিপক্ষ দুই শটে ১৯.৪ মারেন, মনু ২০.৮। আরও একটি সিরিজ জিতে ভারত ১৪-৬ এগিয়ে যায়। আর একটা সিরিজ জিতলেই ভারতের ব্রোঞ্জ। ম্যাচ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ভারত। ও ইয়ে শিন বনাম সরবজ্যোৎ। দুই শটের সিরিজে ও ইয়ে শিন ১৯.৮ মারেন। সরবজ্যোৎ ১৯.৩। ফলে স্কোর দাঁড়ায় ভারতের ১৪-৮। ভারতের পদকের অপেক্ষা বাড়ান ও ইয়ে শিন। পরের সিরিজে ও ইয়ে শিন ১০.২ ও মনু ১০.৬ মারেন। তারপরও ১৪-১০ হয়ে দাঁড়ায় স্কোর লাইন। পরপর দুটি সিরিজ জিতে ভারতের চাপ বাড়ায় কোরিয়া। শেষ হাসি ভারতের। পরবর্তী সিরিজে সরবজ্যোৎ পদক নিশ্চিত করেন। ২০১২ সালেকর লন্ডন অলিম্পিকের শুটিং থেকে এসেছিল জোড়া পদক। বিজয় কুমার ও গগন নারাংয়ের হাত ধরে। পরের দুটো অলিম্পিকে শুধুই শূন্যতা। সেখান থেকে মনু-ইতিহাস ফের ভারতকে ফিরিয়ে দিল পুরনো গৌরব। এখানেই শেষ নয়, পদকের খাতায় ভারত আরও এগোবে। অলিম্পিকের এক সংস্করণে জোড়া পদকের ইতিহাসে উচ্ছ্বসিত এবং গর্বিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুভেচ্ছা বার্তায় দিলেন মনু-সরবজ্যোৎকে। ভারতীয় অ্যাথলিটরা প্যারিস রওনা হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ভারতীয় অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মনু ভাকের প্যারিসে পদকের খাতা খোলার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেই দায় সারেননি। ইভেন্টের কিছু পরেই প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ফোন যায় মনুর কাছে। প্রায় তিন মিনিট মনুর সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। টোকিওয় বন্দুকের সমস্যায় হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল মনুকে। সেখান থেকে যে ভাবে ঘুরে দাঁড়ান, তার প্রশংসা করেন মোদি। পাশাপাশি এও বলেন, শুরুটা দুর্দান্ত হওয়ায় পরবর্তী ইভেন্টে বাড়তি আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহ দেবে মনুকে। সেটাই হল। ব্যক্তিগত ইভেন্টের পর মিক্সড টিম ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ পদক মনুর। সরবজ্যোৎ এবং মনু ভাকেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন- 'আমাদের শুটাররা আবারও দেশকে গর্বিত করল। মনু এবং সরবজ্যোৎকে অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা দুর্দান্ত স্কিলের পাশাপাশি টিম গেম কেমন হয়, সেটাও দেখালেন। দেশ আপনাদের জন্য গর্বিত।' এরপরই মনুর জন্য বিশেষ বার্তা- 'অলিম্পিকে টানা দ্বিতীয় পদক। ধারাবাহিকতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতার নিদর্শন।'

## আনোয়ার মিষ্টি ছেলে, কারও উস্কানিতে পা দেব না, বিতর্ক থেকে দূরে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জুলাইঃ** মোহনবাগানের সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ইস্যুতে বিতর্ক থেকে দূরে থাকলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের কর্ণধার শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এদিন তিনি নিজ বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনোয়ার নিয়ে জানিয়েছেন, আনোয়ার খুব মিষ্টি ছেলে। ফুটবলার হিসেবে ও আমার খুব পছন্দের, কিন্তু আমি এই নিয়ে কিছুই বলব না। কারণ বিষয়টি ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির আয়ত্তে। এই নিয়ে কিছু বলা যাবে না। কলকাতা সিইএসসি'র মালিক আরও জানান, ''আনোয়ারের বিষয়ে আমি কারও উস্কানিতে পা দেব না। আমরা মোহনবাগান, আমাদের একটা সংস্কৃতি রয়েছে, আমরা সুভদ্র।'' আগামী ২ আগস্ট প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির সভা রয়েছে। সেই সভার আগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস কর্ণধার বলেছেন, ''মোহনবাগান ক্লাব একটা আবেগ, এই ক্লাবের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যে ফুটবলাররা এই ক্লাবের জার্সি পরে খেলছে, তাদেরও বুঝতে হবে এটি শুধু ক্লাব নয়, প্রতিষ্ঠান।'' আনোয়ার ইস্যুতেই এই কথা বলেছেন গোয়েঙ্কা। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে

গোয়েঙ্কার বাসভবনে হাজির ছিলেন কোচ হোসে মোলিনা ও বিশ্বকাপার জিমি ম্যাকলারেন। জিমি জানিয়েছেন, ''আমি মোলিনার কোচিংয়ে আগে খেলেছি, তাঁর খেলানোর স্টাইল সম্পর্কে আমি অবগত। এমনকী কামিন্সের খেলার স্টাইলও আমি জানি। আমি এখানে এসেছি গোল করতে, দলকে জেতাতে, সমর্থকদের আনন্দ দিতে।'' জিমি আরও বলেছেন, ''আমি যেদিন কলকাতা বিমানবন্দরে নামলাম, সেদিনই বুঝেছিলাম সমর্থকদের আবেগ কী পর্যায়ে রয়েছে, সবাই ডার্বি নিয়ে বলছে। আমিও ৬০ হাজার দর্শকের সামনে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'' গোয়েঙ্কার পাশে বসে কোচ মোলিনাও বললেন, ''সবে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, দলটিকে তৈরি করতে হবে, সবাই পরিশ্রম করতে মরিয়া রয়েছে, আমরা সব ম্যাচই জিততে চাই।''

## গর্ভে সাত মাসের সন্তান, অলিম্পিক্সে খেলে গোটা গ্যালারির মন জিতে নিলেন মিশরের চিকিৎসক

**প্যারিস, ৩০ জুলাইঃ** ফেন্সিংয়ে মেয়েদের ব্যক্তিগত স্যাবরে ইভেন্টে শেষ ষোলোয় পৌঁছন মিশরের নাদা হাফেজ। তার পরে আর জিততে পারেননি ঠিকই। তবে তাতে কম পড়েনি অভিনন্দন ও প্রশংসা। 'পরাজিত' নাদা যখন পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে, গ্যালারি ভেসে যাচ্ছে হাততালিতে। কারণ এই অলিম্পিক্স নাদা একে খেলেননি। খেলেছে তাঁর ছোট্ট সন্তান, যে এখনও অনাগত। মা নাদার পেটের ভিতরে সাত মাস কাটিয়েছে সে। ২৬ বছরের নাদা পেশায় একজন প্যাথোলজিস্ট। এই নিয়ে টানা তিনবার অলিম্পিক্সে অংশ নিলেন তিনি। এই বার প্রস্তুতি পর্ব চলার সময়েই জানতে পেরেছিলেন সুখবর। সকলে ভেবেছিল, এবার হয়তো অলিম্পিক্সে আর যাওয়া হবে না নাদার। তিনি বাতিল করবেন প্রতিযোগিতা। সেটাই যে 'স্বাভাবিক'। কিন্তু নাদা প্রমাণ করে দিলেন মাতৃত্ব আসলে এতই 'স্বাভাবিক', যে তার জন্য কিছু বন্ধ রাখার দরকার নেই। এমনকি অলিম্পিক্সও। তাই মিশর থেকে প্যারিসের মঞ্চে হাজির হন তিনি। সোমবার নিজের প্রথম ম্যাচে আমেরিকার এলিজাবেথ তার্তাকোভস্কিকে ১৫-১৩ পয়েন্টে হারিয়ে ওঠেন শেষ ষোলোয়। তবে শেষ ষোলোয় দক্ষিণ কোরিয়ান প্রতিযোগী হা ইয়াং জিওনের সঙ্গে হেরে যান ১৫-৭ পয়েন্টে। বিদায় নেন অলিম্পিক্স থেকে। কিন্তু সেই বিদায়কে হাততালি আর প্রশংসায় ভরিয়ে দেন দর্শকরা। দর্শকদের অভিবাদনে আপ্লুত হয়ে হাত নাড়ার সময়ে কেঁদেও ফেলেন তিনি। পরে ইনস্টাগ্রামে জানান, পোডিয়ামে তখন সকলে তাঁকে দেখলেও, আসলে তিনি একা ছিলেন না। সঙ্গে ছিল অনাগত সন্তানও। এ আবেগ ব্যাখ্যার অতীত। তিনি লেখেন, 'আমি ও আমার সন্তান শারীরিক ও মানসিকভাবে দারুণ খেলেছি, এটাই গর্বের। এটা আমার সত্তাকে পূর্ণ করেছে।' নাদা আরও লেখেন, 'গর্ভাবস্থা অনেকটা রোলারকোস্টার যাত্রার মতো, বেশ কঠিন। তবে আমার লড়াই ছিল আরও কঠিন। জীবন ও খেলাধুলার ভারসাম্য ঠিক রাখার লড়াই। আমার স্বামী ইব্রাহিম ইহাব ও পরিবার আমার সঙ্গে ছিল, তাই এত দূর আসতে পেরেছি।'

## রাউন্ড অফ সিক্সটিন বলে নয়, আমার ফোকাস সব ম্যাচে নিজের সেরাটা দেওয়া, বললেন মনিকা

**প্যারিস, ৩০ জুলাইঃ** অলিম্পিক্সের রাউন্ড অফ সিক্সটিনে পৌঁছে ইতিহাস গড়েছেন ভারতের মনিকা বাত্রা। প্রথম ভারতীয় প্যাডলার হিসেবে অলিম্পিক্সের শেষ ষোলোয় পৌঁছেছেন এই তারকা শাটলার। বিশ্বের ২৮ নম্বর বাছাই মনিকা ফ্রান্সের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নজির গড়েন। গত কয়েক বছর ধরেই ভারতের সেরা প্যাডলার হিসেবে উঠে এসেছিলেন তিনি। এবারের অলিম্পিক্সে ভারতীয়দের মধ্যে টেবিল টেনিসে অন্যতম সম্ভাবনাময় প্রতিযোগির নামই মনিকা বাত্রা। তিনি নিজের নামের প্রতি সুবিচার করেছেন এবারের অলিম্পিক গেমসে। বিশ্বের ১৮ নম্বর বাছাই, ফ্রান্সের পাভাদেকে হারিয়ে নজর কাড়েন তিনি। কারণ ক্রমতালিকায় অনেক ওপরের দিকে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিস্কার ৪-০ ফলে ম্যাচ জিতে নেন মনিকা। খেলার ফল ছিল ১১-৯, ১১-৬, ১১-৯ এবং ১১-৭। অর্থাৎ খেলার ফল দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনও গেমেই তাঁর প্রতিপক্ষকে সেভাবে দাঁড়াতেই দেননি তিনি। এমন আক্রমনাত্মক মেজাজেই পরের রাউন্ডে গেছেন ভারতীয় প্যাডলার। ম্যাচ জয়ের পর মনিকা বাত্রা বলছেন, ''আমি স্রেফ রাউন্ড অফ সিক্সটিনের ম্যাচের দিকেই মনোনিবেশ করছি না। আমার টার্গেট হচ্ছে প্রত্যেকটা ম্যাচে নিজের সেরাটা দেওয়া এবং জয় তুলে নেওয়া। অলিম্পিক্সের শেষ ষোলোয় যেতে পেরে সত্যি খুব খুশি আমি। এখন আমি যার বিরুদ্ধেই খেলি না কেন, নিজের একশো শতাংশ দেওয়ারই চেষ্টা করব। এবারই প্রথম আমরা দলগত এবং ব্যক্তিগত দুই ইভেন্টেই খেলার যোগ্যতা অর্জন করি। তাই এটা ভারতের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে এদেশে টেবিল টেনিসের উন্নতি হচ্ছে, সেটা আমাও বেশ ভালো লাগছে। আমি এখন শুধুই দেশের জন্য একশো শতাংশ দেওয়ার কথা ভাবছি, নিজের সেরাটা দিতে চাই। আমি এখানে আমার নর্মাল খেলাই খেলেছি। এখানে আসার আগে জার্মানিতে কঠোর অনুশীলন করেছি, তাঁর আগে ব্যক্তিগত কোচ আমন বালগুর অধীনে অনুশীলন করেছি।''

## সুহেলের হ্যাটট্রিক, টালিগঞ্জকে ৫-১ গোলে ওড়াল মোহনবাগান

**দুরন্ত বার্তা, ৩০ জুলাইঃ** কলকাতা লিগে দুর্দান্ত কামব্যাক করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ৫-১ গোলে জিতল সবুজ-মেরুন। সুহেল ভাটের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে মোহনবাগান পাঁচ গোল দিল। এই ম্যাচ জয়ের ফলে কলকাতা লিগ থেকে বাদ পড়ার খাঁড়া কাটল মোহনবাগানের। এই ম্যাচের আগে নবম স্থানে ছিল দল, সেখান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এল তারা। টালিগঞ্জ ম্যাচের আগে মোহনবাগানের হাতে ছিল ৬ পয়েন্ট। পাঁচ ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয়, তিনটি ম্যাচে ড্র ও একটায় হেরে তারা শোচনীয় অবস্থায় ছিল। ফলে এই ম্যাচটা তাদের কাছে জেতা ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না। ফলে এই ম্যাচ জেতার জন্য প্রথম থেকেই সুহেল ভাটকে খেলায় সবুজ-মেরুন। তিনি প্রথম থেকে নেমে হতাশ করেননি। ম্যাচের প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটা গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল মোহনবাগান। তবে নিজেরাই সেই সুযোগ হাতছাড়া করে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আর প্রথমার্ধের ভুলগুলো করেনি মোহনবাগান। প্রথম গোল আসে ৫১ মিনিটে। এটা যদিও আত্মঘাতী গোল হয়। প্রীতম খাটুয়া গোল করে। এরপর শুরু হয় সুহেল ভাটের গোল। ৫৯ মিনিটে সুহেল ভাট প্রথম গোল পান। এরপর ৬৩, ৭০ মিনিটে তিনি গোল করেন। সুহেলকে আটকানোর মতো কোনও রাস্তা ছিল না টালিগঞ্জের কাছে। এরপর অতিরিক্ত সময়ে মোহনবাগান তাদের শেষ গোলটা করে। ৯৪ মিনিটে সালাউদ্দিন গোল করেন। মাঝে টালিগঞ্জের হয়ে একটি গোল করেন শামিম। তবে সেটা সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ম্যাচ জয়ের ফলে মোহনবাগান পঞ্চম স্থানে চলে এল। ৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৯। পরপর দুটো ম্যাচ জেতার পর মোহনবাগান অবনমনের আতঙ্ক কাটিয়ে উঠল। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান একটা ম্যাচ খেলেছে। ডাউনটাউনের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেছে। এই ম্যাচে একটি মাত্র গোল করেন সুহেল ভাট। সিনিয়র দলের সুহেল এখন স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে। কলকাতা লিগের পাশাপাশি ডুরান্ড কাপেও তাঁর এই ফর্ম মোহনবাগানকে বড় সাফল্যের স্বপ্ন দেখাতেই পারে।

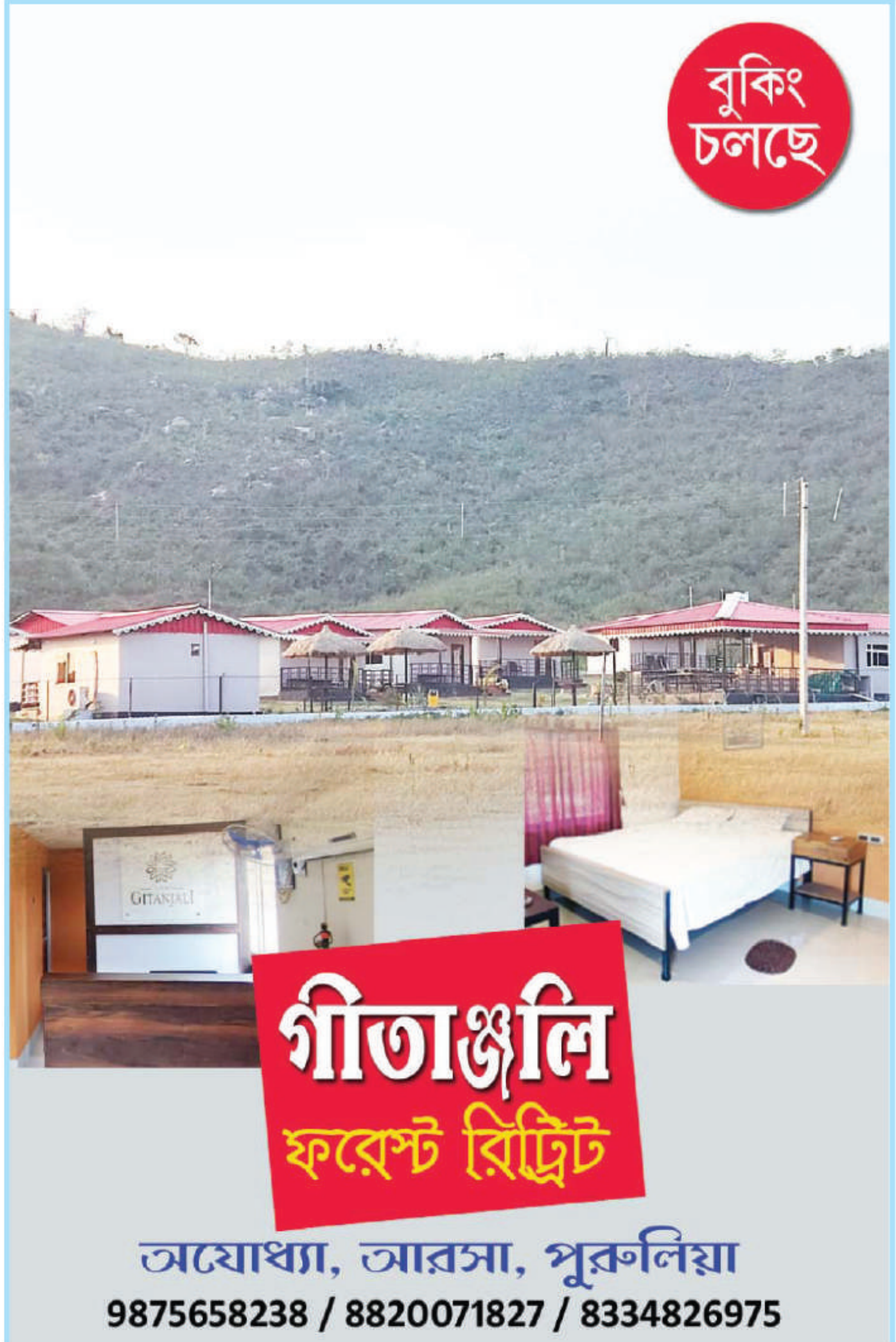


## ২ বছর, ২২০০০ কিমি সাইকেলে এতটা পথ পেরিয়ে প্যারিসে নীরজ চোপড়ার ফ্যান

**প্যারিস, ৩০ জুলাইঃ** খেলার প্রতি আবেগ। এর জন্য এতটা পথ সাইকেলে! শুধু খেলার জন্যই নয়, বিশেষ একজনের জন্য। অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে যিনি ভারতের অন্ধকার দূরে সরিয়ে সোনা ঝলমলে রোদ এনেছিলেন। নীরজ চোপড়া। অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সোনা জিতেছেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। এ বার প্যারিসেও ভারতের অন্যতম পদকের দাবিদার নীরজ। শুধু অলিম্পিকের আক্ষেপ মিটিয়েছেন, তা নয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, ডায়মন্ড লিগ সব আক্ষেপই মিটিয়েছেন। নীরজের সৌজন্যে প্যারিস থেকে একটা সোনা আসবে, এই প্রত্যাশায় ভারতীয় ক্রীড়া প্রেমীরা। আর তাঁকে সমর্থন করতে প্যারিস পৌঁছে গিয়েছেন একজন। এতে নতুনত্ব কী? ভারতের প্রচুর সমর্থকই তো রয়েছেন প্যারিসে? তাঁদের কেউ সাইকেল চালিয়ে প্যারিস গিয়েছেন কি? অলিম্পিকের শেষ দিকটায় ট্র্যাক অ্যান্ড ইভেন্ট থাকে। ৮ আগস্ট নীরজের ইভেন্ট।

ঝুঁকি নিতে চাননি ফয়াজ আশরফ আলি। কেরল থেকে প্যারিস। ফ্লাইটে তো আর যাবেন না। তাই অনেক আগেই প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। ২ বছর, ২২০০০ কিমি। সাইকেল চালিয়ে অবশেষে কালিকট থেকে প্যারিসে নীরজ চোপড়া ভক্ত আশরফ। এটাও সম্ভব! ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট যাত্রা শুরু করেছিলেন আশরফ। প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, শান্তি-একতার বার্তা দেওয়া। কেরলের কালিকট থেকে সাইকেলে লন্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন। সাইকেল, সঙ্গে নানা সামগ্রী। প্রায় ৫০ কেজি। নতুন করে আরও একটা লক্ষ্য স্থির করেন। নীরজ চোপড়াকে সাপোর্ট করতে প্যারিস যাবেন। তার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল বুদাপেস্টে অ্যাথলেটিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় নীরজের সঙ্গে দেখা হওয়া। সব মিলিয়ে ৩০টি দেশ পেরিয়ে অবশেষে প্যারিসে। বুদাপেস্টে নীরজের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল? প্যারিসে পৌঁছে সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে আলোচনায় আশরফ বলেন, ''কয়েক মিনিটের জন্য নীরজ এবং ভারতীয় অ্যাথলিটদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। নীরজ আমাকে বলে-আপনি লন্ডন যাচ্ছেন, অলিম্পিকের সময় প্যারিসেও তো যেতে পারেন।'' আশরফ আরও বলেন, ''আমার মনে হয়েছিল, সত্যিই তো দারুণ সুযোগ। নীরজকে অলিম্পিকে নামতে দেখব। এখানে এসে পিটি উষা (ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি) ম্যামের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁকে অনুরোধ করেছি, যাতে নীরজকে সমর্থন করার সুযোগ পাই। আমরা সকলে মিলেই নীরজের জন্য গলা ফাটাব। সেই দিনটার (৮ আগস্ট) মুখিয়ে রয়েছি।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com